হজরতজী, হজরত মাওলানা ইলিয়াছ রহমতুল্লাহি আলাইহের

মালফুজাত

(নীতি-কথা)

মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানী কর্তৃক সংগৃহীত ও সঙ্কলিত

অনুবাদক

ডক্টর মোহাম্মদ ছানাউল্লাহ (ব্যারিষ্টার) রহমতুল্লাহি আলাইহে

পি, এইচ, ডি (লণ্ডন) বার-এট্-ল

প্রকাশনায়ঃ

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

প্রথম কিস্তি

১। তিনি বলেন–

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উম্মতদের অবস্থা সাধারণভাবে এইরূপ ছিল যে, যতই নবুয়তের জমানা হইতে দূরে পড়িতেন, ততই তাহাদের ধর্মীয় ব্যাপার এবাদত ইত্যাদি স্বকীয় আসল সত্তা (হাকিকত ও রূহ) হারাইয়া কতগুলি নাম মাত্র রছমে পরিণত হইত এবং এই সমস্ত প্রাণহীন অনুষ্ঠান রছম হিসাবেই আদায় হইতে থাকিত। এই গুমরাহী ও ভুল পথ হইতে ফিরাইয়া শুদ্ধি ও সংশোধনের (এছলাহের) জন্য পুনরায় দ্বিতীয় পয়গম্বর প্রেরিত হইতেন, যিনি এই রছমকে মিটাইয়া উম্মতকে দ্বীনের আসল হাকিকত ও শরীয়তের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করিতেন। সকলের শেষে যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হন তখনও যেই সমস্ত কওম কোন আছমানী দ্বীনের সহিত সম্বন্ধ রাখিতেন তাহাদের অবস্থাও এইরূপ ছিল– তাহাদের পয়গম্বরের আনীত শরীয়তের যেই অংশটুকু তাহাদের নিকট বাকী ছিল তাহাও কতকগুলি প্রাণহীন রছমের সমষ্টিমাত্র ছিল। ঐ সমস্ত রছমকে তাহারা আসল দ্বীন ও শরীয়ত বলিয়া মনে করিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমস্ত রছমকে মিটাইবার আছলী দ্বীনি হাকিকত ও আহকামের তালীম দিয়াছিলেন। উম্মতে মুহাম্মদীও বর্তমানে এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। তাহাদের এবাদতে পর্যন্ত রছমীয়াত আসিয়া পড়িয়াছে; এমনকি দ্বীনি তালীম যাহা এই সমস্ত খারাবীর সংশোধনের সহায় যন্ত্র হওয়া উচিত ছিল উহাও বহু স্থলে এক রছমে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে নবুয়ত খতম হইয়াছে এবং ঐ প্রকারের কাজের জিম্মাদারী উম্মতের ওলামাদের উপর রাখা হইয়াছে। কারণ তাঁহারাই নায়েবে নবী। সুতরাং এই বিকৃত অবস্থার প্রতিকার ও সংশোধন করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা তাহাদের উপর ফরজ এবং ইহার সম্বল

হইতেছে তছহিহ্-এ নিয়ত বা বিশুদ্ধ সঙ্কল্প। কারণ, আমলের মধ্যে যখন লিল্লাহিয়াত ও শানে আব্দিয়াত (আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লার বন্দিগী হিসাবে কাজ করার নিয়ত) না থাকে তখনই উহা রছমে পরিণত হয়) আবার নিয়ত ছহীহ্ হইলেই আমলের গতি শুদ্ধ হইয়া আল্লাহ মুখী হয় ও রছমিয়াতের স্থলে হাকিকত পয়দা হয় এবং প্রত্যেক কাজ আবদিয়াত ও খোদা পরস্তীর জজ্‌বায়ে (বিশেষ আকর্ষণে) হইতে থাকে। মোটকথা, বর্তমান যুগে মানুষের আমলের মধ্যে তছহীহ্-এ নিয়তের সাহায্যে লিল্লাহিয়াত ও হাকিকত পয়দা করিবার জন্য চেষ্টা ও কষ্ট করা উম্মতের ওলামা ও দ্বীনের বাহকদের এক বিশেষ কর্তব্য।

২। তিনি বলেন–

দ্বীন জীবনযাত্রার অতি সহজ ও আছান পদ্ধতি বলিয়া কোরআন হাদীছে খুব জোরেসোরে প্রচার করা হইয়াছে। সুতরাং যাহা দ্বীনের মধ্যে যত জরুরী তাহা তত সহজ ও আছান হওয়া উচিত। তছহীহ্এ নিয়ত ও এখলাছ দ্বীনের অতি জরুরী অঙ্গ; বরং উহাই দ্বীনের যাবতীয় কাজের রূহ ও প্রাণ স্বরূপ; কাজেই উহাও অতি সহজ ও আছান; আবার এই এখলাছ বা বিশুদ্ধ সঙ্কল্পই সমস্ত 'ছলুক' (আল্লাহকে পাওয়ার পথ) ও তরিকার নির্যাস বা উপার্জিত পথ। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, 'ছলুক'ও অতীব সহজ ও আছান কাজ। কিন্তু মনে রাখা চাই যে, প্রত্যেক কাজ নিজের নীতি ও নিজস্ব কর্মপদ্দতিতেই সহজ ও সরল হইয়া থাকে। গলদ তরিকা এখতিয়ার করিলে সহজ হইতে সহজ কাজও কঠিন হইয়া যায়। বর্তমান যুগে লোকের ভুল এই যে, তাহারা উছুলের (নিয়ম পদ্ধতি) অধীনে কাজ করাকেই মুশকিল মনে করিয়া উহা হইতে সরিয়া পড়ে। অথচ দুনিয়ার কোন সাধারণ হইতে সাধারণ কাজও উহার স্বকীয় উছুল ও নিজস্ব তরিকা ব্যতীত সমাধা হয় না। জাহাজ, নৌকা, রেল, মটর সমস্তই উছুল মতই চলে; এমনকি রুটি ও তরকারী পর্যন্ত উছুল মতই পাকান হয়।

৩। তিনি বলেন–

তরিকতের খাছ উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের আহকাম ও আদেশাবলী স্বাভাবিকভাবে পালনীয় ও নিষেধগুলি স্বাভাবিকভাবে অবাঞ্ছনীয় হইয়া যাওয়া। (অর্থাৎ এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া যেন আল্লাহর আহকাম ও আদেশ মত চলাতে আনন্দ ও মজা পাওয়া যায়, আর নিষেধাবলীর নিকটে যাইতেও কষ্ট ও খারাপ লাগে)। ইহাই তরিকতের (আল্লাহর পথের) আসল উদ্দেশ্য; বাকী যাহা কিছু (অর্থাৎ জিকির-শোগল ও খাছ রিয়াজত ইত্যাদি) এই উদ্দেশ্য সাধনের

উপায় স্বরূপ। কিন্তু বর্তমানে বহু লোক এই উপায়গুলিকেই আসল তরিকত বলিয়া মনে করিয়া থাকে; অথচ উহার কিছু কিছু তো বেদাত। সে যাহা হউক, এই সমস্ত যখন কেবলমাত্র ঔষধ স্বরূপ– আসল মকছুদ নহে– এই জন্যই অবস্থা ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্তের সংশোধন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। অবশ্য শরীয়তের মধ্যে যেই সমস্ত কাজ কোরআন ও হাদীছের দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত আছে ঐ সমস্ত সর্বযুগে একইভাবে করিতে হইবে।

৪। তিনি বলেন–

ফরজ সমূহের স্থান নফল সমূহের অনেক উপরে; বরং বুঝা উচিত যে, ফরজকে পরিপূর্ণ করাই নফলের একমাত্র উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ফরজ কম হইলে নফল দ্বারা উহার ক্ষতিপূরণ করা হয় মাত্র। ফলকথা ফরজ আসল, আর নফল উহার অধীন ও আজ্ঞাবহ শাখামাত্র। কিন্তু কোন কোন লোকের অবস্থা এইরূপ যে, তাহারা ফরজ কাজে অবহেলা করে কিন্তু নফল কাজে বিশেষ তোড়জোড় করিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, আপনারা সকলেই জানেন যে, নেকীর দিকে দাওয়াত দেওয়া, সৎকাজের আদেশ করা, অসৎকাজ হইতে বারণ করা, (অর্থাৎ তবলীগে দ্বীনের যাবতীয় শাখা প্রশাখাসমূহ) অতি দরকারী ফরজ কাজ। কিন্তু কয়জনেই বা এই ফরজ আদায় করিয়া থাকে? অপরদিকে নফল জিকির আজকারে লিপ্ত লোকের সংখ্যা তত কম নহে।

৫। তিনি বলেন–

কোন কোন দ্বীনদার লোক ও ওলামার 'এস্তেগ্না' (পরমুখাপেক্ষী না হওয়া ও স্বাধীন সত্তা বজায় রাখা) সম্বন্ধে বড়ই ভুল ধারণা আছে। তাহারা মনে করেন, কোন অবস্থাতেই ধনী লোকের নিকটেও যাইতে নাই এবং মালদার হইতে সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়া থাকা চাই। 'এস্তেগ্না'র আসল উদ্দেশ্য মাত্র ইহাই যে, তাহাদের নিকট হইতে মাল ও সম্মান পাওয়ার আশায় তাহাদের নিকট না যাওয়া। তাহাদের 'এছলাহ' ও সংশোধনের জন্য ও দ্বীনের কাজের জন্য তাহাদের নিকট যাওয়া 'এস্তেগ্নার খেলাফ নহে; বরং সময় বিশেষে ইহা জরুরী। অবশ্য তাহাদের সহিত মেলামেশায় যেন আমাদের মধ্যে মালের লোভ ও মহব্বত, সম্মানের নেশা ও আকাঙ্ক্ষা পয়দা না হয়– তৎপ্রতি বিশেষভাবে হুশিয়ার থাকা চাই।

৬। তিনি বলেন–

যখন কোন আল্লাহর বান্দা কোন নেক কাজের দিকে অগ্রসর হইতে চায় শয়তান তখন নানা প্রকারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ও তাহার পথ বিঘ্নসঙ্কুল ও কন্টকাকীর্ণ করিয়া তোলে। কিন্তু যখন ঐ সমস্ত প্রতিবন্ধক অকৃতকার্য হয় ও ঐ আল্লাহর বান্দা ঐ সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঐ নেক কার্য আরম্ভ করিয়া দেয় তখন শয়তানের দ্বিতীয় কোশেশ ইহাই হয় যে, ঐ আল্লাহর বান্দার এখলাছে ও নিয়তে খারাবী ঢালিয়া অথবা অন্য কৌশলে নিজে ঐ নেক কাজে অংশীদার হইতে চায়। অর্থাৎ কখনও উহাতে 'রিয়া' ও 'ছুমা' (লোককে দেখাইবার ও শুনাইবার বাসনা) শামিল করিবার কোশেশ করিয়া উহার লিল্লাহিয়াত ও এখলাছকে বরবাদ করিতে চায়, আর ইহাতে অনেক সময় সে কৃতকার্যও হইয়া যায়। এই জন্য দ্বীনি কর্মীদের সব সময় এই বিপদ হইতে হুশিয়ার থাকা ও নিজেদের মনকে সব সময় এইরূপ 'অছঅছা' (খেয়াল, ধ্যান, কল্পনা) হইতে হেফাজত করা ও সব সময় নিজের নিয়তকে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। কেননা, কোন কাজে রেজায়ে এলাহী (আল্লাহর সন্তুষ্টি) ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য কোন সময় শামেল হইলেই ঐ কাজ আল্লাহ পাক কবুল করেন না।

৭। তিনি বলেন–

অধিকাংশ দ্বীনি মাদ্রাসার ইহা একটি বড় গাফলত ও ত্রুটি যে, ছাত্রদিগকে পড়াইয়া তো দেওয়া হয় কিন্তু ইহার কোন বিশেষ চেষ্টা করা হয় না যে, এই পড়িবার ও পড়াইবার যাহা আসল উদ্দেশ্য (অর্থাৎ দ্বীনের খেদমত ও আল্লাহর দিকে আহবানের কাজ) তাহারা পড়া শেষ করিয়া সেই কাজে লাগিয়া যায়। এই অমনোযোগিতার পরিণাম ফল এই দাঁড়ায় যে, এই সমস্ত মাদ্রাসার বহু কৃতী ছাত্র পড়া শেষ করিয়া জীবিকার্জনকেই মকছুদ করিয়া হয়ত এলমে তিব্ব পড়িতে লাগিয়া যায় অথবা সরকারী ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিয়া ইংরেজী স্কুল সমূহে মাষ্টারী পেশা এখতেয়ার করিয়া লয়; আর তাহাদের দ্বীনি শিক্ষায় যে সময়, মেহনত ও টাকা খরচ হইয়াছিল তাহার সমস্তই এই প্রকারে পরিণামে বিফলে যায়; বরং অনেক সময় তাহারা দ্বীনের দুশমনদের কাজে আসে। এই জন্য পড়ান হইতে অধিকতর আমাদিগকে কোশেশ ও ফিকির করিতে হইবে যে, যেই ছাত্র পড়া শেষ করে সে যেন দ্বীনের খেদমতে লাগে এবং এলমে দ্বীনের হক আদায় করে। নিজের ক্ষেতে কিছু ফসল পয়দা না হইলে তাহাও ক্ষতির কথা, কিন্তু ভাল ফসল পয়দা হইয়া তাহা আমাদের দুশমনের কাজে আসিলে তাহা আরও অধিকতর ক্ষতির কথা।

৮। তিনি বলেন–

সরকারী ইউনিভার্সিটি সমূহে মৌলভী ফাজেল প্রভৃতি যে সমস্ত পরীক্ষা দেওয়া হয় তাহার খারাবী ও দ্বীনি অনিষ্টের পুরাপুরি আন্দাজ ও অনুভূতি আমাদের নাই। সাধারণতঃ এই সমস্ত পরীক্ষা তো এই জন্যই দেওয়া হয় যেন ইংরেজী স্কুলে চাকুরী পাওয়া যায়। কাফেরী হুকুমত নিজের ফায়েদার জন্য ও নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে শিক্ষা পদ্ধতি (নেজামে তালিম) প্রচলিত করিয়াছে সেই কাফেরী নেজামের সাহায্যকারী বরং তাহার বেতনভুক্ত যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহৃত হইবার যোগ্যতা হাছিল করিবার জন্য এসব পরীক্ষা দেওয়া হয়। চিন্তা করিয়া দেখুন এল্‌মে দ্বীনের উপর ইহার চেয়ে বড় জুলুম ও এলমে দ্বীনের ইহার চেয়ে অধিক অপব্যবহার আর কি হইবে যে, দ্বীনের দুশমনদের নেজামে তালিমের খেদমত তাহা হইতে লওয়া যাইবে। এমনই বুঝিয়া নেন যে, এই সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা এল্‌মে দ্বীনের 'নেছবত' (সম্বন্ধ) আল্লাহ ও রাসূলের পরিবর্তে কাফের ও কাফেরদের হুকুমতের দিকে করা হয়। এই জন্য ইহা অতি সাংঘাতিক ও বিপদসঙ্কুল বিষয়।

৯। তিনি বলেন–

এলমের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য ইহা যে, মানুষ নিজের জীবনের হিসাব-নিকাশ নেয় ও নিজের করণীয় কার্যসমূহ ও নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ হৃদয়ঙ্গম করে ও পূর্ণভাবে তাহা আদায় করিবার জন্য চিন্তায় লাগিয়া যায়। কিন্তু ইহা না করিয়া সে যদি নিজের এলমের দ্বারা অপরের কার্যাবলীর সমালোচনা ও অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতির হিসাব-নিকাশ করে– তাহা হইলে ইহা এলমী অহঙ্কার ও আত্মগৌরব হইবে– যাহা ওলামাদের জন্য বড়ই ধ্বংসকারী। "নিজের কাজ কর অন্যের কাজ করিও না।"

১০। "মুসলমানদের কেন হুকুমত ও ক্ষমতা দেওয়া হয় না" এই কথার আলোচনা প্রসঙ্গে **তিনি বলেন–**

আল্লাহর হুকুম আহকাম ও বিধি-নিষেধ যখন তুমি নিজের জীবনে ও স্বকীয় পারিবারিক জীবনে পালন কর না (যাহার উপর তোমার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে ও কোনই বাধ্যবাধকতা [মজবুরী] নাই) তখন পৃথিবীর শাসন কার্যের ভার তোমার উপর কিরূপে ন্যস্ত করা যাইবে? মু'মেনদের দুনিয়ার রাজত্ব দেওয়ার খোদায়ী উদ্দেশ্য তো ইহাই যে, তাহারা পৃথিবীতে তাঁহার সন্তোষজনক কার্যাবলী ও আদেশসমূহ জারী করিবে। তুমি যখন তোমার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে ইহা

করিতেছ না তখন পৃথিবীর শাসনকার্য তোমার সোপর্দ করিয়া কল্য তোমা হইতে ইহার কি আশা করা যায়?

১১। তিনি বলেন–

যেই সমস্ত লোক গভর্ণমেন্টের ওফাদার ও সাহায্যকারী বলিয়া গণ্য হয় তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কাহারও ওফাদার বা সাহায্যকারী নহে; বরং তাহারা নিজের মতলবের ওফাদার মাত্র। অবশ্য আজকাল তাহাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বর্তমান গভর্ণমেন্ট দ্বারা হাছিল হয় বলিয়া তাহারা উহার ওফাদার ও সাহায্যকারী সাজিয়াছে। কল্য যদি তাহাদের স্বার্থ গভর্ণমেন্টের দুশমনদের দ্বারা হাছিল হয় তাহা হইলে তাহারা ঐ পরিমাণে উহাদের ওফাদার ও সাহায্যকারী হইবে; অন্যথায় এইসব মতলববাজ ও স্বার্থপর লোক নিজের বাপেরও ওফাদার নহে। তাহাদিগকে গালাগালি দেওয়া ও গভর্ণমেন্টের বিরোধিতা করিতে প্রস্তুত করা তাহাদের সংশোধনের প্রকৃত পন্থা নহে। তাহাদের প্রকৃত রোগ স্বার্থপরতা (গরজ পরস্তী)। যতদিন পর্যন্ত এ রোগ তাহাদের মধ্যে থাকিবে ততদিন তাহারা গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করা ছাড়িয়া দিলেও তাহাদের নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা এইরূপ অন্য কোন শক্তির ঐরূপ ওফাদার সাজিবে। এই জন্য তাহাদের মধ্যে গরজ পরস্তীর জায়গায় খোদা পরস্তী পয়দা করা ও তাহাদিগকে আল্লাহ ও আল্লাহর দ্বীনের সাচ্চা ওফাদার বানাইবার চেষ্টা করাই আসল করণীয় কাজ। ইহা ব্যতীত তাহাদের রোগের চিকিৎসা নাই।

১২। তিনি বলেন–

ইহা কায়েদায়ে কুল্লিয়া (সর্বজন স্বীকৃত কানুন) যে, প্রত্যেক মানুষ মনের শান্তি ঐ জিনিসে পায় যাহা তাহার মনে চায়। উদাহরণ স্বরূপ এক ব্যক্তি আমিরানা জিন্দেগী (নবাবী চালচলন) ও বহু মুল্যবান খাদ্য ও পোশাক ভালবাসে। কাজেই এই সমস্ত জিনিস ব্যতীত তাহার মনের শান্তি ও আরাম হাছিল হইতে পারে না। কিন্তু অপর ব্যক্তি চাটাইতে বসিতে ও শুইতে, মোটা কাপড় পরিতে ও সাদাসিদা খানা খাইতে ভালবাসে; সুতরাং তাহার শরীরের সুখ ও মনের শান্তি এই সমস্ত জিনিসেই অধিকতর অনুভূত হইবে। কাজেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে যাঁহাদের অনাড়ম্বর জীবনযাপন প্রিয় হয় ও যাঁহারা উহাতে মজা ও আরাম পান তাঁহাদের উপর আল্লাহর বড়ই রহমত ও দান। কেননা তাঁহাদের মনের শান্তি এমন সস্তা জিনিসের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন যাহা হাছিল করা প্রত্যেক দ্বীন-দরিদ্রের জন্যও

সহজসাধ্য। ধরিয়া লউন, যদি আমাদের মনের শান্তি ও আরাম ঐ সমস্ত বহু মূল্যবান জিনিসের মধ্যে রাখিয়া দিতেন যাহা কেবলমাত্র ধনীদের জন্যই সহজ ও সুলভ তাহা হইলে হয়ত আমরা চিরজীবন অশান্তি ও অসুখেই থাকিতাম।

১৩। তিনি বলেন–

আমাদিগকে হুকুম করা হইয়াছে, "তোমাদিগকে এই পৃথিবীতে যে মাল দেওয়া যায় তাহা ধরিয়া রাখিও না অর্থাৎ বখিলী করিও না; খরচ করিতে থাক।" কিন্তু শর্ত এই যে, অন্যায় যায়গায় ও অন্যায়ভাবে যেন খরচ না হয়।

মোটকথা আল্লাহ প্রদর্শিত পথে ও পদ্ধতিতে এবং আল্লাহর নির্দেশিত সীমার মধ্যে খরচ করিতে হইবে।

১৪। এক সময় এমন হইয়াছিল যে, সম্ভবতঃ বৃষ্টি ইত্যাদির দরুন মাওলানার ঘরে গোশ্ত আনিতে পারে নাই। ঐ দিন আমার সঙ্গে মাওলানার এক বিশেষ বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন, যাহার গোশ্ত খাওয়ার স্পৃহা মাওলানার জানা ছিল। আমি দেখিলাম যে, দস্তরখানায় গোশত না থাকায় ঐ দিন মাওলানা বিশেষভাবে বিচলিত হইয়াছেন। আমি এক প্রকার আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, ইহা বিচলিত হইবার কি কথা? অল্পক্ষণ পরে ইহার উপর দুঃখ ও আফছোছ করিয়া **তিনি বলেন**– হাদীছ শরীফে আছে–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ *

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস করে তাহার উচিত যে, তাহার মেহমানের (অতিথিকে) সম্মান করে।"

আর মেহমানের সম্মান করার মধ্যে ইহাও দাখেল যে, সম্ভব হইলে তাহার প্রিয় বস্তু তাহার জন্য প্রস্তুত করা হয়। তৎপর এক বিশেষ দরদের সহিত আরবীতে–

فكيف باضياف الله و اضياف رسوله

বলেন, যাহার সারমর্ম এই– যখন কাহারও নিকট শুধু আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বতে, আকর্ষণে ও কাজের জন্য কোন মেহমান আসেন তাহাদের হক আরও অধিক।

১৫। তিনি বলেন–

বেহেশ্ত হক সমূহের বদ্লা মাত্র অর্থাৎ নিজের হকুক, নিজের সুখ ও শান্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কোরবানী (বিলীন করিয়া) দিয়া নিজে কষ্ট করিয়া অন্যের

হুকুক আদায় করা (যাহার মধ্যে আল্লাহর হকও শামেল আছে) ইহারই পরিবর্তে বেহেশ্‌ত পাওয়া যাইবে। এই উপলক্ষে **তিনি বলেন–** হাদীছ শরীফে বলা হইয়াছে–

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ *

তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি সদয় হও আকাশের আল্লাহ তোমাদের প্রতি সদয় হইবেন।

হাদীছে দুই স্ত্রীলোকের দুই ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহা সর্বসাধারণের নিকট সুবিদিত ও সুপরিচিত। এক বেশ্যা এক তৃষ্ণার্ত কুকুরের প্রতি সদয় হইয়া কুয়া হইতে পানি উঠাইয়া উহাকে পান করাইয়াছিল। আল্লাহ পাক তাহার এই কাজের বদলায় তাহার জন্য বেহেশ্‌তের হুকুম দিয়াছিলেন। আর একজন স্ত্রীলোক (যে বদকার ছিল না) একটি বিড়ালকে ভুখা অবস্থায় ছটফট করাইয়া মারিয়াছিল। সেই জন্য তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।

১৬। তিনি বলেন–

জিহরতের পূর্বে মক্কা শরীফে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের কাছে ঘুরাফিরা করিয়া নিজে গিয়া যে দাওয়াতে-হক দিতেন বাহ্যতঃ মদিনা শরীফে পৌঁছার পর তাঁহার সেই কাজ ছিল না; বরং সেখানে তিনি এক নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করিতেন। কিন্তু তিনি মক্কী দাওয়াত সূচারুরূপে ও সুন্দরভাবে দিতে পারেন এমন এক খাছ জামায়াত তৎপূর্বে তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। তখন এই কাজেরই ইহা তাকাজা ছিল যে, তিনি এক কেন্দ্রে থাকিয়াই এই দাওয়াতে-হক ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের নিজামকে শক্তি ও শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করেন।

১৭। তিনি বলেন–

হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিদ্দিকে আকবরকে (রাজিআল্লাহু আনহু) নামাজের শেষে আল্লাহর নিকট এইভাবে আরজ করিবার জন্য দোয়ায়ে মাছুরা শিক্ষা দিয়াছিলেনঃ–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَ ارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ *

"আয় আল্লাহ! আমি নিজের নফছের উপর বড়ই জুলুম করিয়াছি; আর তুমি ছাড়া কেহই গোনাহ-খাতা মাফকারী নাই; কাজেই তুমি নিজের ফজল ও

করমে (যাহাতে আমার কোনও অধিকার নাই) আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও এবং আমার উপর রহম কর। ক্ষমাকারী ও রহমকারী, একীনের সহিত বলিতেছি, কেবলমাত্র তুমিই।"

একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া হযরত আবু বকর ছিদ্দিককে (রাজিআল্লাহু আনহু) শিক্ষা দিয়াছিলেন, যিনি সমস্ত উম্মতের মধ্যে আফজাল ও আকমল (শ্রেষ্ঠতম ও দক্ষতম) ছিলেন। বিশেষ করিয়া তাঁহার নামাজ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন কামেল ছিল যে, তিনি নিজেই তাঁহাকে নামাজের ইমাম বানাইয়াছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহাকেও নামাজের শেষে আল্লাহ পাকের (নিকট) দরবারে নিজের কুতাহী ও এবাদাতের হক আদায় হইতে না পারার স্বীকারোক্তি ও কেবলমাত্র তাঁহারই ফজল ও করমের দ্বারা ক্ষমা ও দয়ার দরখাস্ত শিক্ষা দিয়াছেন। এখন বলুন তো আপনারা কোথায়?

১৮। তিনি বলেন–

মানুষের জমিনের উপর অবস্থান (হায়াত) অতি কম। (অর্থাৎ অত্যাধিক হইলেও মাত্র এই নশ্বর জীবনের হায়াতের পরিমাণ)। আর জমিনের নীচে তাহাকে অনন্ত অসীম কাল অবস্থান করিতে হইবে। অথবা এমনই বুঝ যে, দুনিয়াতে তোমার অবস্থান অতি অল্প সময়ের জন্য, আর ইহার পর যে সকল জায়গায় অবস্থান করিতে হইবে যেমন, মরণের পর শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার পর্যন্ত, তৎপর দ্বিতীয় ফুৎকার পর্যন্ত এমন অবস্থায় যাহা আল্লাহই জানেন, (এই সময়ও বহু হাজার বৎসর হইবে) তৎপর হাজার হাজার বৎসর হাশরের ময়দানে, তৎপর আখেরাতে যেই ঠিকানার হুকুম হয় সেই ঠিকানায়।

ফলকথা, এই পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবার পর প্রত্যেক জায়গার অবস্থান এই দুনিয়া হইতে অসংখ্য গুণ বেশী হইবে। মানুষ কেমন গাফেল যে, দুনিয়ার কয়েক দিনের অবস্থানের জন্য যাহা কিছু করে অনন্ত অসীমকাল যথায় থাকিতে হইবে সেই সমস্ত জায়গার জন্য সেই পরিমাণও করে না।

১৯। তিনি বলেন–

'হাকিকী জিকরুল্লাহ' প্রকৃত আল্লাহর জিকির ইহা যে, মানুষ যে স্থলে, যে অবস্থায়, যে কার্যে থাকে উহা সম্বন্ধে আল্লাহর যে আহ্‌কাম ও আদেশসমূহ আছে তাহা বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া পালন করে। আমি আমার দোস্তদিগকেও এই 'জিকিরের' বেশী তাকিদ করিয়া থাকি।

২০। তিনি বলেন—

মানুষের অন্যান্য সৃষ্ট জগতের উপর যে বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আছে, তাহাতে তাহার জবানের (জিহ্বার) বিশেষ দখল বা অধিকার আছে। কাজেই মানুষ যদি তাহার রসনার দ্বারা ভাল কথা বলিয়া থাকে এবং ভাল কাজে উহাকে ব্যবহার করে তাহা হইলে তাহার এই বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ।মধ্যে হইবে। আর যদি জিহ্বাকে সে খারাপের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে যেমন মন্দ কথা বলে, অন্যায়ভাবে লোককে কষ্ট দেয় তাহা হইলে এই জবানের দ্বারাই খারাপের মধ্যে তাহার বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব হইবে। এমনকি কোন কোন সময় এই জিহবাই মানুষকে কুকুর ও শুকুর হইতেও অধম করিয়া দিবে। হাদীছ শরীফে আছে—

و هل يكب الناس فى النار على منا خرهم الا حصائد السنتهم *

"মানুষকে তাহার জিহ্বাই (আজেবাজে কথাই) অধোমুখে দোজখে ঢালিবে।" আয় আল্লাহ! আমাদিগকে হেফাজত কর!!

দ্বিতীয় কিস্তি

২১। একদিন ফজরের নামাজের পর দ্বীনের সেবা ও সাহায্যের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিবার কথা এইভাবে আরম্ভ করেন— দেখুন, সকলেই জানে ও স্বীকার করে যে, খোদা গায়েব নহে বরং হাজের— সব সময়ই হাজের। কাজেই তাঁহার হাজের নাজের থাকাকালে বান্দাদের তাহাতে না লাগিয়া— তাহার গায়েবের মধ্যে লাগিয়া থাকা অর্থাৎ আল্লাহ হইতে মুখ ফিরাইয়া গায়রুল্লায় মশগুল হওয়া ও ডুবিয়া থাকা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, কেমন দুর্ভাগ্য ও কত বড় হতাশা! একবার আন্দাজ করিয়া দেখুন, কি পরিমাণে ইহা খাদাকে রাগান্বিত করে! খোদার দ্বীনের কাজ হইতে গাফেল থাকা খোদার আহকাম ও আদেশের খেয়াল বা ধ্যান না করিয়া দুনিয়াতে লাগিয়া থাকাই আল্লাহ হইতে ফিরিয়া থাকা ও মত্ত হওয়া। তদ্‌বিপরীত আল্লাহয় লাগিয়া থাকা এই যে, আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যে লাগিয়া থাকা ও তাঁহার আদেশকে মানিয়া চলা। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, যে কাজ যত আহাম (গুরু) ও জরুরী তৎপ্রতি তত মনোযোগ দিতে হইবে। আর ইহা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সুন্দর নমুনা হইতে জানা যাইবে। ইহাও জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজের জন্য সবচেয়ে বেশী মেহনত করিয়াছেন ও কষ্ট উঠাইয়াছেন তাহা হইতেছে কলেমার প্রচার ও প্রসার অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহর বন্দিগীর জন্য তৈয়ার করা ও আল্লাহর রাস্তায় লাগাইয়া দেওয়া। এই কাজই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, ইহাতে লাগিয়া থাকাই উচ্চতম দরজায় খোদাতে লাগিয়া থাকা।

২২। এক বৈঠকে তিনি বলেন—

মানুষ আল্লাহর গোলামী ও বন্দেগীকে মানুষের গোলামী ও চাকুরী হইতেও কম দরজা (গরুত্ব) দিয়া রাখিয়াছে। গোলাম ও চাকরের সাধারণ অবস্থা এই যে, তাহারা সব সময় মুনিবের কাজে লাগিয়া থাকাকেই নিজের কর্তব্য মনে করে, ইহার ফাঁকে ফাঁকে দৌড়া-দৌড়ির মধ্যে যাহা কিছু পায় তাহাই পান করে ও খায়। কিন্তু আল্লাহ পকের সহিত বর্তমানে বান্দাদের মোয়ামেলা (ব্যবহার) এই দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা স্বাধীনভাবে নিজের কর্মে একান্তভাবে স্বকীয় কাজে নিজস্ব উপভোগ্য বস্তু ও মজার সামগ্রীতে নিজেরই জন্য মত্ত থাকে। আর কখন কখন স্বকীয় কাজ-কারবার ও ভোগবিলাস হইতে কিছু সময় বাহির করিয়া

খোদার কিছু কাজও করিয়া থাকে। যেমন, নামাজ পড়িয়া লয় অথবা কোন ভাল কাজে কিছু চাঁদা দিয়া থাকে এবং মনে করিয়া থাকে যে, খোদার ও দ্বীনের হক আদায় হইল; অথচ বন্দেগীর হক ইহা যে, স্বাধীনভাবে ও সামগ্রিকভাবে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ দ্বীনের কাজ করা; আর অধীনভাবে ও আনুসঙ্গিকভাবে খাওয়া পরা ও তাহার ছামান যোগাড় করা। (এ কথার উদ্দেশ্য এই নহে যে, সমস্ত লোক আপন আপন কাজ-কারবার ও জীবিকা-নির্বাহের উপায় ছাড়িয়া বসুক। তাহা কখনও নহে– বরং মতলব শুধুমাত্র এই যে, যাহাকিছু করা হয় সমস্তই যেন বন্দেগীর অধীনে হয় ও দ্বীনের খেদমত ও নছরত (সেবা ও সাহায্য) সব বিষয়ে সব সময়ই দৃষ্টিপথে থাকে এবং নিজের খাওয়া পরা প্রভৃতি আনুসঙ্গিকভাবেই হয়; যেমন, একজন গোলাম নিজের মুনিবের কাজ-কারবার করিয়া থাকে)।

২৩। একদিন কোন এক ওয়াক্তের নামাজ এক বোজর্গ পড়ান ও এই দোয়াও করেন। (যাহা হযরত মাওলানাও অধিকাংশ সময় করিয়া থাকেন)ঃ–

اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আয় আল্লাহ! যাহারা (হযরত মুহাম্মাদের (দঃ) দ্বীনের সাহায্য করে তুমি তাহাদের সাহায্য কর; আর যাহারা মুহাম্মদের (দঃ) দ্বীনের সাহায্য করে না তুমিও তাহাদের সাহায্য করিও না।"

হযরত মাওলানা তখন তিনবার উচ্চৈঃস্বরে এক খাছ দরদের সহিত বলেন,

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ

"আয় আল্লাহ! আমাদিগকে তাহাদের দলভুক্ত করিও না!"

সমাগতদের সম্বোধন করিয়া **তিনি বলেন**– ভ্রাতৃবৃন্দ! এই দোয়া অনুধাবন করুন ও ইহার গুরুত্ব বুঝুন। ইহা দোয়া ও বদ্‌দোয়া যাহা প্রায় সকল সময় আল্লাহর খাছ বান্দাগণ করিয়াছেন। ইহা অতি ভারী দোয়া। ইহাতে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারীদের জন্য ও এই রাস্তায় মেহনত ও পরিশ্রমকারীদের জন্য রহমত ও নছরতের দোয়া আছে। কিন্তু যাহারা দ্বীনের সাহায্য করে না তাহাদের জন্য বড় সাংঘাতিক বদদোয়া আছে। "খোদা যেন নিজের রহমত ও নছরত হইতে তাহাদিগকে মাহরুম করিয়া দেন।"

এখন প্রত্যেকেই এই দোয়াকে নিজের উপর আরোপ করিয়া দেখুন যে, সে

বদ্‌দোয়ার ভাগী, না নেক দোয়ার নিশানা। ইহাও মনে রাখিবেন যে, নিজ নিজ নামাজ পড়া ও রোজা রাখা যদিও বড় এবাদত কিন্তু ইহা দ্বীনের সাহায্যের কাজ নহে। দ্বীনের নছরত তো উহা যাহা আল্লাহ ও রাসূল নছরত বলিয়াছেন। আর ইহার আছলী ও মকবুল তরিকাও উহা যাহা তিনি নিজে প্রচলিত করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে এই তরিকা ও এই রেওয়াজকে সজীব করা ও পুনরায় জারী করিবার জন্য কোশেশ করা দ্বীনের সবচেয়ে বড় নছরত বা সাহায্য। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে ইহার তওফীক দেউক। আমীন!

তৃতীয় কিস্তি

[এই বারের সমস্ত মলফুজাত ঐ দ্বীনি আন্দোলন ও দাওয়াত সম্বন্ধে– যাহার জন্য হযরত মাওলানা নিজেকে বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন, কাজেই তাহা এই দাওয়াতের কর্মীদের মনেযোগ সহকারে পড়া উচিত।]

২৪। এক বৈঠকে তিনি বলেন–

আমাদের এই আন্দোলনের আসল মকছুদ বা উদ্দেশ্য মুসলমানকে ঐ সমস্ত জিনিস শিক্ষা দেওয়া যাহা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়া আসিয়াছিলেন। অর্থাৎ ইসলামের পূর্ণ এলমী ও আমলী নিজাম উম্মতের মধ্যে পুনর্জীবিত করা। ইহা তো আমাদের আসল উদ্দেশ্য; বাকী রহিল তবলীগী কাফেলার ঘুরাফেরা ও 'গাশ্‌ত' করা, ইহা ঐ উদ্দেশ্য সাধনের প্রাথমিক উপায়। কলেমা, নামাজের তালীম ও তলকীন আমাদের পূর্ণ পাঠ্য-তালিকার ক, খ, গ মাত্র।

ইহাও প্রকাশ্য কথা যে, আমাদের কাফেলা সম্পূর্ণ কাজ করিতে পারিবে না। তাহারা শুধু মাত্র নিম্নলিখিত কাজ প্রত্যেক জায়গায় পৌঁছাইয়া নিজের চেষ্টা ও কষ্ট দ্বারা এক আলোড়ন ও চেতনা সঞ্চার করিতে পারে মাত্র। গাফেলদিগকে স্থানীয় দ্বীনদারদের সঙ্গে মিলাইয়া দিবার ও দ্বীনের দরদী চিন্তানায়কদের বেচারা আওয়ামদের সংশোধনের কাজে লাগাইয়া দিবার কোশেশ করিতে পারে। প্রত্যেক জায়গায় আছলী কাজ তো স্থানীয় কর্মীরাই করিতে পারে। আওয়ামদের বেশী ফায়দা নিজ জায়গার দ্বীনদারদের নিকট হইতেই পৌঁছিতে পারে; অবশ্য ইহার তরীকা আমাদের ঐ সমস্ত লোক হইতে শিক্ষা করা যায় যাহারা বহুদিন হইতে এই তরীকার ফায়দা দেওয়া নেওয়া ও শিক্ষা দেওয়া নেওয়ার কাজ সাফল্যের সহিত করিয়াছে ও বহুলাংশে ইহাকে নিজের আয়ত্বে আনিয়াছে।

২৫। এক বৈঠকে তিনি বলেন–

আমাদের কর্মীদের এই কথা খুব দৃঢ়ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, যদি কোথাও দাওয়াত ও তবলীগ কবুল করা না হয়; বরং উল্টাদিকে তাহাদিগকে গালিগালাজ করা হয় ও নানাপ্রকারের এলজাম দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারা যেন নিরাশ ও পেরেশান না হয়। এইরূপ স্থলে তাহাদের স্মরণ করা উচিত যে,

ইহা পয়গাম্বরদের বিশেষতঃ পয়গাম্বরদের ছরদারের খাছ সুন্নত ও ওরাছাত (উত্তারাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সাধের সামগ্রী)। আল্লাহর রাস্তায় বে-ইজ্জত হওয়া কয়জনের ভাগ্যে জুটে? আবার যে জায়গায় তাহাদের সসম্মানে সাদর সম্ভাষণ জানানো হয়, তাহাদের দাওয়াত ও তবলীগের কদর করা হয়, আগ্রহের সহিত তাহাদের কথা শুনা হয় ও মানা হয় তাহা কেবলমাত্র আল্লাহ পাকের নেয়ামত ও দান বলিয়া মনে করিবে ও কোন অবস্থায়ই না-কদরী করিবে না। এই সমস্ত দ্বীনের তালেবদের খেদমত ও শিক্ষাকে আল্লাহর এই এহছানের খাছ শুকরিয়া হিসাবে আদায় করিবে– যদিও তাহারা অতি নিম্ন শ্রেণীর লোকও হয়।

عَبَسَ وَ تَوَلّٰى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى *

"একজন অন্ধ তাহার নিকট আসিল বলিয়া সে ভ্রূকুটী করিল ও চলিয়া গেল।"

কোরআন পাকের এই আয়াতে আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছে। হাঁ, অবশ্য এই অবস্থায় নিজের নফছের ফেরেব হইতেও ডরাইতে থাকিবে, নফছ যেন ইহাকে (সাদর সম্ভাষণ ও গ্রহণকে) নিজের কামাল বলিয়া না বুঝে, তদুপরি এই অবস্থায় 'পীর পরস্তীর ফেৎনার' ও অত্যধিক সম্ভাবনা আছে। এই জন্য ইহা হইতে বিশেষভাবে খবরদার থাকিবে।

২৬। এক বৈঠকে তিনি বলেন–

সমস্ত কর্মীদের বুঝাইয়া লও যে, এই পথে যেন বালা মছিবত খোদা হইতে কখনও না চাহে। (বান্দাকে সকল সময়ই আল্লাহর নিকট হইতে সুখ স্বাচ্ছন্দ চাওয়া উচিত।) কিন্তু আল্লাহ পাক যদি এই রাস্তায় বালা মুছিবত পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে উহাকে আল্লাহর রহমত ও গোনাহ মাফের ও দরজা বোলন্দের অছিলা (হিসাবে গ্রহণ করিবে) বলিয়া মনে করিবে। আল্লাহর রাস্তায় এই প্রকারের আপদ-বিপদ তো নবী, ছিদ্দিক ও আল্লাহর সান্নিধ্য-প্রাপ্তদের খাছ খাদ্য।

২৭। এক বৈঠকে তিনি বলেন–

তাবলীগ ও দাওয়াতের সময় বিশেষ করিয়া নিজের অন্তর্দৃষ্টি শ্রোতাদের প্রতি না রাখিয়া আল্লাহ পাকের দিকে নিবন্ধ রাখা উচিত। মনে করিবে যে, ঐ সময় আমাদের ধ্যান ধারণা এইরূপ হওয়া চাই যে, আমরা নিজের ইচ্ছামত নিজের কোন কাজের জন্য বাহির হই নাই; বরং আল্লাহর আদেশে আল্লাহর কাজের জন্য বাহির হইয়াছি। শ্রোতাদের (শুনার ও আমলের) তওফীকও ঐ

আল্লাহরই হাতে। যখন এই সময় এইরূপ ধ্যান হইবে তখন খোদা চাহে তো শ্রোতাদের অন্যায় ব্যবহারে রাগও আসিবে না, সাহসও হারাইবে না।

২৮। তিনি বলেন—

কেমন ভুল প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। অন্য লোকে আমাদের কথা মানিয়া লইলে আমরা উহাকে আমাদের নিজের কৃতকার্যতা বলিয়া মনে করি। আর না মানিলে তাহা আমাদের অকৃতকার্যতা বলিয়া বুঝি। অথচ এই পথে এইরূপ খেয়াল করা একেবারেই ভুল। অন্যের মানা না মানা তো উহাদের কার্য। উহাদের কোন কার্য দ্বারা আমরা কেন কৃতকার্য বা অকৃতকার্য বলিয়া অভিহিত হইব? আমাদের কৃতকার্যতা ইহাই যে, আমরা নিজের কাজ পুরাপুরি করিয়া দেই, অন্যেরা না মানিলে তাহা তাহাদের অকৃতকার্যতা। উহারা না মানিলে আমরা কেন অকৃতকার্য হইব? মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে, তাহারা মানাইয়া দেওয়াকে (যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে খোদার কাজ) নিজের কাজ ও নিজের জিম্মাদারী বলিয়া বুঝিয়া নিয়াছে; অথচ আমাদের জিম্মাদারী সুন্দরভাবে শক্তি প্রয়োগ করা। মানাইয়া দেওয়ার কাজ তো পয়গম্বরদেরও সোপর্দ করা হয় নাই। অবশ্য না মানিলে এই শিক্ষা লইতে হইবে যে, সম্ভবতঃ আমাদের কোশেশে শিথিলতা রহিয়া গিয়াছে, আমরা হক আদায় করিতে পারি নাই, যার জন্য আল্লাহ পাক এই কুফল আমাদিগকে দেখাইলেন। তৎপর নিজের কোশেশের দোয়া ও আল্লাহর সাহায্য মদদ চাওয়ার পরিমাণ ও কইফিয়ৎ আরও বাড়াইয়া দেওয়ার নিয়ম করিয়া লওয়া চাই।

২৯। তিনি বলেন—

আমাদের সাধারণ কর্মীরা যেখানেই যাউক না কেন সেখানকার হাক্কানী ওলামা ও দ্বীনদারদের খেদমতে হাজির হইবার কোশেশ করিবে। কিন্তু ইহা শুধু ফায়দা নেওয়ার নিয়তে হইবে। এই সমস্ত বোজর্গদের সোজাসোজি এই কাজের দাওয়াত দিতে নাই। ইহারা যেই সমস্ত দ্বীনি কাজে লাগিয়া আছেন ঐ সমস্তকে তাঁহারা খুব ভাল করিয়া জানেন এবং ঐ সমস্তের উপকারিতারও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে। তোমরা এই কাজ ভালমতে তাহাদিগকে বুঝাইতে পারিবে না। অর্থাৎ তোমরা নিজের কথার দ্বারা ইহাদিগের একীন জন্মাইতে পারিবে না যে, এই কাজ তাঁহাদের অন্যান্য দ্বীনি কাজ হইতে দ্বীনের জন্য বেশী উপকারী ও ফলপ্রসূ।

ফল এই দাঁড়াইবে যে, তাঁহারা তোমাদের কথা মানিবে না, আর একবার

'না' হইয়া গেলে তাহা পরে 'হাঁ'-এ পরিবর্তিত হওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। তখন ইহার এক মন্দ ফল এই হইবে যে, তাঁহাদের অধীনস্থ আওয়ামও তোমাদের কথা শুনিবে না। আবার ইহাও সম্ভব যে, তোমাদের নিজের মধ্যেই সন্দেহের সঞ্চার হইয়া যাইবে। এইজন্য তাঁহাদের নিকট শুধু ফায়দা নেওয়ার জন্য যাওয়া চাই। কিন্তু তাঁহাদের চতুরপার্শ্বে খুব পরিশ্রম করিয়া কাজ করিতে হইবে ও অত্যাধিকভাবে উছুলসমূহ মানিয়া চলিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

এইরূপে আশা করা যায় যে, তোমাদের কাজের ও তাহার ফলের খবর তাঁহাদের নিকট আপনা আপনি পৌঁছিতে থাকিবে। আর এই সমস্ত ফল তাঁহাদের জন্য (দাওয়াতকারীও) আহবায়ক ও দৃষ্টি আকর্ষক হইবে। ইহার পর তাঁহারা নিজেরাই আপনা হইতে যখন তোমাদের প্রতি ও তোমাদের কাজের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন তখন তাঁহাদিগকে তত্ত্বাবধায়ক ও পৃষ্ঠপোষক হওয়ার জন্য অনুরোধ করিবে ও তাঁহাদের দ্বীনি ইজ্জত সম্মান বজায় রাখিয়া তোমাদের নিজের কথা তাঁহাদিগকে বলিবে।

৩০। তিনি বলেন—

যদি কোথাও দেখা যায় যে, ঐ জায়গার ওলামা ও দ্বীনদার লোক সহানুভুতির সহিত এই কাজে শামিল হয় না তখন তাহাদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করিও না; বরং ইহা বুঝিয়া লইবে যে, এই বোজর্গদের নিকট এখনও এই কাজের পূর্ণ 'হাকিকত' (প্রকৃত স্বরূপ) উদঘাটিত হয় নাই। ইহাও বুঝিয়া লইবে যে, তাঁহারা দ্বীনের খাছ খাদেম বলিয়া শয়তান তাঁহাদের বড় দুশমন (চোর মালদারের কাছেই তো আসে)। এতদ্‌ব্যতীত ইহাই বুঝিবার কথা যে নগণ্য ও হীন দুনিয়ার মত্ত দুনিয়াদারেরা যখন তাহাদের দুনিয়ার কাজ কারবারের উপর এই কাজে স্থান দিতে পারে না ও তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়িয়া এই কাজে লাগিতে পারে না তখন দ্বীনদার লোকেরা তাঁহাদের উঁচু দরের সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীনি কাজ সমূহ এই কাজের জন্য এত সহজে কিরূপে ছাড়িতে পারেন। আরেফগণ (সূক্ষ্মদর্শীরা) বলিয়াছেন, "জুলমানী পর্দা সমূহ নূরাণী পর্দাগুলি (আঁধারের পর্দা আলোর পর্দা) হইতে বেশী শক্ত ও মজবুত হইয়া থাকে।"

৩১। এক বৈঠকে তিনি বলেন—

তবলীগী উছুলের মধ্যে ইহাও একটি যে, আম খেতাবে (সভায়) সর্বসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিবার সময় শক্তভাবে বলিবে। আর খাছ

খেতাব বিশেষ লোককে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিবার সময় নরমভাবে বলিবে; বরং (খাছ) নির্দিষ্ট ব্যক্তির সংশোধনের জন্যও যথাসম্ভব সর্বসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির অপরাধের সংশোধনের ও শাস্তির জন্যও প্রায় "ঐ সমস্ত লোকের কি হইয়াছে যে ...... বলিয়া অনির্দিষ্টভাবে কথা বলিতেন।

৩২। এক বৈঠকে তিনি বলেন–

কথার দ্বারা খোশ হওয়া আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। ভাল কাজের কথা বলাকে আমরা ভাল কাজ করার স্থান দিয়া থাকি। এই অভ্যাসকে ছাড়, কাজ কর, কাজ কর।

কাজ কর কথা ছাড় কথা নহে সার।

ইহ-পরকালে কাজ হইবে সুসার।

৩৩। এক বৈঠকে তিনি বলেন–

সময়– চলন্ত রেলগাড়ী; ঘন্টা, মিনিট ও সেকেণ্ড উহার কামরা। আমাদের কাজ-কর্ম উহাতে বসিবার প্যাসিঞ্জার স্বরূপ। আমাদের দুনিয়ার বস্তুবাহী হীন কাজ-কর্ম আমাদের জীবনের রেলগাড়ীর ঐ সমস্ত কামরাগুলির উপর এমন জবর দখল করিয়াছে যে, আখেরাতের শরীফ (ভদ্র) কাজ-কর্মকে আসিতে দেয় না। আমাদের কাজ ইহা যে, দৃঢ়তার সহিত ঐ সমস্ত অভদ্র ও হীন কাজ-কর্মের জায়গায় শরীফ ও ভদ্র কাজ কর্মের স্থান করিয়া দেই যাহাতে খোদা রাজী হইবেন ও আখেরাতে উপকার হইবে। যাহারা খোদাকে রাজী করিবে ও আমাদের আখেরাত বানাইবে (আখেরাতে উপকারে আসিবে)।

৩৪। এক বৈঠকে তিনি বলেন–

যতই উত্তম হইতে উত্তম কাজ করিবার তওফিক (সম্বল সামর্থ) আল্লাহ পাক দেউক না কেন সদাসর্বদা উহার পরিসমাপ্তি (খাতেমা) এস্তেগফারের (খোদার নিকট ক্ষমা চাওয়ার) উপরই করিবে।

ফলকথা, আমাদের প্রত্যেক কাজের শেষ অংশ এস্তেগফার (ক্ষমা চাওয়া) হওয়া চাই। অর্থাৎ এই কাজ করিতে নিশ্চয় কোন খাতা (কছুর) হইয়াছে এই চিন্তা করিয়া সেই খাতা (কছুরের) মাফীর জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাহিবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শেষ করিয়াও আল্লাহর নিকট

ক্ষমা চাহিতেন। সুতরাং তবলীগের প্রত্যেক কাজ সর্বদা এস্তেগফারের (ক্ষমা চাওয়ার) উপর খতম (শেষ) করিতে হইবে। বান্দা দ্বারা কিছুতেই আল্লাহর কাজের হক আদায় হইতে পারে না। তদুপরি এক কাজ করিতে থাকিলে আরও অনেক কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। সুতরাং সেই সমস্ত কাজের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রত্যেক নেক (ভাল) কাজ শেষ করিয়া এস্তেগ্ফার করা (ক্ষমা চাওয়া) উচিত।

৩৫। একদিন ফজরের নামাজের পর নিজামুদ্দিনের মসজিদে বহু তবলীগী কর্মীদের সমাগম হইয়াছিল। কিন্তু হযরত মাওলানার দুর্বলতা এত বেশী হইয়াছিল যে, বিছানার উপর শুইয়া শুইয়াও উচ্চৈঃস্বরে দুই চার কথা বলিবার শক্তি ছিল না। এক খাছ খাদেমকে বিশেষভাবে ডাকাইয়া তাহার মধ্যস্থতায় সকলকে বলিয়াছিলেন–

"আপনারা যদি তবলীগী কাজের সহিত দ্বীনের এল্ম ও আল্লাহর জিকিরের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দেন তাহা হইলে আপনাদের ঘুরাফিরা, চেষ্টা চরিত ও কষ্ট মেহনত সমস্তই বেকার হইবে। ধরিয়া লউন যে, এই এল্ম ও জিকির দুই বাহু যাহা ব্যতীত তবলীগী আকাশে কেহ উড়িতে পারিবে না; বরং বিশেষ ভয় ও সংশয়ের কথা যে, এল্ম ও জিকির হইতে গাফেল হইলে এই চেষ্টা চরিত ও কষ্ট মেহনত, ফেৎনা ও গোমরাহীর এক নূতন দরওয়াজায় পরিণত হইবে। দ্বীনের এলম না হইলে ইসলাম ও ঈমান শুধুমাত্র নাম রছমে পর্যবসিত হইবে। আবার আল্লাহর জিকির ব্যতীত এলম হইলেও তাহা কেবল অন্ধকার (জুলমত) হইবে। তদ্রূপ আবার এলমে দ্বীন ব্যতীত আল্লাহর জিকির বেশী হইলেও তাহাতেও বড় বিপদ আছে। মোটের উপর এলমের মধ্যে জিকির হইতে নূর আসে, আবার দ্বীনের এলম ব্যতীত জিকিরের প্রকৃত সুফল ও বারাকাত পাওয়া যায় না; বরং অনেক সময় এইরূপ মুর্খ ছুফীদিগকে শয়তান নিজের কুকাজে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। কাজেই এই তবলীগী কাজের মধ্যে কোন অবস্থাতেই এলম ও জিকিরকে ভুলিলে চলিবে না, বরং সদাসর্বদাই ইহার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে ও যত্ন নিতে হইবে। অন্যথায় আপনাদের এই তবলীগী আন্দোলনও এক ভূয়া ও ভ্রান্ত আন্দোলনে পর্যবসিত হইবে। আর খোদা না করুন আপনারা অতি বড় ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।"

হযরত মাওলানার মতলব এই হেদায়েত (উপদেশ) হইতে ইহা ছিল যে, তবলীগী কর্মীরা যেন তবলীগ ও দাওয়াত সম্পর্কিত কষ্ট মেহনত, ছফর ও হিজরত, কুরবানী ও ইছারকেই আসল কাজ বলিয়া মনে না করে; যেমন

আজকাল সাধারণতঃ লোকেরা বুঝিয়া থাকে; বরং দ্বীন শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করা এবং আল্লাহর জিকিরকে অভ্যাসে পরিণত করা ও এই সমস্তকে নিজের কর্তব্য করিয়া লওয়াকে আপনার প্রয়োজনীয় ফরিজা (কর্তব্য) বলিয়া মনে করে, অন্য কথায় তাহাদিগকে শুধু সিপাহী ও স্বেচ্ছাসেবক হইলে চলিবে না, এলমে দ্বীনের তালেব ও আল্লাহর ইয়াদকারী বান্দাও হইতে হইবে।

চতুর্থ কিস্তি

এই কিস্তির মলফুজাতগুলি হযরত মাওলানা জাফর আহমদ ওছমানী থানবী ছাহেব মাদ্দাজিল্লুহুম লিখিয়াছেন

৩৬। হযরত মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেব বলেন যে, শেষবার যখন আমি জুনের মধ্যভাগে খেদমতে হাজির হইয়াছিলাম, আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন—

به لبم رسیده جانم قوبیاکه زنده مانم
پس ازان که من نه مانم بچه کار خواهی امد

জীবনের শেষ আজি সায়াহ্ন সময়!
এস প্রিয়ে, বেঁচে থাকি দিন কতিপয়।
আমার মরণ পরে তব আগমন
বিপল হইবে ফল পাবে না কখন।

ইহা আমার উপর এত প্রভাব বিস্তার করিল যে, চক্ষু দুইটি অশ্রুসিক্ত হইল। পুনরায় বলিলেন, "ওয়াদা মনে আছে কি?"

(আমি ওয়াদা করিয়াছিলাম যে, কিছুদি তবলীগে সময় দিব।) আরজ করিলাম, ইয়াতদ আছে, কিন্তু বর্তমানে দিল্লীতে গরম খুব বেশী, রমজানের বন্ধ হইবে, রমজানের পর কিছু সময় দিব।

তিনি বলিলেন, "তুমি রমজানের কথা বলিতেছ? এদিকে তো শাবানেরই আশা নাই।"

(বাস্তবিক শাবান আসিবার আগেই ১৩৬৩ হিজরীর ২১শে রজব সকালে মাওলানা জান্নাতবাসী হইলেন। আল্লাহ পাক তাঁহাকে নেককার বোজর্গদের মত রহম করুন।) আমি বলিলাম, "বহুত আচ্ছা, আমি রহিয়া গেলাম; আপনি পেরেশান হইবেন না। আমি এখন হইতে তবলীগে সময় দিব।

হাসি শুনিয়া চেহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইল। আমার গলায় বাহু রাখিয়া কপালে চুমু দিলেন। বহুক্ষণ বক্ষে ধারণ করিলেন। অনেক দোয়া করিলেন। পুনরায় বলিলেন, "তুমি তো আমার দিকে ফিরিয়াছ, বহু ওলামা শুধু দূর দূর হইতেই আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে চায়।"

তৎপর এক বড় আলেমের নাম লইলেন, যিনি তখন তবলীগে খুব বেশী অংশ লইতেছিলেন, কিন্তু তিনি তাহার আসল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। কেননা তিনি তখন পর্যন্ত মাওলানার সঙ্গে সাক্ষাতভাবে কথা বলেন নাই। "কাহারও মাধ্যমে কথা বলিয়াছেন মাত্র। আমি অন্যের মারফতে নিজের উদ্দেশ্য কি করে বুঝাইব? বিশেষতঃ যখন মধ্যস্থ ব্যক্তিও নাকেছ বা অপরিপক্ক। এইজন্য আমি চাই যে, তুমি কিছুদিন আমার নিকট থাক; তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে, দূরে থাকিয়া বুঝিতে পারিবে না। ইহাও আমি জানি যে, তুমি তবলীগে অংশগ্রহণ কর, সভায় বক্তৃতাও কর, তোমার তক্রীর দ্বারা উপকারও হয়; কিন্তু এই তবলীগ উহা নহে যাহা আমি চাই।

৩৭। এক বৈঠকে তিনি বলেন– হাদীছে আছেঃ

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ

"দুনিয়া মুমিনের কয়েদখানা ও কাফেরের বেহেশত।"

ইহার মতলব এই যে, আমাদিগকে বড় রিপুর (খাহেশাতে নফছানীর) দাস হইয়া ইচ্ছামত চলিবার জন্য এই দুনিয়াতে পাঠান হয় নাই। যদ্দারা এই দুনিয়া যেন বেহেশ্ত মনে হয়, বরং আমাদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে খোদার হুকুম মানিয়া চলিবার জন্যই পাঠান হইয়াছে, যদ্দারা এই দুনিয়া মোমেনের জন্য জেল খানা মনে হয়। কাজেই আমরা যদি নফছকে মদদ করিয়াও মনের মত চলিয়া দুনিয়াকে নিজের জন্য বেহেশ্ত বানাই তাহা হইলে আমরা কাফেরের বেহেশতের জবর (গাছের) দখলকার হইব। এই অবস্থায় খোদার সাহায্য (মদদ) গাছেব মুসলমানের সঙ্গে থাকিবে না, বরং মগছুব ও মজলুম কাফিরের সঙ্গে থাকিবে। তিনি বলেন, ইহা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ।

৩৮। তিনি বলেন–

মানুষ আমার তবলীগের বরকত দেখিয়া মনে করে যে, কাজ হইতেছে, অথচ কাজ এক জিনিস আর বরকত অন্য জিনিস। দেখুন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক জন্ম হইতেই বরকত প্রকাশ পাইতে থাকে, কিন্তু কাজ অনেক পরে আরম্ভ হয়। এইরূপভাবে ইহাও বুঝিয়া লও, আমি ঠিক সত্য বলিতেছি, এখনও আসল কাজ শুরু হয় নাই। যেদিন প্রকৃত কাজ শুরু হইয়া যাইবে মুসলমান সাত শত বৎসর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে। আর যদি কাজ শুরু না হয় বরং বর্তমানে যেই অবস্থা আছে সেই অবস্থায় থাকে, লোকেরা ইহাকেও অন্যান্য আন্দোলনের মত এক আন্দোলন বলিয়া মনে করে ও

কর্মীরা ভুল ভ্রান্ত পথে চলে তাহা হইলে যেই ফেৎনা ফাছাদ শত শত বৎসর পরে আসিত তাহা কয়েক মাসের মধ্যে আসিয়া পড়িবে। এই জন্য ইহাকে বুঝিবার জরুরত আছে।

৩৯। একদিন জুমার পূর্বে দিল্লীর এসেম্ব্লী মসজিদে আমার বয়ান হইয়াছিল। মাওলানাই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ঐখানে বয়ান হওয়া উচিত। নামাজের পর নিজামুদ্দিন বস্তি না আসিয়া বন্ধুদের সাথে রাত্রিযাপন করি। পরদিন নিজামুদ্দিন আসিয়া ওজর পেশ করি যে, বন্ধুবান্ধবদের বিশেষ অনুরোধে রাত্রিতে দিল্লীতে ছিলাম। মওলানা বলেন, "এই ওজরের প্রয়োজন নাই। কর্মীদের এইরূপ হইয়াই থাকে।"

এখন বলুন দেখি; এসেম্ব্লী মসজিদে ওয়াজ হইয়াছিল কি? আরজ করিলাম, জিহাঁ, হইয়াছিল। খুব খুশী হইলেন ও বলিলেন, দেখুন; এই সমস্ত লোক আমাদিগকে নিজে আগ্রহ করিয়া ডাকে না। ইহাদের দুনিয়াদারী হইতেই অবসর নাই। ইহাদের নিকট আমাদিগকে অযাচিতভাবে যাইয়া তবলীগ করা চাই। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বয়ান হইয়াছিল?" আরজ করিলাম, এই আয়াত–

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِاُولِي الْاَلْبَابِ ۔ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَ قُعُوْدًا وَ عَلٰي جُنُوْبِهِمْ

"নিশ্চয় সৌরমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, দিবানিশির পরিবর্তনের মধ্যে ঐ সমস্ত বুদ্ধিমানের জন্য (আল্লাহর একত্বের) চিহ্ন সমূহ রহিয়াছে, যাহারা (সকল অবস্থায়) দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শুইয়া আল্লাহকে স্মরণ করে।"

ইহা দ্বারা প্রমাণ করিলাম যে, বুদ্ধিমান ঐ সমস্ত লোক যাহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের (জগতের) শৃঙ্খলার মধ্যে চিন্তা করিয়া সৃষ্টিকর্তাকে চিনিয়া লয় ও তাঁহার ইয়াদে (স্মরণে) মত্ত থাকে, উহারা নহে– যাহারা শুধু সূর্য ও পৃথিবীর চক্রের মধ্যে আটকাইয়া থাকে, স্রষ্টা পর্যন্ত পৌঁছে না। আল্লাহর জিকিরের হাকীকত ও জরুরত ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলাম। অতঃপর তবলীগের জরুরতের উপর জোর দিয়াছিলাম।

তিনি বলিলেন– এই বিষয় (মজমুন) অতি উঁচ্চ ধরনের, কাজেই এই মজলিছের যোগ্য ছিল না। এই বিষয়ের যোগ্য লোক এখানে জমা আছে, ইহা কোন সময় এখানে বয়ান করা চাই। ঐ মজলিছের মুনাছেব (যোগ্য) অন্য আয়াত ছিল। তাহা এইঃ

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى فَبَشِّرْ عِبَادِىَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُو الْاَلْبَابِ *

"আর যাহারা শয়তানের কথা মত না চলিয়া আল্লাহর দিকে ফিরিয়া আসে তাঁহাদের জন্য খোশখবরী– সুতরাং খোশ খবরী দাও আমার ঐ সমস্ত বান্দাদের যাঁহারা কথা শুনে ও ভাল কথা মানে– তাহাদিগকে আল্লাহ হেদায়েত দান করিয়াছেন; আর ঐ সমস্তই বুদ্ধিমান ব্যক্তি।"

তিনি বলেন, এই শ্রেণীর লোক নীচের দরজার; ইহা "আল্লাহ হেদায়েত দিয়াছেন" হইতে বুঝা যায়। আরজ করিলাম, "সত্যই ঠিক কথা। অন্য সময় সুযোগ হইলে ঐ জায়গায় এই আয়াতই বয়ান করিব।"

৪০। এক বৈঠকে তিনি বলেন–

আমাদের তবলীগের আসল উদ্দেশ্য শয়তান হইতে সরাইয়া আল্লাহর দিকে ফিরাইয়া আনা। ইহা কোরবানী ব্যতীত হইতে পারে না। দ্বীনের মধ্যে জানের কোরবানীও আছে, মালের কোরবানীও আছে।

তবলীগে জানের কোরবানী– আল্লাহর ওয়াস্তে ঘরবাড়ী ও দেশ ছাড়িয়া আল্লাহর কলেমা প্রসার করা, আল্লাহর দ্বীনের প্রচার করা।

মালের কোরবানী– তবলীগী ছফরের খরচ নিজে বহন করা। যদি কেহ কোন সময় কোন কারণে বাধ্য হইয়া নিজে বাহির হইতে না পারেন তিনি যেন বিশেষভাবে সেই সময় অন্যকে তবলীগে বাহির হইবার জন্য অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেন। অন্যকে বাহির করিবার জন্য কোশেশ করেন। এইরূপে–

اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ

"নেক কাজ যে করায় সে নেক কাজকারীর মতই ছওয়াব পায়।"

হাদীছের মর্মানুসারে যত লোককে পাঠাইবেন তাহাদের সকলের কোশেশের ছওয়াব তিনি পাইবেন আর যদি তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্যও করেন তাহা হইলে মালের কোরবানীর ছওয়াবও পাইবেন। এতদ্‌সত্ত্বেও যাহারা বাহির হইয়া যাইবেন তাহাদিগকে নিজের উপকারী বলিয়া মনে করা উচিত। কেননা, আমাদের অবশ্য করণীয় ফরজ কার্য্য যাহা আপাততঃ কোন ওজরের জন্য আমরা করিতে অক্ষম তাহা আমাদের পক্ষে তাহারা আদায় করিতেছেন। ইহাই

দ্বীন যে ওজরওয়ালারা বাড়ীতে বসিয়া মোজাহেদীনকে (পরিশ্রমকারীদের) নিজের মুহছীন বা উপকারী বলিয়া মনে করিবে।

৪১। একবার তিনি বলেন–

মাওলানা! আমাদের তবলীগে এলম ও জিকিরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এলম ব্যতীত আমলও হইতে পারে না এবং আমলের জ্ঞান বা পরিচয়ও হইতে পারে না। আবার জিকির ব্যতীত আমল অন্ধকারই অন্ধকার, ইহাতে নূর আসিতে পারে না। কিন্তু আমাদের কর্মীদের মধ্যে ইহার অভাব।

আমি আরজ করিলাম, তবলীগ নিজেই অতি বড় ফরিজা; এই জন্য ইহাতে জিকিরের কমি বা স্বল্পতা এইরূপ যেমন, মরহুম হযরত সৈয়দ ছাহেব ব্রেলভী যখন জেহাদের প্রস্তুতির সময় নিজের মুরিদদের জিকির শোগলের পরিবর্তে তীরান্দাজী ও ঘোড় সওয়ারীতে মশগুল করিয়া দিয়াছিলেন। তখন কেহ কেহ এইরূপ শেকায়েত করিয়াছিলেন যে, বর্তমানে পূর্বের মত নূর নাই। হযরত সৈয়দ ছাহেব বলিয়াছিলেন, হাঁ; বর্তমানে জিকিরের নূর নাই বটে, কিন্তু জেহাদের নূর আছে, যাহা এই সময়ে বিশেষ প্রয়োজন।

মওলানা বলিলেন, কিন্তু আমি এলম ও জিকিরের স্বল্পতায় অস্বস্তি অনুভব করি। আর এই স্বল্পতাও এই জন্য যে, আহলে এলম ও আহলে জিকির এই কাজে লাগেন নাই। যদি এই হযরতেরা আসিয়া এই কাজ হাতে লন তাহা হইলে এই অভাবও পূরণ হইয়া যাইবে। কিন্তু ওলামা ও পীরেরাও এই কাজে এখন পর্যন্ত খুব কমই আসিয়াছেন।

এখন পর্যন্ত যেই সমস্ত তবলীগী জমায়াত বাহির (রওয়ানা) করা হয় তাহাতে আলেম ও পীরের সংখ্যা নগণ্য। যার জন্য হযরতজীর মনে অশান্তি ছিল। আহা! আলেম ও পীরগণ যদি এই জমায়াতে শামিল হইয়া কাজ করিতেন তাহা হইলে কতই ভাল হইত, সঙ্গে সঙ্গে অভাবও দূর হইত। আলহামদুলিল্লাহ (আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা) তবলীগের কেন্দ্রে আহ্‌লে এলম ও আহ্‌লে নেছবত (আলেম ও পীর) আছেন; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প; তাঁহারা প্রত্যেক জমাতের সহিত বাহির হইলে কেন্দ্রের কাজ কে করিবে।

৪২। মওলানা ছৈয়েদ আবুল হাছান আলী নদবীর এক চিঠিতে এই বাক্য ছিল, "মুসলমান মাত্র দুই শ্রেণীর হইতে পারে; তৃতীয় শ্রেণী নাই। হয়তঃ আল্লাহর রাস্তায় নিজে বাহির হইবে অথবা যাঁহারা বাহির হইয়াছে তাঁহাদের সাহায্য করিয়া মদদগার হইবে।"

তিনি বলেন– "খুব ভাল বুঝিয়াছেন।" অতঃপর বলিলেন, "লোককে বাহির হইবার জন্য তৈয়ার করাও তাহাদের সাহায্যের মধ্যে শামিল। তাহাদিগকে বলিবে, "তোমরা বাহির হইলে অমুক আলেমের বোখারী শরীফ ও অমুখ আলেমের কোরআন শরীফ শিক্ষাদানের ব্যাঘাত হইবে না; তাহা হইলে তোমরাও উহাদের পড়াইবার ছওয়াব পাইবে।" এই প্রকারের নিয়তের কথা বলিয়া লোকদিগকে ছওয়াবের রাস্তা দেখাইয়া দেওয়া উচিত।"

৪৩। তিনি বলেন–

মাওলানা! আমাদের তবলীগের সার এই যে, সাধারণ দ্বীনদার মুসলমান তাহাদের উপরস্থ হইতে দ্বীন লইয়া অধীনস্থকে দ্বীন বিতরণ করে। কিন্তু অধীনস্তদিগকে নিজের 'মুহছেন' (উপকারী) বলিয়া মনে করিতে হইবে। কেননা আমরা যতই কলেমা পৌঁছাইতে ও প্রচার করিতে থাকি ততই আমাদের নিজের কলেমাও পূর্ণ ও উজ্জ্বল হইবে। আমরা যতই বেশী নামাজী বানাইব তত আমাদের নিজের নামাজও পূর্ণতা লাভ করিবে। (তবলীগের ইহা বড় গুঢ়তত্ত্ব (ভেদের কথা) যে, ইহা দ্বারা মুবাল্লেগের (প্রচারকের) নিজের পূর্ণতা লাভই আসল উদ্দেশ্য। অপরের জন্য নিজেকে পথপ্রদর্শক (হাদী) বলিয়া মনে করিতে নাই। কারণ আল্লাহ ব্যতীত হাদী কেহই নাই।)

৪৪। একবার তিনি বলেন– হাদীছে আছেঃ

من لا يرحم لا يرحم ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء

"যে দয়া করে না তাহাকে দয়া করা হয় না, জমিনের জীবকে (মানুষকে) রহম কর, আসমানের (আকাশের) আল্লাহ তোমাদিগকে রহম করিবেন।" কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, মানুষেরা (লোকেরা) এই হাদীছকে শুধু অনাহারী ও অনশন ক্লিষ্টদের সহিতই সীমাবদ্ধ করিয়াছে, এই জন্য ইহাদের ঐ ব্যক্তির উপর রহম আসে যে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও নগ্ন। অথচ মুসলমান দ্বীনদারী হইতে মাহরূম (বঞ্চিত) হইলে তাহাদের রহম আসে না। যেন দুনিয়ার ক্ষতিকে ক্ষতি বলিয়া মনে করা হয়, দ্বীনের ক্ষতিকে ক্ষতি বলিয়া বুঝা যায় না। মুসলমানের দ্বীনের অবস্থা খারাপ দেখিলে আমাদের দয়া হয় না। তাহা হইলে আকাশের আল্লাহ কেন আমাদিগকে রহম করিবেন?

তিনি বলেন– আমাদের তবলীগের বুনিয়াদ এই রহম বা দয়ার উপর। এই জন্য এই কাজ স্নেহ মমতা ও সহানুভূতির সহিত হওয়া উচিত। যদি মুবাল্লেগ নিজের ভাইদের দ্বীনি অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত ও ব্যথিত হয় তাহা হইলে

নিশ্চয়ই স্নেহ ও সহানুভূতির সহিত নিজের কর্তব্য আদায় করিবে। কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্য বা মতলব থাকিলে অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতায় মত্ত হইবে, যদ্দারা লাভের (উপকারের) আশা নাই। তদুপরি যেই ব্যক্তি এই হাদীছ সামনে রাখিয়া তবলীগ করিবে তাহার মধ্যে এখলাছ পয়দা হইবে। তাহার নজর তাহার নিজের দোষের উপর পড়িবে; অপরের দোষ দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইসলামী গুণের দিকেও দৃষ্টিপাত করিবে। এই ব্যক্তি কখনও নিজের নফছের তরফদারী করিবে না। বরং নিজের সমালোচনা করিবে। এই তবলীগের সারও ইহাই যে, সব সময় নিজের গুণ না দেখিয়া নিজের দোষ দেখার ছবক শিখিবে।

৪৫। একবার তিনি বলেন–

মওলানা! আল্লাহর আহকামের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। সব সময় এই অনুসন্ধানে লাগিয়া থাকা চাই। যেমন কোন কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে চিন্তা করা উচিত যে, কোন বিষয়ে মশগুল হইতে দুইটা কাজ আবশ্যক। একটা হইল, যে কাজে মশগুল হইতে চায় তাহার প্রতি মনোযোগ দেওয়া, অপরটি অন্যান্য সমস্ত কাজ হইতে ঐ সময় অমনযোগী থাকা। এখন ভাবিয়া দেখা উচিত যে, যেই সমস্ত কাজ হইতে এই সময় অমনযোগী থাকিবে তন্মধ্যে এমন কোন কাজ আছে কিনা যাহা যেই কাজ করিতে যাইতেছি সেই কাজ হইতে অধিকতর দরকারী। ইহা অনুসন্ধান ব্যতীত সম্ভব হয় না।

৪৬। একবার তিনি বলেন–

নামাজের পূর্বে কিছুক্ষণ নামাজের মোরাকাবা করা উচিত। যে নামাজ কিছু অপেক্ষা না করিয়া পড়া হয় তাহা উপরি উপরি নামাজ মাত্র। কাজেই নামাজের পূর্বে নামাজের ধ্যান করা চাই। শরিয়তে এই জন্যই ফরজ নামাজের পূর্বে ছুন্নত, নফল ও একামত ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছে, যেন নামাজের পূর্বে ভালমতে নামাজের মোরাকাবা হইয়া যায়। তৎপর ফরজ আদায় করা হয়। আমরা কিন্তু ছুন্নত, নফল ও একামত ইত্যাদির এই সমস্ত ফায়েদা ও উপকারিতা বুঝি না, ইহা হইতে ফায়েদাও উঠাই না। এই জন্য আমাদের ফরজও অসম্পূর্ণভাবে আদায় হইয়া থাকে।

اللهم انى اسالك تمام الوضوء و تمام الصلوة و تمام رضوانك ۰ امين

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সম্পূর্ণ অজু, সম্পূর্ণ নামাজ ও সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি বা রেজা চাই। আমীন!"

৪৭। একবার তিনি বলেন–

তবলীগী কর্মীদের নিজের অন্তরে (কলবে) প্রশস্ততা পয়দা করা উচিত, যাহা আল্লাহর রহমতের প্রশস্ততার উপর নজর করিলে পয়দা হইবে, ইহার পর তরবীয়তের চেষ্টা করা উচিত।

৪৮। একবার তিনি বলেন–

আমাদের ছরদার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রাথমিক যুগে (যখন দ্বীন দুর্বল ছিল ও দুনিয়া প্রবল ছিল) অযাচিতভাবে গাফেল মানুষের ঘরে ঘরে ও সভা সমিতিতে যাইয়া দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। ডাকিবার জন্য অপেক্ষা করিতেন না। কোন কোন সময় নিজে ছাহাবায়ে কেরামদের কোন নির্দিষ্ট জায়গায় তবলীগ করিতে পাঠাইয়া দিতেন যে, অমুক অমুক স্থানে গিয়া তবলীগ কর। এখনও সেই দুর্বলতার যুগ। কাজেই অযাচিতভাবে গাফেল লোকদের নিকট আমাদেরও যাওয়া উচিত। মুল্‌হীদ (ধর্মদ্রোহী) ও কাফেরদের সভা সমিতিতে যাইতে হইবে। কলমায়ে-হক বুলন্দ করিতে হইবে, সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

(তখন তিনি খুস্‌কী বেশী হওয়াতে, মুখের পানি শুকাইয়া যাওয়াতে কথা বলিতে পারিলেন না।) অতঃপর বলিলেন, মওলানা! তুমি আমার নিকট অনেক দেরীতে আসিয়াছ, আমি এখন বিস্তারিতভাবে কিছু বলিতে পারিতেছি না, যাহা কিছু বলিয়াছি তাহা গভীরভাবে চিন্তা কর।

৪৯। একবার **তিনি বলেন–** আমি প্রথমে এইরূপে জিকিরের তালিম দিয়া থাকিঃ– প্রত্যেক নামাজের পর তছবিহে ফাতিমী ও তৃতীয় কলেমা–

سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر و لا حول

و لا قوة الا بالله

(ছুবহানাল্লাহে ওয়াল্‌হামদু লিল্লাহে, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওতা ইল্লা বিল্লাহ।)

আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বয়ান করিতেছি, আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা, আল্লাহ ব্যতীত কোন মান্য ও উপাস্য নাই ও আল্লাহ সকলের চেয়ে বড়। ভাল কাজে শক্তি দেওয়া ও খারাপ কাজ হইতে ফিরাইবার শক্তিও শুধু আল্লাহরই।

সন্ধ্যা ও সকাল একশত বার করিয়া দরুদ শরীফ ও এস্তেগফার, কেরাত ছহীহ করিয়া কোরআন পড়া, নফলের মধ্যে তাহাজ্জোদে শরীক ও আহলে

জিকিরের খেদমতে যাওয়ার তাকিদ করিয়া থাকি। জিকির ছাড়া ইলম অন্ধকার। আর এলম ছাড়া জিকির বহু ফেৎনার দরজা মাত্র।

৫০। একবার তিনি বলেন–

স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬ অংশের এক অংশ। কোন কোন লোকের স্বপ্নের মধ্যে এত আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় যে যাহা রিয়াজাত মুজাহাদার দ্বারাও হয় না। কেননা স্বপ্নে সত্যিকার এলম যাহা নবুয়তের অংশ, তাহা তাহাদের অন্তরে ঢালিয়া দেওয়া হয়; উন্নতি হইবে না কেন? (এলমের দ্বারা মারফত বৃদ্ধি পায়। মারেফাতের দ্বারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ হয়।) এইজন্য আল্লাহ ফরমাইয়াছেন–

قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

"বল আয় আল্লাহ! আমার এলম বাড়াইয়া দেন।"

তৎপর বলেন, আজকাল স্বপ্নে আমার উপর সত্যিকার এলম 'এলকা' করা হয় (ঢালিয়া দেওয়া হয়)। এই জন্য কোশেশ কর যেন আমার ঘুম বেশী হয়।

(খুসকীর জন্য ঘুম কম হইতেছিল। অতঃপর আমি হেকিম ও ডাক্তারের পরামর্শ মত মাথায় তৈল মালিশ করাতে ঘুম বেশী হইতেছিল।) **তিনি বলেন–** এই তবলীগের তরিকাও স্বপ্নেই আমার উপর উদ্‌ঘাটিতে 'কশফ' হইয়াছিল।

আল্লাহ পাকের এরশাদঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ *

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাদিগকে মানুষের উপকারের জন্য বাহির করা হইয়াছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ কর ও অসৎ কাজে নিষেধ কর ও আল্লাহ পাকের উপর ঈমান আন।"

এই আয়াতের তফছীর ও খাবে এইরূপ এল্‌কা হইয়াছে যে, তোমরা নবীদের মত মানুষের উপকারের জন্য প্রেরিত হইয়াছ। (এই মতলবকে اخرجت বাহির করা হইয়াছে শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়া এই দিকেও ইশারা করা হইয়াছে যে, এক জায়গায় জমিয়া বসিলে কাজ হইবে না। বরং দ্বারে দ্বারে বাহির হইতে হইবে।)

"তোমাদের সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করা" ইহার

পর "আল্লাহর উপর ঈমান আন" বলিয়া ইহা বুঝানো হইয়াছে যে, এই সৎকাজের আদেশ হইতে তোমাদের নিজের ঈমানের উন্নতি হইবে। (অন্যথায় 'শুধু ঈমান' তো শ্রেষ্ঠ উম্মত হইতেই বুঝা যায়।) কাজেই অন্যকে হেদায়েত করিবার নিয়ত করিও না। নিজের উপকারের নিয়ত করিও।

"লোকের উপকারের জন্য বাহির করা হইয়াছে" এর মধ্যে 'লোক' দ্বারা 'আজম' অর্থাৎ আরব ব্যতীত অন্যান্য লোক বুঝান হইয়াছে। কারণ আরবের জন্য তো "তুমি তাহাদের দারোগা নও।" "তুমি তাহাদের কার্যকারক নও" বলিয়া বুঝান হইয়াছে যে, তাহাদের হেদায়েতের ইচ্ছা আল্লাহ্ পাক করিয়াছেন; আপনি তাহাদের জন্য বেশী ফিকির করিবেন না। অবশ্য 'তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত' বলিয়া আরবকেই বলা হইয়াছে। কেননা তৎপর "আর যদি কিতাবী লোক ঈমান আনিত "তাহাদের মঙ্গল হইত!" ইহার সঙ্কেত চিহ্ন। ইহাতে 'তাহাদের জন্য মঙ্গল' বলা হইয়াছে। 'তোমাদের জন্য মঙ্গল' বলা হয় নাই। যেহেতু মোবাল্লেগের তবলীগের দ্বারাই নিজের ঈমান পূর্ণ হইয়া নিজের উপকার হয়; যাহাদিগকে তবলীগ করা হয় তাহারা কবুল করুক বা করুক তাহার কিছু আসে যায় না। যদি তাহারা ঈমান আনে তাহা হইলে তাহাদের নিজের উপকার হইবে। মুবাল্লেগের ফায়েদা তাহার উপর নির্ভর করে না।

৫১। একবার তিনি বলেন–

জাকাতের দরজা হাদিয়া হইতে নিম্নে। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ছদকা হারাম ছিল, হাদিয়া হারাম ছিল না। যদিও জাকাত ফরজ ও হাদিয়া মুস্তাহাব। তথাপি কোন কোন জায়গায় মুস্তাহাবের মর্তবা ফরজ হইতে বাড়িয়া যায়। যেমন, প্রথমে ছালাম করা ছুন্নত, কিন্তু ছালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব। তবুও প্রথমে ছালাম করা জওয়াব দেওয়া হইতে উত্তম। এইরূপ যদিও জাকাত ফরজ কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য মালকে পাক করা। অন্যদিকে যদিও হাদিয়া মুস্তাহাব ইহার উদ্দেশ্য মুসলমানের মনকে খুশী করা। কাজেই ফলের দিক দিয়া দেখিতে গেলে হাদিয়াই উত্তম। কেননা মালকে পাক করা হইতে মুসলমানের মনকে খুশী করার দরজা অনেক উপরে। যদিও জাকাতের দ্বারাও অভাবগ্রস্ত মুসলমানের দিল খুশী হয় বটে, কিন্তু মুখ্যভাবে নহে, গৌণভাবে মাত্র। হাদিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্যই মুসলমানের মনকে খুশী করা।

অতঃপর বলিলেন– নামাজীর জন্য যেমন পাক পানি তালাস করা ফরজ, জাকাতদাতার জন্য তদ্রূপ প্রকৃত গ্রহীতা তালাস করাও ফরজ। জাকাতের ছহীহ

গ্রহীতা ঐ সমস্ত লোক যাহারা জাকাতের টাকা পাইলে নিজের মধ্যে মালের লোভ পয়দা হয় না। শরীয়তের জাকাত ফরজ করার উদ্দেশ্যে ইহা কখনই নহে যে, দরিদ্র মুসলমানের মধ্যে মালের লোভ ও লালসা পয়দা হউক এবং তাহারা লোকের খায়রাত জাকাত পাইবার অপেক্ষায় বসিয়া থাকুক। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর যেই পরিমাণ ভরসা করিয়া ছবর করে ঠিক সেই পরিমাণে তাহার সাহায্য করা মালদারদের অবশ্য কর্তব্য। যেমন, আল্লাহ্ পাক এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ *

"জাকাত ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যাহাদিগকে কেবল মাত্র আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ তবলীগ ও দাওয়াতের কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে, অর্থাৎ বন্দীর মত বেষ্টনীর মধ্যে রাখা হইয়াছে ও পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ঘুরাফিরা করিতে পারে না ও যাহাদিগকে জাহেল লোক ছওয়াল হইতেও বাঁচিয়া থাকার কারণে মালদার বলিয়া মনে করে।"

সুতরাং জানা গেল যে, জাকাত দান করিবার জায়গা ঐ সমস্ত লোক যাহারা আল্লাহর কাজে লাগিয়া আছে, ছবর করিয়া আল্লাহর উপর ভরসা করিয়াছে। কাহারও নিকট ছওয়াল করে না ও লোভ লালসা রাখে না। কিন্তু আজকাল মালদার লোক পেশাদার ভিক্ষুকদের জাকাত দিয়া মনে করিয়া থাকে যে, জাকাত আদায় হইয়া গেল। অথচ তাহারা তো প্রথমে জাকাতকেও নষ্ট করিয়া বসিল। এই কারণেই আজকাল জাকাত দেওয়ার পরও মালে বরাকাত হয় না, অথচ নিশ্চিত ওয়াদা আছে, জাকাত দিলে মালে বরাকাত হয়, সুতরাং যাহারা জাকাত দিলে মালে বরাকাত দেখে না তাহাদের বুঝিয়া নেওয়া উচিত যে, জাকাত যোগ্য ব্যক্তিকে দেওয়া হয় নাই ও তাহারা জাকাত দিবার প্রকৃত জায়গার অনুসন্ধান করে নাই।

৫২। একবার তিনি বলেন–

মুসলমানদের চার নিয়তে ওলামাদের খেদমত করা উচিতঃ

(১) ইসলামের জন্য; কেননা কোন মুসলমান যদি শুধু ইসলামের খাতিরে অর্থাৎ কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে, ছওয়াবের জন্য মুসলমানের সহিত সাক্ষাত করে তাহা হইলে সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা তাহার পায়ের নীচে তাহাদের পাখা ও

পালক (বাজু) বিছাইয়া দেয়। যখন প্রত্যেক মুসলমানের সহিত সাক্ষাতে এই ফজিলত পাওয়া যায় তখন ওলামাদের জিয়ারতেও এই ফজিলত নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।

(২) এই জন্য যে, তাঁহাদের শরীর ও মন এলমে নববীর বাহক ও ধারক। এই দিক দিয়াও তাঁহারা খেদমত ও তাজীমের যোগ্য।

(৩) এই জন্য যে, তাহারা আমাদের দ্বীনী কাজের তত্ত্বাবধায়ক।

(৪) তাঁহাদের জরুরিয়াত ও অভাব অভিযোগের অনুসন্ধান করিবার জন্য সক্ষম ধনী লোকেরা যদি তাঁহাদের জরুরিয়াত জানিয়া লইয়া তাহা পূরণ করিয়া দেন; তাহা হইলে তাহারা যেই সময় এই সমস্ত জরুরিয়াতের জন্য খরচ করিতেন তাহা বাঁচাইয়া এলমে দ্বীনের খেদমতে খরচ করিবেন এবং মালদারেরা তাহাদের এই সমস্ত কাজের ছওয়াব পাইবেন। কিন্তু বিশ্বস্ত ওলামাদের তরবিয়ত ও তত্ত্বাবধানে থাকিয়া সাধারণ মুসলমানদের এই খেদমত (ফরিজা) আদায় করা উচিত। কেননা কোন্ ব্যক্তি বেশী সাহায্যের যোগ্য ও কোন্ ব্যক্তি কম সাহায্যের যোগ্য তাহা তাহারা না-ও জানিতে পারেন। (আর যদি কাহারও নিজের অনুসন্ধানে তাহা জানা সম্ভব হয় তা হইলে তিনি নিজেই অনুসন্ধান করিবেন।)

৫৩। তিনি বলেন–

মুসলমানগণ দোয়া হইতে বহুত গাফেল। আবার যাহারা দোয়া করিয়াও থাকেন তাহাদের দোয়ার হাকিকত জানা নাই। মুসলমানদের সামনে দোয়ার হাকিকত পরিষ্কারভাবে খুলিয়া বলা উচিত। দোয়ার হাকিকত নিজের জরুরতগুলি (আল্লাহর) সুউচ্চ দরবারে পেশ করা; সুতরাং সেই দরবার যত উচ্চ ও মহান ততই দোয়ার সময় একাগ্রচিত্তে মনোযোগ দেওয়া ও দোয়ার শব্দগুলি বিনম্রভাবে কান্নাকাটি করিয়া আদায় করা উচিত। এইরূপ একীন ও বিশ্বাসের সহিত দোয়া করা উচিত যে, দোয়া নিশ্চয় কবুল হইবে। কেননা যাহার নিকট দোয়া করা হইতেছে তিনি অতি বড় দাতা ও দানশীল, নিজের বান্দাদের উপর দয়ালু ও মেহেরবান। আসমান জমিনের সমস্ত ধনসম্পদ একমাত্র তাঁহারই শক্তির অধীন।

৫৪। একবার তিনি বলেন–

যে সমস্ত জমায়াত দেওবন্দ, ছাহারানপূর প্রভৃতি জায়গায় যাইতেছে তাহাদের সঙ্গে দিল্লীর ছওদাগরদের চিঠি এই মর্মে নম্র সুরে বিনয়ভাবে লিখিয়া

দেওয়া হউক যে, ইহারা আওয়ামের মধ্যে তবলীগ করিবার জন্য যাইতেছে। আপনাদের সময় অতি মূল্যবান, যদি কিছু সময় এই জামায়াতের সহিত দিয়া ইহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে পারেন যাহাতে আপনাদের ও তালেব এলমদের কোন অসুবিধা না হয়; তাহা হইলে তাহাদের ছেরপরস্তী করিবেন ও তালেবে এলমদের এই কাজে আপনাদের নিজের তত্ত্বাবধানে সঙ্গে লইবেন। তালেবে এলমদের নিজ নিজ ওস্তাদের তত্ত্বাবধান ছাড়া এ কাজে অংশ নেওয়া উচিত নহে।

তবলীগী জামায়াতকেও অছিয়াত করা হইক যে, যদি ওলামারা কম মনযোগ দেন তাহাদের মনে যেন কোন খারাপ ধারণা না আসে, বরং ইহা বুঝা উচিত যে, ওলামা হযরত আমাদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত আছেন। অন্যেরা যখন রাত্রে সুখে নিদ্রা যায় তখনও তাহারা এলমের খেদমতে মশগুল থাকেন। তাঁহাদের অমনোযোগিতাকে নিজের অক্ষমতা ও দোষ বলিয়া মনে করিবে যে, আমরা তাহাদের নিকট আসা-যাওয়া কম করিয়াছি। এ জন্য তাঁহারা আমাদিগ হইতে ঐ সমস্ত লোকের দিকে বেশী মনোযোগ দেন যাহারা বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া তাঁহাদের কাছে পড়িয়া আছে।

পুনরায় বলেন– এক সাধারণ মুসলমানের বিরুদ্ধে বিনা কারণে বদগুমানি (খারাব ধারণা) রাখা ও পোষণ করা মানুষকে ধ্বংসের পথে নেয়; ওলামার বিরুদ্ধে কথা বলা আরও কত বড় সঙ্গীন ব্যাপার।

পুনরায় বলেন– আমাদের তবলীগের তরিকা মুসলমানের ইজ্জত ও ওলামার হুরমত এক বুনিয়াদী জিনিস। প্রত্যেক মুসলমানকে ইসলামের খাতিরে এবং ওলামাদের দ্বীনি এলমের খাতিরে সম্মান করা চাই।

পুনরায় বলেন– এলম ও জিকিরের কাজ এখন পর্যন্ত আমাদের মুবাল্লেগদের আয়ত্বে আসে নাই। ইহার জন্য আমি বড়ই চিন্তিত। ইহার তরিকা এই যে, তাহাদিগকে আহ্‌লে এলম ও আহ্‌লে জিকিরের নিকট পাঠাইয়া দেন, যেন তাহাদের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া তবলীগের কাজও করে এবং তাহাদের এলম ও ছুহ্‌বত হইতেও ফায়দা উঠায়।

৫৫। একদিন আমি আগন্তুক মেহমানদের সহিত কথাবার্তায় বেশী ব্যস্ত ছিলাম; মওলানার নিকট বেশীক্ষণ বসি নাই। জোহরের পর খেদমতে হাজির হইলে; তিনি বলিলেন, তোমার বেশীক্ষণ আমার নিকট থাকা চাই। আরজ করিলাম, আজ আগন্তুকদের বড় ভিড় ছিল; তাহাদিগকে আমার নিকট রাখিয়া

তবলীগ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতেছিলাম, যেন আপনার কাছে বেশী ভিড় না জমে ও আপনাকে বেশী কথা বলিতে না হয়।

তিনি বলেন– ইহারও এই ছুরত (পদ্ধতি) ছিল যে, তুমি আমার নিকট থাকিতে, আমি তোমার নিকট মনের কথা বলিতাম, আর তুমি অন্যদের নিকট পৌছাইয়া দিতে। এইরূপে আমার মনের কাঁটা বাহির হইয়া যাইত। তুমি আমার নিকট থাকিয়া আমার কথা শুনিতে থাক ও অন্যকে পৌছাও, যেন আমাকে কাহাকেও বলিতে না হয়।

কেহ কেহ আমাকে বলেন, আপনাকে কথা বলিতে দিব না, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দিলের কাঁটা বাহির হইয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কিরূপে চুপ থাকিব? আমি কখনও চুপ থাকিব না যদিও মরিয়া যাই।

৫৬। একবার তিনি বলেন–

হযরত মওলানা থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক বড় কাজ করিয়াছেন। আমার দিল (মন) চাহে যে, আমার তবলীগের তরিকামতে তাহার তালীম আম হইয়া যাক (সর্বসাধারনের মধ্যে প্রচার হইয়া যাক)।

পুনরায় বলেন– ওয়াজের মধ্যে শরীয়তের আহ্‌কামের কারণ ও উপকারিতা বয়ান করিও না। মাত্র তিনটি জিনিস সামনে রাখিবার জন্য লোককে উপদেশ দিও)

(১) প্রত্যেক কাজে খোদাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিয়ত করিবে।

(২) আখেরাতের উপর পূর্ণ ঈমান রাখিবে, যে-কোন কাজই কর না কেন তাহা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আখেরাতের পূর্ণ ঈমানের সহিত হওয়া চাই– ইহা আখেরাতে ফায়দা দিবে ও সেখানে ইহার ছওয়াব মিলিবে অথবা আজাব দূর করিবে।

(৩) ইহার সহিত এমন কোন ফায়দার নিয়ত না হয় যাহা মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতে পাওয়া যায়। ইহা তো তোলা হিসাবে আপনা আপনিই আসিবে। তাহা কখনও উদ্দেশ্য নহে, যদিও ইহা পাওয়া সুনিশ্চিত এবং ইহার একীন রাখাও দরকার। কিন্তু কাজের মধ্যে যেন ইহার নিয়ত করা না হয়।

পুনরায় বলেন– হাঁ, যেখানে ইহার উপকারিতা ও কারণ বয়ানের জরুরত হইবে সেখানে বলিলেও কোন দোষ নাই। কিন্তু যেখানে সেখানে বলিতে নাই।

৫৭। একবার তিনি বলেন–

হযরত মাওলানা থানবী (রহঃ)-এর মুরিদান আমার নিকট অতি মূল্যবান। তাহারা সমসাময়িক হওয়াতে আমার কথা সহজে বুঝে। কেননা, তাহারা মাওলানার কথা শুনিয়াছে; অদূরেই শুনিয়াছে।

পুনরায় বলিলেন– তোমাদের দ্বারা আমার কাজে অনেক বরকত হইয়াছে, আমার মন খুব খুশী হইয়াছে। তৎপর অনেক দোয়া করিলেন ও বলিলেন, তোমরাও নিজে কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করঃ

اللهم ما اصبحت بى او امست بى من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد و لك الشكر

"আয় খোদা! সকালে সন্ধ্যায় সর্বসময়ে আমার উপর অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে অন্য কাহারও উপর যে সমস্ত নেয়ামত বর্ষিত হয় তাহা এককভাবে তোমারই, তোমার অন্য কোন শরীক নাই। তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা ও শোকরিয়া।"

৫৮। তিনি বলেন–

তবলীগের কাজের জন্য ছৈয়দদের বিশেষ কোশেশ করিয়া উঠাইতে হইবে এবং তাহাদিগকে অগ্রবর্তী করিতে হইবে। কেননা হাদীছ শরীফে আছে–

تركت فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى اهل بيتى

"তোমাদের মধ্যে আমি খুব ভারী দুইটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি– আল্লাহর কিতাব ও আমার বংশধর– আমার আহ্‌লে বায়েত।"

এই হাদীছের তাকাজাও ইহাই অর্থাৎ এই হাদীছ ইহাই চায়। এই মহাত্মাদের দ্বারা পূর্বেও অনেক কাজ হইয়াছে, ভবিষ্যতেও তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করা যায়।

৫৯। একদিন তিনি বলেন–

যদি কোন মুসলমানের কাহারও সহিত আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত হয় অথবা তাহার সহিত কোন মুলমানের আল্লাহর ওয়াস্তে সত্যিকার মহব্বত হয় তাহা হইলে এই মহব্বত ও সদিচ্ছাই আখেরাতের জন্য যথেষ্ট সম্বল। মুসলমানদের আমার সহিত যে মহব্বত আছে তাহাতে কিছু আশা হয় যে, খোদা চাহে তো পরকালেও পর্দাপুশী হইয়া যাইবে অর্থাৎ গোনাহ মাফ হইবে।

পুনরায় বলেন– নিজের খালী হাত হওয়ার উপর একীন হওয়াই কৃতকার্যতা, কেহই নিজের কাজের দ্বারা কামিয়াব (কৃতকার্য) হইবে না। কেবলমাত্র আল্লাহর ফজল দ্বারাই কৃতকার্য হইবে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ

لن يدخل الجنة احد بعمله قالوا و لا انت يا رسول الله قال و لا انا الا ان يتغمدنى الله

"কেহই নিজের আমলের (কার্যের) দ্বারা বেহেশ্তে যাইবে না। তাহারা (ছাহাবায়ে কেরাম) বলিলেন, আয় আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি নহে? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, যদি আল্লাহর রহমত আমাকে ঢাকিয়া না লয় আমিও নহে।"

এই হাদীছ পড়িয়া মওলানা নিজেও কাঁদিলেন, অন্যকেও কাঁদাইলেন।

৬০। একবার **তিনি বলেন–**

মাওলানা! ওলামাগণ এদিকে আসেন না, আমি কি করিব? হায় আল্লাহ! আমি কি করিব? আমি আরজ করিলাম, আপনি দোয়া করুন, সকলেই আসিয়া যাইবে।

তিনি বলেন– আমি তো দোয়াও করিতে পারি না, তোমরাই দোয়া কর। তৎপর এই পদ্য পড়িলেনঃ

استغفر الله من قول بلا عمل
لقد نسبت به نسلا لذى عقم
ظلمت سنة من احيى الظلام الى
ان اشتكت قدماه الضر من ورم

ক্ষমা চাই খোদার কাছে শুধু কথা হতে,
হয়ে গেছে ধ্বংস বহু বংশ এই পথে,
যে জন ফুলায়েছে পা নামাজে নিশাতে
করেছি জুলুম আমি তাঁহার ছুন্নতে।

ইহার পর কাঁদিয়া বলিলেন, "কাছিদায়ে বোরদা" আমাদের এখানে ওলামাদের নেছাবে দাখেল আছে। কিন্তু আদব (সাহিত্য) হিসাবে নহে– দিল নরম করিবার জন্য ও নবীর মহব্বত বৃদ্ধি করিবার জন্য।

৬১। তিনি বলেন–

ইসলামে এক প্রশস্ততার দরজা আছে, ইহা এতই প্রশস্ত যে মুসলমানের ঘরে জন্ম হওয়া, দারুল ইসলামে পয়দা হওয়া, ভাল পিতা-মাতার অনুগামী হওয়া পর্যন্ত মুসলমান বলিয়া গণ্য হইবার জন্য যথেষ্ট। আবার এই প্রশস্ততার সহিত বান্দাদের ইহার মধ্যে দালেখ করার পর যথাসম্ভব ইহা হইতে বাহির হইতেও দেয় না। যদি কাহারও কোন কথায় ৯৯ ভাগ কুফরী ও এক ভাগ ইসলাম পাওয়া যায় তাহাকেও মুসলমান বলা হইবে। কিন্তু ইহা হাকিকী (প্রকৃত) ইসলাম নহে, বরং রছমী বা নামের ইসলাম। প্রকৃত ইসলাম এই যে, মুসলমানের মধ্যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র হাকিকত পাওয়া চাই। আর ইহার হাকিকত এই যে, ইহা বিশ্বাস করিবার পর আল্লাহ পাকের বন্দেগীর জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প ও ইচ্ছা মনের মধ্যে পয়দা হওয়া, মাবুদকে রাজি করিবার ফিকির দিলের মধ্যে আনা। সব সময় এই ধ্যান ধারণা থাকা যে, "হায়! মাবুদ আমার উপর রাজি আছে কিনা?

৬২। তিনি বলেন–

দুইটি জিনিসের জন্য আমি বড়ই চিন্তিত। এই দুইটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। এক জিকির, ইহার অভাব আমাদের জামায়াতে অনুভূত হইতেছে। তাহাদিগকে জিকির শিক্ষা দিতে হইবে। অপরটি মালদারদিগকে জাকাতের 'মাছরাফ' বা খরচ করিবার জায়গা বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাহাদের অধিকাংশ জাকাত বরবাদ যাইতেছে। উপযুক্ত স্থানে খরচ হইতেছে না। আমি এইরূপ ৪০ জন লোকের নাম লিখাইয়া দিয়াছি যাহাদের লোভ-লালসা নাই, তাহাদিগকে জাকাত দিলে তাহাদের মধ্যে লোভ লালসা হইবে না। (কামনা বাসনা বাড়িয়া যাইবে না।) তাহারা আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া তবলীগী কাজে লাগিয়া আছে, তাহাদের সাহায্য করা অত্যধিক প্রয়োজন। কাহার কত জরুরত আছে তাহার অনুসন্ধান মালদারের করা দরকার। তাহারা যে পেশাদার ভিক্ষুক ও আম চাঁদা আদায়কারীদের জাকাত দিয়া থাকেন অনেক সময় উহা দ্বারা তাঁহাদের জাকাত 'মাছরাফে' (উপযুক্ত স্থানে) খরচ হয় না।

৬৩। তিনি বলেন–

এলম হইতে আমল ও আমল হইতে জিকির পয়দা হওয়া উচিত। তাহা হইলেই এলম প্রকৃত এলম ও আমল খাঁটি আমল হইবে। যদি এলম হইতে

আমল পয়দা না হয় তাহা হইলে উহা জুলমাত বা অন্ধকারই অন্ধকার। আমল হইতে মনে আল্লাহর জিকির বা ইয়াদ না আসিলে তাহা কেবল মাত্র ফুস্‌ফুসী (উপরি উপরি কাজ)। আবার এলম ব্যতীত জিকিরও ফেৎনা।

৬৪। তিনি বলেন–

লোকদিগকে হাদিয়া, ছদকা ও করজ দেওয়ার ফজিলত সমূহ (ফাজায়েল) ছাহাবায়ে কেরামের জীবনের ঘটনাবলী হইতে শিক্ষা দেওয়া চাই। ছাহাবাগণ মজুরী করিয়াও ছদকা করিতেন; তাঁহাদের শুধু ধনীরাই ছদকা করিতেন না, গরীবেরাও কুলী মজুরী করিয়া কিছু কিছু ছদকা করিতেন, কেননা ছদকার ফাজায়েল তঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে ছিল; যখন ছদকারই এই দরজা তখন হাদিয়া তো আরও অধিকতর শ্রেষ্ঠ। এইরূপ কর্জ দেওয়ারও বহু ফজিলত আছে; উদাহরণ স্বরূপ যখন কর্জের মেয়াদ পূর্ণ হইয়া যায় তৎপর গরীব কর্জদারদের আরও সময় দিয়া কর্জের টাকা না চাহিলে প্রত্যেক দিন ছদকার ছওয়াব পাওয়া যায়।

৬৫। তিনি বলেন–

আমার মনে আমার উপর 'ইস্তিদ্‌রাজের' (আজাব বা শাস্তি দেওয়ার জন্য নেয়ামত ও সময় দেওয়ার) আশঙ্কা ও ভয় হয়। আমি আরজ করিলাম, এই ভয়ই প্রকৃত ঈমান বা ঈমানের চিহ্ন। (ইমাম হাছান বছরী বলিয়াছেন, "নিজের উপর 'নেফাকের' (বাহিরে ইসলাম ও ভিতরে কুফরের) ভয় বা আশঙ্কা কেবলমাত্র মুমিনেরই হইয়া থাকে।" কিন্তু যৌবনকালে ভয় বেশী থাকা ও বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা, (হুছনে জন) আশা বেশী থাকা ভাল। তিনি বলিলেন– "হাঁ, ঠিক বলিয়াছেন।"

পঞ্চম কিস্তি

মওলানা মোঃ মনজুর নোমানী কর্তৃক সংগৃহীত ও সঙ্কলিত

(১৩৬৫ হিঃ জিলকদ ও জিলহজ্জের আলফোরক্বানে প্রকাশিত)

***

হযরত মওলানার এন্তেকালের ঠিক এক বৎসর পূর্বের ১৩৬২ হিজরীর রজবে লক্ষ্ণৌ ও কানপুরের ওলামার সঙ্গে এক তবলীগী ছফরে আমিও গিয়াছিলাম। এই কিস্তির মলফুজাত সেই ছফরেরই।

৬৬। তিনি বলেন–

আমাদের এই তবলীগী কাজে অংশ গ্রহণকারীদের উচিত যে, কোরআন ও হাদীছে দ্বীনের দাওয়াত ও তবলীগের উপর যেই সমস্ত ছাওয়াব (পুরস্কারের) ওয়াদা করা হইয়াছে ও যেই সমস্ত এনামাতের খোশ-খবরী শুনান হইয়াছে ঐ সমস্তের উপর পূর্ণ একীন করিয়া ঐ সমস্ত পাওয়ার লোভে ও আশায় এই কাজে লাগে এবং ইহারও ধ্যান করে যে, আমাদের নগণ্য কোশেশের দ্বারা আল্লাহ পাক সেই সমস্ত লোককে দ্বীনের কাজে লাগাইয়া দিবে ও তৎপর এই ছিলছিলায় যত লোক কেয়ামত পর্যন্ত দ্বীনের কাজে লাগিবে ও তাহারা যত নেক কাজ করিবে তাহারাও ঐ সমস্ত নেক কাজের ছওয়াব পাইবে, খোদা চাহেত ঐ সমস্ত ছওয়াবের সমষ্টির বরাবর ছওয়াব আল্লাহ পাক আপন ওয়াদা মতে আমাদিগকেও দিবেন। কিন্তু শর্ত এই যে, আমাদের নিয়ত খালেছ, আমাদের কাজ মকবুল হয়।

৬৭। তিনি বলেন–

লোকদিগকে যখন এই তবলীগী কাজের জন্য প্রস্তুত করা হয় তখন তাহাদের বিস্তারিতভাবে এই কাজে লাগিবার ফায়দা ও পরকালের পুরস্কার ও ছওয়াব বর্ণনা করিও। (আর এইভাবে বয়ান করিবার কোশেশ করিবে যেন কিছু সময়ের জন্য বেহেশতের কিছু নমুনা তাহাদের চোখের সামনে হাজির হয়, ইহাই কোরআন মজীদের তরিকা।) ইহার পর খোদা চাহেত এই কাজে লাগাতে যে সামান্য কিছু দুনিয়াবী কাজের ক্ষয় ক্ষতির আশঙ্কা হইবে তাহা তাহারা দৃষ্টিপথেও আনিবে না।

৬৮। তিনি বলেন–

তবলীগী 'গাশ্‌ত্‌' করিবার সময় ও বিশেষ ভাবে কাহারও সহিত কথা বলিবার সময় জিকির ফিকিরের মধ্যে থাকার জন্য যে জোড় দেওয়া হয় তাহার বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে, সে সময় কোন একটি হাকিকত কাহাকেও বুঝাইবার ও মানাইবার চেষ্টা করা হয় তখন অনেকের দিলের মধ্যে যে উহার সত্যতা উপলব্ধির ও একীন ও দৃঢ় বিশ্বাসের তাছির থাকে তাহা তাহার কলবে পড়ে। আল্লাহ পাক মানুষের কল্‌বে অতি বড় শক্তি রাখিয়াছেন। সাধারণ লোকেরা কিন্তু তাহা জানে না।

৬৯। তিনি বলেন–

আল্লাহর জিকির শয়তানের খারাবী হইতে বাঁচিবার জন্য দুর্গ ও মজবুত কিল্লা। এই জন্য যতই খারাপ ও গলত জায়গায় তবলীগের জন্য যাওয়া যায়, মানব ও জীন জাতীয় শয়তানের খারাবী হইতে নিজকে বাঁচাইবার জন্য ততই বেশী মনোযোগের সহিত আল্লাহর জিকির করা উচিত।

৭০। (এক দ্বীনি মাদ্রাসার ছাত্রদের এক জামায়াতকে এই প্রশ্নের দ্বারা সম্বোধন শুরু করেন।) বল দেখি; তোমরা কে? অতঃপর নিজেই উত্তর দিলেন, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের মেহ্‌মান। মেহ্‌মান যদি মেজবানকে কষ্ট দেয় তাহা অতি যন্ত্রণাদায়ক হয়; সুতরাং তোমরা তালিবে এলম হইয়া যদি আল্লাহ ও রাসূলের রেজার (সন্তুষ্টির) কাজ না কর এবং ভুল পথে চল তাহা হইলে বুঝিয়া লও তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের কষ্টদায়ক মেহমান।

৭১। সেই তালেবে এলমদিগকে সম্বোধন করিয়া **তিনি বলেন–**

দেখ; শয়তান বড়ই চালাক ও চতুর। সে আমাদের সাধের সামগ্রী লুটিতে চায়। তোমরা যখন এলমে দ্বীন শিখিবার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়াছ তখন শয়তান তোমাদের কাট্টা জাহেল করিয়া রাখা হইতে নিরাশ হইয়াছে। এই জন্য সে জাহেল রাখার কোশেশ ছাড়িয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, তাহাদিগকে পড়িতে দাও; কিন্তু শয়তানী কাজে লাগাইবার কোশেশ কর। আমার এই আন্দোলন শয়তানের এই কোশেশের বিরুদ্ধে অতি প্রবল আকর্ষণ। যাহার উদ্দেশ্য আল্লাহর বান্দাদের শয়তানের রাস্তা হইতে ফিরাইয়া আল্লাহর রাস্তায় ঢালিয়া দেওয়া– আল্লাহর কাজে লাগাইয়া দেওয়া। বল দেখি, তোমাদের সিদ্ধান্ত কি?

৭২। (এই খেতাবেই) তিনি বলেন–

যাহাদের খেদমতের হক তোমাদের উপর আছে এবং যাহাদের জন্য কথা তোমাদের জন্য জরুরী তাহাদের খেদমতের ও সুখসাচ্ছন্দ্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া ও তাহাদিগকে বুঝাইয়া শুনাইয়া শান্ত ও নির্ভর করিয়া এই কাজে বাহির হও এবং নিজের চালচলন এমন কর যে, এই কাজের দ্বারা তোমাদের ইলম ও এছলাহের বাসনা প্রবল দেখিয়া তোমাদের মুরব্বীগণ কেবল শান্ত ও নিশ্চিন্তই হয় না বরং আকৃষ্ট ও উৎসাহী হয়।

৭৩। দ্বীনের কাজের আসল উদ্দেশ্য ও গন্তব্য স্থল কেবলমাত্র রেজায়ে এলাহী ও পরকালের পুরস্কার হওয়া উচিত। ইহকালে যেই সমস্ত পারিতোষিক ও শুভাশীষের ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে, যেমন শান্তি ও সম্মানের জিন্দেগী অথবা যেমন পৃথিবীতে ক্ষমতা ও রাজ্য, রাজত্বের মালিক হওয়া এই সমস্ত ইঙ্গিত ও কাম্য নহে; বরং খোদা কর্তৃক ওয়াদাকৃত মাত্র। অর্থাৎ আমাদের যাহা কিছু করিতে হয় সমস্তই শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির ও আখেরাতের কামিয়াবী বা কৃতকার্যতার জন্য করা উচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের ঐ সমস্ত ওয়াদার উপরও একীন রাখা চাই। এমনকি দোয়াও করা চাই; কিন্তু উহাকে নিজের এবাদত বন্দেগীর আসল উদ্দেশ্য মনে করিতে নাই। ওয়াদাকৃত সামগ্রী ও আসল উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য বিবাহের উদাহরণ হইতে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। বিবাহের মধ্যে আসল উদ্দেশ্য তো বিবিকে পাওয়া ও তাহার সহিত প্রেম প্রণয়, তাহার সঙ্গে উপহার প্রভৃতি পাওয়া দেশ-প্রথা হিসাবে ওয়াদাকৃত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। পৃথিবীতে এমন বোকা খুব কমই আছে যে শুধু উহার পাওয়ার জন্যই বিবাহ করিয়া থাকে। যদি কেহ এরূপ করিয়াও থাকে, আর তাহার স্ত্রী এই কথা জানিতে পারে যে, আমাকে পাওয়ার জন্য নয়; বরং আমার সঙ্গে প্রদত্ত উপহারের জন্য বিবাহ করিয়াছে তাহা হইলে চিন্তা করিয়া দেখ তাহার বিবির অন্তরে তাহার জন্য কত দূর জায়গা হইবে?

৭৪। তিনি বলেন–

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য সৃষ্টির উপর জিহ্বা দ্বারাই। এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব ভালর মধ্যেই হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু ইহা খারাবীর মধ্যেও হইয়া থাকে। অর্থাৎ যেমন মানুষ জিহ্বার সদ্ব্যবহার করিয়া, ইহা দ্বারা আল্লাহর ও দ্বীনের কাজ করতঃ খায়ের ও সৌভাগ্যে ফেরেশ্‌তার উপরেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে, আবার এইরূপ ইহার অসদ্ব্যবহার করিয়া শুকর ও কুকুরের মত জানোয়ার হইতেও খারাপ হইয়া যায়। যেমন, হাদীছ শরীফে আছেঃ

و هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم

"মানুষকে তাহার জিহ্‌বাই অর্থাৎ জবানের কুকাজ সমূহ মাথা নীচের দিকে করিয়া দোজখে নিক্ষিপ্ত করিবে।"

৭৫। হযরত মওলানা থানবী (রহঃ) এন্তেকালের কিছু দিন পর হযরতের (রহঃ) এক মুরিদ জিয়ারতের জন্য আসিয়াছিলেন। লিখক তাঁহাকে পরিচয় করাইয়া দিলে হযরত মওলানা বলিলেন– আমাদের হযরত মাওলানা থানবীর (রহঃ) মত যাহাদের মহব্বত ও নেছবতের হালকা এত বেশী প্রশস্ত তাঁহাদের এন্তেকালে সকলে মিলিয়া (তাজিয়াত) শোকে সান্ত্বনা দিবার চিন্তা করা উচিত। আমার মন চাহে যে, এই সময় হযরতের সমস্ত মুরিদানকে শোকে তাজিয়াত বা সান্ত্বনা দান করা হউক। বিশেষভাবে এই বিষয় প্রচার করা হউক যে, হযরত (রহঃ) সঙ্গে সম্বন্ধ বাড়াইবার ও হযরতের ফায়দা উঠাইবার এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরতের দরজাত বৃদ্ধির চেষ্টায় অংশ লওয়ার ও তাঁহার রূহ মোবারকের খুশী বৃদ্ধি করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী উপায় হযরতের সত্য শিক্ষা ও উপদেশাবলীর উপর নিজেরা নিরবচ্ছিন্নভাবে আমল করা এবং তাহা অধিক পরিমাণে প্রচার করা।

যত বেশী লোক হযরতের হেদায়েতের উপর চলিবে ততই নিম্নের হাদীছের মর্মানুসারে হযরত (রহঃ)-এর নেকীর পুঁজি ও সুউচ্চ দরজার উন্নতি হইবে। পুনঃ বলেন, ইহাই ইছালে ছওয়াবের উচ্চতম তরিকা। হাদীছ এইঃ

مَنْ دَعٰى اِلٰى حَسَنَةٍ فَلَهٗ اَجْرُهَا وَ اَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

"যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের দাওয়াত দেয় সে সেই কাজের ছওয়াব পায় এবং যাহারা এই নেক কাজ করে তাহাদের ছওয়াবও পায়।"

৭৬। যদি কেহ নিজেকে তবলীগের উপযুক্ত বলিয়া মনে না করে তাহা হইলে তাহার কখনও বসিয়া থাকা উচিত নহে; বরং তাহাকে কাজে লাগিবার ও অন্যকে উঠাইয়া কাজে লাগাইবার জন্য আরও অধিক চেষ্টা করিতে হইবে। কখন কখন এমনও হইয়া থাকে যে, কোন বড় কাজ অনুপযুক্তদের মারফতে কোন যোগ্য লোক পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায় ও উহা পূর্ণ মাত্রায় হইতে থাকে এবং ইহার ছওয়াব এই হাদীছদ্বয় অনুযায়ী অনুপযুক্তগণও পাইতে থাকেন।

مَنْ دَعٰى اِلٰى حَسَنَةٍ فَلَهٗ اَجْرُهَا وَ اَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

(১) "যে কেহ ভাল কাজের দাওয়াত দিবে তাহার জন্য উহার ছওয়াব ও যাহারা ঐ কাজ করিবে তাহাদের ছওয়াবও তিনি পাইবেন।"

وَ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَ اَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

(২) "যে কেহ একটি ভাল প্রথা প্রবর্তন করিবে তাঁহার জন্য উহার ও যাহারা ঐ কাজ করিবে তাহাদের কাজেরও (অতিরিক্ত) ছওয়াব হইবে।"

এই দুই হদীছের মর্ম মতে যাহারা উপযুক্ত লোক পর্যন্ত পৌঁছিবার উপায় হইয়াছে সেই অনুপযুক্তদের পূর্ণ মাত্রায় ছদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব হইবে। সুতরাং যাহারা অনুপযুক্ত তাহাদের এই কাজে আরও বেশী করিয়া জোরে-শোরে লাগা দরকার– আমিও আমাকে অনুপযুক্ত মনে করি বলিয়াই এই কাজে মত্ত ও মগ্ন হইয়া মজিয়া আছি, যেন আল্লাহ পাক আমার এই কোশেশ দ্বারা এই কাজকে কোন যোগ্য লোক পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়, তৎপর উচ্চ দরজার যেই পুরস্কার এই কাজের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট আছে তাহা আমাকেও দেওয়া হইবে।

৭৭। তিনি বলেন–

হযরত আবু ছাইদ খুদরী (রাঃ)-এর হাদীছঃ

مَنْ رَاٰى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ

"তোমাদের মধ্যে যে কেহ কোন খারাপ কাজ দেখিবে উহাকে স্বহস্তে দূর করিবে, যদি না পারে তাহা হইলে জবানে দূর করিবে, যদি না পারে তাহা হইলে কলবে দূর করিবে।"

অর্থাৎ কলবে দূর করিয়া শেষ অংশের এক দরজা এক ছুরত ইহাও যে, মন্দকে দূর করিবার জন্য "আছহাবে কুলুব' নিজেদের 'কলবী কুওত' বা আধ্যাত্মিক শক্তিও প্রয়োগ করিবে– অর্থাৎ হিম্মত ও তাওয়াজ্জোহ দ্বারা কাজ লইবে। পুনরায় এ সম্বন্ধে বলেন– ইমাম আব্দুল ওহ্‌হাব সারানী কুতুব হওয়ার এক উপায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যাহার সারমর্ম এইঃ

"আল্লাহ পাকের জমিনের উপর যেই যেই জায়গায় যেই যেই নেক কাজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ঐ সমস্তের কল্পনা করিয়া মনের মধ্যে দুঃখ ও দরদ অনুভব করতঃ আল্লাহর নিকট অনুনয় বিনয় করিয়া ঐ সমস্ত জীবিত প্রচলিত হওয়ার জন্য দোয়া করা ও নিজের কলবী কুওতকে (আধ্যাত্মিক শক্তিকে) এই কাজের জন্য ব্যবহার করা। এইরূপে যেই সমস্ত জায়গায় যেই সমস্ত বদ কাজ প্রসারিত হইয়াছে ঐ সমস্তের ধ্যান করিয়া নিজের মধ্যে জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব করতঃ

উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট করুণ স্বরে (তাহা মিটাইয়া দিবার) জন্য দোয়া করা ও নিজের হিম্মত ও তাওয়াজ্জোহকে ঐ সমস্তের মুলোৎপাটনের জন্য কাজে লাগান।"

ইমাম আব্দুল ওহ্হাব শারানী লিখিয়াছেন, "যিনি এইরূপ করিতে থাকিবেন খোদা চাহে তো তিনি জমানার কুতুব হইবেন।"

৭৮। তিনি বলেন–

প্রত্যেক জায়গায় প্রকৃত ও সর্বোত্তম জিকির ঐ বিষয়ে আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালন করাঃ

لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَ لَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ *

"তোমাদের মাল আসবাব ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহর জিকির হইতে গাফেল (অমনোযোগী না করে।"

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের আওলাদের সহিত ব্যবহারে ও বেচাকিনার মোয়ামেলাতে আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালন করে ও আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকে ঐ ব্যক্তি এই সমস্ত কাজে ব্যস্ত থাকিয়াও আল্লাহর ইয়াদকারী (জাকের)।

৭৯। তিনি বলেন–

বেহেশত কেবল বিনয়ীদের জন্য। মানুষের মধ্যে অহঙ্কারের কিছু অংশ থাকিলে প্রথমে তাহাকে দোযখে ফেলিয়া জ্বালাইবে; যখন খালেছ বিনয় বাকী থাকিবে তখন তাহাকে বেহেশ্‌তে পাঠান হইবে। মোটের উপর; অহঙ্কারের সহিত কোন লোক বেহেশ্‌তে যাইবে না।

৮০। যাহারা ছালেক (তরিকতের পথিক) নহে তাহাদিগকে আমাদের বুজুর্গেরা ছুফীদের কিতাব পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। অবশ্য যদি কোন ছালেক কোন সত্যিকার শেখের তরবীয়তে থাকে তবে তিনি পড়িলে কোন অনিষ্ট নাই।

৮১। মওলানা মরহুম লক্ষ্ণৌর ছফরে এক বিখ্যাত বড় আলেমকে জামায়াতের সহিত লক্ষ্ণৌ যাওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়াইয়া ছিলেন; তিনিও আসিয়াছিলেন। তাঁকে সম্বোধন করিয়া মওলানা এক সময় বলেন– হযরত! আমি আপনাকে ওয়াজ করিবার জন্য কষ্ট দেই নাই। আমাদের এই কাজে ওয়াজ ও তকরীর তো এক আনুসঙ্গিক বিষয় মাত্র। আপনার মত বুজুর্গদের ছফরের কষ্ট আমি কেবল এই জন্য দিয়া থাকি যে, নিজ বাড়ী ঘরে ও কাজ কারবারের মধ্যে ব্যস্ত থাকিলে আমার এই কাজ বুঝিবার ও এই বিষয় চিন্তা করিবার অবসর আপনাদের মিলে না, কিন্তু যখন ছফরের সময় নিজের কাজ কারবার ও পারিপার্শ্বিকতা হইতে বাহির হওয়া যায় তখন মনের শান্তির সহিত আমার কথা শুনিতে, জামায়াতের কাজ স্বচক্ষে দেখিতে ও এই বিষয়ে চিন্তা চর্চা করিতে পারিবেন।

৮২। তিনি বলেন–

লোকদিগকে ঘর বাড়ী ছাড়িয়া নিজের খরচে দ্বীন শিখিবার, শিখাইবার ও বিস্তার করিবার জন্য বাহির হইতে উৎসাহিত কর। যদি তাহারা একেবারে অক্ষম হয় অথবা এতদূর ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত না হয় তাহা হইলে যতদূর সম্ভব তাহাদের নিজ এলাকায় উহার বন্দোবস্ত কর। যদি তাহাও সম্ভব না হয় তাহা হইলে অন্য জায়গা হইতে হইলেও ইহার বিহিত ব্যবস্থা কর। কিন্তু সকল অবস্থায়ই দৃষ্টি রাখিবে যেন তাহাদের মধ্যে এশরাফে নফছ (আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি না দিয়া বান্দার প্রতি দৃষ্টি রাখার নামই এশ্‌রাফে নফছ) পয়দা না হয়। কারণ ইহা নিজের অভাব অভিযোগ পুরণের জন্য আল্লাহর প্রতি ঈমানের গোড়াকে দুর্বল করিয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে যাহারা বাহির হইবেন তাহাদিগকেও ভালমতে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, যেন এই পথের দুঃখ কষ্ট ও ক্ষুৎ-পিপাসা ইত্যাদিকে আল্লাহর রহমত বলিয়া মনে করে। এই রাস্তার দুঃখ কষ্ট তো পয়গম্বর, ছিদ্দিক ও আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তদের খাদ্য।

৮৩। তিনি বলেন–

বন্ধুগণ! এখনও কাজের সময় বাকী আছে। অতি শীঘ্রই দুইটি মহাবিপদ উপস্থিত হইবে। একঃ শুদ্ধি আন্দোলনের মত কুফরী প্রচারের চেষ্টা, যাহা সাধারণ লোকের মধ্যে হইবে। দুইঃ এলহাদ উচ্ছৃঙ্খলতা ও নাস্তিকতা, যাহা পাশ্চাত্য রাজনীতি ও শাসন পেষণের সঙ্গে সঙ্গেই আসিতেছে। এই দুই গুমরাহী প্লাবণের মত আসিবে। যাহা কিছু করিতে হয় ইহার পূর্বেই করিয়া লও।

৮৪। তিনি বলেন–

সর্বসাধারণের মধ্যে দ্বীনের শিক্ষা ও দীক্ষার যে পদ্ধতি আমরা আমাদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রচলন করিতে চাই কেবলমাত্র উহাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় প্রচলিত ছিল। এইরূপে তথায় সাধারণভাবে দ্বীন শিখিত ও শিখান হইত। পরে যেই সময় অন্যান্য তরিকা এই

কাজের জন্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যথা– কিতাব প্রণয়ণ ও সঙ্কলন, কিতাবী শিক্ষা ইত্যাদি এ সমস্তকে সাময়িক আবশ্যকতাই সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু লোকেরা শুধু এইগুলিকেই আসল বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানার তরীকাকে ভুলিয়া গিয়াছে। অথচ আসল তরীকা উহাই এবং সাধারণভাবে শিক্ষাদীক্ষা কেবলমাত্র এই তরীকাতেই দেওয়া যাইতে পারে।

৮৫। তিনি বলেন–

আমাকে যখন মেওয়াতও যাইতে হয় তখনও আমি সর্বদা আহ্লে খাইর ও আহলে জিকিরের জমায়াতও লইয়াই যাই। তথাপি সাধারণের সঙ্গে মেলামেশায় কলবের অবস্থা এতই পরিবর্তন হইয়া যায় যে, যতক্ষন পর্যন্ত 'এতেকাফ' করিয়া উহাকে ধৌত না করি অথবা কিছু দিনের জন্য ছাহারানপুর অথবা বায়পুর যাইয়া খাছ জমায়াত ও খাছ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে না থাকি ততক্ষণ পর্যন্ত কলব নিজের পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসে না।

৮৬। তিনি বলেন–

আমাদের তবলীগী কর্মীদের তিন শ্রেণীর লোকের নিকট তিন উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে যাওয়া উচিত।

(১) ওলামা ও নেককারদের খেদমতে দ্বীন শিখিবার জন্য ও দ্বীনের ভাল তাছির লওয়ার জন্য।

(২) নিজ হইতে নীচ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে দ্বীনি কথাবার্তা প্রচার করিয়া নিজের দ্বীনের মধ্যে পরিপক্কতা ও পরিপূর্ণতা হাছিল করিবার জন্য।

(৩) বিভিন্ন দলের মধ্যে তাহাদের বিভিন্ন গুণ-গরিমা আকর্ষণ করিয়া লইবার জন্য।

৮৭। একদিন দোয়া করিতে করিতে তিনি বলেন–

"আয় আল্লাহ! কাফেরের উপর আপনার বান্দা হিসাবে যেই মায়া মমতা হওয়া উচিত ও সেই হিসাবে উহাদের যেই অধিকার হুকূক সমূহ আমাদের উপর বর্তায় উহা আদায় করিবার তওফীকের সহিত উহাদের কুফুরীর জন্য আমাদের অন্তরে পূর্ণভাবে বিতৃষ্ণা ও বিতশ্রদ্ধা ভাব পয়দা করিয়া দিন।

৮৮। আহ্লে দ্বীনকে (ওলামা ও নেককারকে) এই কাজে (তাবলীগী ও এছলাহী চেষ্টা করিতে) প্রচার ও সংশোধনের অংশীদার করিবার জন্যও

তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট ও নিসংশয় করিবার জন্য ফিকির বেশী মাত্রায় করা চাই। যেখানে তাহাদের এখতেলাফ (মতানৈক্যতা ও অপছন্দতা) জানা যায় সেখানে তবলীগ করিতে তাহাদিগকে 'মাজুর' সাব্যস্থ করিবার জন্য তাহাদের পক্ষে ভাল ব্যাখ্যা করা চাই। তাহাদের খেদমতে নিজে ফায়দা উঠাইবার নিয়তে বরকত হাছিল করিবার ও দোয়া লইবার নিয়তে হাজির হইতে থাকা চাই।

৮৯। তিনি বলেন–

শুধু ইসলামের ও আল্লাহর নিকট মান মর্যাদা ও মূল্য আছে যদিও উহা পাপও গোনার সহিত মিলিত হইয়া থাকে। এই জন্য ফাছেক ও ফাজের মুমেনকেও একদিন না একদিন নাজাত দেওয়া হইবে। সুতরাং আমাদের উচিত, যাহার মধ্যে সামান্য মাত্রও ঈমান আছে তাহারও ইসলামের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাহার মান-মর্যাদা দেই ও সম্মান করি এবং তাহাকে আমাদের দ্বীনি ভাই বলিয়া মনে করিয়া তাহার সহিত সদয় ব্যবহার করি। তাহার মধ্যে যে পাপ ও গোনাহ আছে তজ্জন্য নিজকেও দায়ী করি। কেননা আমাদের গাফলতেরও ইহাতে অংশ রহিয়াছে। দ্বীনের জন্য চেষ্টা ও কষ্ট না করারই বিষময় ফল।

৯০। তিনি বলেন–

আমাদের কাজ দ্বীনের বুনিয়াদী (গোড়ার) কাজ, আমাদের আন্দোলন প্রকৃত প্রস্তাবে ঈমানী আন্দোলন। আজকাল সাধারণতঃ সম্মিলিতভাবে যে সমস্ত কাজ হয় ঐ সমস্তের কর্মীরা ঈমানের বুনিয়াদ ঠিক আছে বলিয়া ধরিয়া লইয়াই পরের গঠনমূলক কাজ করিতে থাকে ও উপরের দরজার আবশ্যকীয় জিনিসের বিষয় চিন্তা করে। আমাদের নিকট উম্মতের সর্বপ্রথম জরুরত তাহাদের কলবের (অন্তরের) মধ্যে ছহীহ্ ঈমানের আলো পৌছিয়া যাওয়া।

৯১। তিনি বলেন–

আমাদের মতে বর্তমানে উম্মতের আসল রোগ দ্বীনের তলব ও মান মর্যাদা হইতে তাহাদের অন্তর খালী হওয়া। যদি দ্বীনের ফিকির ও তলব তাহাদের মধ্যে পয়দা হইয়া যায় ও দ্বীনের আবশ্যকতার অনুভূতি ও শিহরণ তাহাদের মধ্যে সজীব হইয়া উঠে তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে তাহাদের ইসলাম ও ইসলামী কাজ কর্মও সঞ্জীবীত হইয়া যাইবে। আমাদের এই আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য এই সময়ে দ্বীনের তলব ও কদর পয়দা করিবার জন্য চেষ্টা ও কষ্ট করা, শুধু কলেমা নামাজ শুদ্ধ করা ও শিক্ষা দেওয়া নহে।

৯২। তিনি বলেন–

আমাদের কাজ করিবার পদ্ধতির মধ্যে ঘর হইতে দূরে দ্বীনের জন্য জমায়াত বন্দী হইয়া বাহির হইয়া যাওয়া অতি আবশ্যকীয় কাজ। ইহার বিশেষ ফায়দা এই যে, ইহা দ্বারা মানুষ তাহার চিরাচরিত স্পন্দন হীন পারিপার্শ্বিকতা হইতে বাহির হইয়া এক নূতন নেক চলন্ত আবহাওয়ার মধ্যে আসিয়া পড়ে, যদ্দারা তাহার দ্বীনি খেয়াল ও আকর্ষণ বর্ধিত ও বলিষ্ট হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা পায়। তৎসঙ্গে এই ঘরবাড়ী ছাড়িয়া বাহির হওয়ার মধ্যে যে নানাপ্রকারের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয় ও দ্বারে দ্বারে ঘুরাফিরা করাতে আল্লাহর রাস্তায় যে অপমান ও বেইজ্জতি সহ্য করিতে হয়– এই সমস্তের দ্বারা আল্লাহর রহমত বিশেষভাবে বর্ধিত হয়। কারণ আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেনঃ

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا *

"আর যাহারা আমার জন্য চেষ্টা ও কষ্ট করে নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে আমার রাস্তা সমূহ দেখাইয়া দিব।"

এই জন্যই এই ছফর ও ঘরবাড়ী ছাড়ার সময় যতই লম্বা হইবে ততই উপকারী হইবে।

৯৩। তিনি বলেন–

এই ছফর জেহাদের ছফরের বিশেষত্ব ও বরকত নিজের মধ্যে রাখে; এই জন্য ঐ প্রকার পুরস্কার পাওয়ার আশাও করা যায়। ইহা যদিও যুদ্ধ নহে, কিন্তু জেহাদের এক অঙ্গ নিশ্চয়ই বটে। ইহা এক হিসাবে যদিও কাটাকাটি হইতে কম দরজার, কিন্তু অন্য হিসাবে ইহা হইতেও উর্ধ্বে। যেমন, মানুষ মরাতে মনের হিংসা চরিতার্থ হওয়ার ও ক্রোধের আগুন নির্বাপিত হওয়ার ছুরতও আছে, আর এখানে শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে ক্রোধকে দমন ও হজম করিতে হয়। লোকের পায়ে পড়িয়া তাহাদের খোষামোদ তোষামোদ করিয়া বেইজ্জত হইতে হয়।

৯৪। তিনি বলেন–

এই আন্দোলন প্রকৃত প্রস্তাবে নিজের জন্য অতি উচ্চ দরের রেয়াজত (কষ্ট করা)। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় লোকেরা ইহার হাকিকত (আসল সত্ত্বা) বুঝে না।

৯৫। তিনি বলেন–

যে সমস্ত লোক এই তবলীগের কাজ ও পদ্ধতি শিখিবার জন্য নিজামুদ্দিন

বস্তিতে আসিতে চায় তাহাদিগকে প্রথমেই ভাল করিয়া এই কয়টি কথা বুঝাইয়া দিতে হইবে।

(ক) বেশী হইতে বেশী সময় নিয়া আসিবে।

(খ) দুই একবার আসাকে যথেষ্ট বলিয়া মনে করিবে না। বরং আসিতেই থাকিবে।

(গ) এই এরাদা করিয়া আসিবে যে, নিজামুদ্দিনে পড়িয়া থাকিবে না, বরং উপদেশানুসারে স্থানে স্থানে ঘুরাফিরা করিবে, অবশ্য মধ্যে মধ্যে নিজামুদ্দিনও থাকিতে হইবে।

(ঘ) ইহাও তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, যখন তাহাদের কিছু সঙ্গীরা বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা করিবে ও ইহাদের দেখাদেখি তাহাদের অন্তরেও বাড়ী ফিরিবার বাসনা পয়দা হইবে তখন নিজের মন মত না চলিয়া দৃঢ়তার সহিত হিম্মত করিয়া কাজে লাগিয়া থাকার ছওয়াব অসীম ও অগণিত এবং উহাদের উদাহরণ ঐ সমস্ত আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারীদের মত যাহারা যখন তাহাদের ডানে বামের লোক পলায়ন করিতে উদ্যত হয় তখন জেহাদের ময়দানে দৃঢ়ভাবে জমিয়া থাকে।

(ঙ) ইহাও বলিয়া দিবে যে, এই পথে বহু বেদনাদায়ক জিনিস (কষ্ট মুছিবত ও স্বভাব-বিরুদ্ধ ব্যাপার) সামনে আসিবে এবং পরকালে ছওয়াবও সেই স্বভাব-বিরুদ্ধ জিনিষের অনুপাতেই পাওয়া যাইবে।

ষষ্ঠ কিস্তি

১৩৬৪ হিজরীর মহরম মাসের 'আল-ফুরকানে' প্রকাশিত

৯৬। তিনি বলেন–

কখন কখন বসিয়া ইহা চিন্তা করা চাই যে, কোথায় কোথায় আমার প্রভাব প্রতিপত্তি ও জানা-শোনা আছে এবং কোথায় কোথায় আমার দ্বীনি কোশেশ কৃতকার্য হইতে পারে। পুনঃ ফিকির করিবে ঐ সমস্ত জায়গায় এই দ্বীনি দাওয়াত কি কি উপায়ে প্রচার করা যাইবে এবং কোন্ পথে আমাদের বাছিয়া নিতে হইবে, আর ঐ জায়গায় আমাদের কার্য প্রণালী কি হইবে, তৎপর এই সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়া উচিত।

৯৭। যে সমস্ত বোজর্গ সম্বন্ধে এই ধারণা হয় যে, আমরা এই কাজ তাহাদের সুদৃষ্টি করিতে পারিব না তাহা হইলে প্রথমে কিছু সময়ের জন্য তাঁহাদের খেদমত করিয়া তাঁহাদের মেজাজ বুঝা এবং তাহাদের সহিত মেলামেশা করিয়া সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা চাই। কাজেই প্রথম শুধু খেদমত করা উচিত। কিন্তু এই খেদমতের মধ্যেও তাহাদিগকে আল্লাহর কাজে লাগাইবার নিয়ত রাখা চাই ও আশার সহিত আল্লাহর নিকট দোয়া করিতে থাকা চাই।

৯৮। তিনি বলেন–

কোন কোন বোজর্গের আমাদের এই ঈমানের দাওয়াতের গভীরতা জানা নাই বলিয়া ইহার সহিত মনের (টান) আকর্ষণ নাই। ইহার পরিবর্তে তাঁহারা দ্বীনের ঐ সমস্ত আহকাম মাছায়েল প্রচলন করাকে বেশী গুরুত্ব দিয়া থাকেন, যাহা মুসলমানেরা পুরাপুরি পালন করে না। যেমন– অমুক ছাহেব ও তাঁহার ভক্তদের দৃষ্টিতে বিশেষ করিয়া শরীয়তের অমুক অমুক খাছ আহ্কামের প্রচলন করা ও বদ্ রছমের (কু-প্রথার) সংশোধন করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই হযরতদের সহিত আমাদের কার্য প্রণালী এই প্রকার হওয়া চাই। তাহাদিগকে মেওয়াতে শুধু এই সমস্ত মাছায়েল জারী করিবার জন্য ও কু-প্রথা সংশোধনের জন্যই উঠাইতে হইবে। এখন পর্যন্ত মেওয়াতে মিরাছ বন্টনও ঠিকমত হয় না। শরীয়ত মত মিরাছ বন্টন করার প্রথা খুব কম প্রচলিত হইতে পারিয়াছে। এইরূপ আরও অনেক কু-প্রথা এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে, যেমন এখনও

স্বগোত্রে বিবাহ শাদীর প্রচলন হয় নাই। সুতরাং অমুক ছাহেব ও তাঁহার অনুসরণকারীদের মেওয়াতে এই সমস্ত আহ্কাম প্রচারের জন্য উঠাইতে হইবে। আর তাহাদিগকে ইহাও বলিয়া দিতে হইবে যে, মেওয়াতীরা কিছু পরিমাণে এই তবলীগী দাওয়াতের অনুরক্ত হইয়াছে ও ইহাকে আপন করিয়া নিয়াছে। কাজেই আপনি তাহাদের এই তবলীগী কাজের সামান্য কিছু পৃষ্ঠপোষকতা করিলে আপনার এই বিশেষ সংশোধনের ও কু-প্রথা দূরীকরণের কাজে খোদা চাহে তো তাহাদের অনেক সাহায্য পাইবেন ও তাহাদের মধ্যস্থতায় মেওয়াতে এই সমস্ত আহকাম ও মাছায়েল সহজে প্রচার করিতে ও জাহেলিয়াতের কু-প্রথা সমূহ অনায়াসে সংশোধন করিতে পারিবেন। এইরূপে এই হজরাতদের তোমাদের তবলীগী কাজের গভীরতা ও প্রশস্ততা বুঝিবার ও ইহার কার্যকারিতা ও ফলাফল দেখিবারও সুযোগ মিলিবে। তখন খোদা চাহে তো তাহারা ঐদিকে মনোযোগ দিবেন।

৯৯। তিনি বলেন–

আমি কোন ডাক্তার কবিরাজকে চিকিৎসার জন্য ডাকিলে প্রকৃত প্রস্তাবে তবলীগী কাজকে সামনে রাখিয়া ডাকি। তাহা দ্বারা নিজের চিকিৎসা করাকেও তাহাকে আল্লাহর কাজে লাগাইবার বাহানা করিতে চাই। এইজন্য কেবল মাত্র ঐ সমস্ত ডাক্তার কবিরাজকে ডাকিবার অনুমতি দেই যাহাদের নিকট এই দ্বীনি দাওয়াতের সম্বন্ধে কিছু কাজের আশা ভরসা রাখি।

১০০। তিনি বলেন–

আমি নিজের স্বাস্থের জন্য ও জীবন রক্ষার জন্য দাঁড়াইয়া নামাজ না পড়িয়া বসিয়া নামাজ পড়াকে জায়েজ মনে করি; কিন্তু এই দ্বীনি কাজের স্থায়িত্ব ও গঠনের উপর নিজের জীবন রক্ষার খেয়ালকে স্থান দেই না।

১০১। তিনি বলেন–

আমাদের এই তবলীগের দাওয়াতের এক জরুরী ওছুল ইহা যে, (আম খেতাবে) সর্বসাধারণকে সম্বোধন করিবার সময় শক্তভাবে করিতে হইবে, কিন্তু (খাছ খেতাবে) নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধন করিবার সময় অতি নরমভাবে করিতে হইবে। বরং যতদূর সম্ভব লোকের সংশোধনের জন্য সাধারণভাবে সকলকেই সম্বোধন করিয়া বলা উচিত। এমনকি নিজের কোন খাছ সঙ্গীর কোন ভুল দেখিলেও যথাসম্ভব তাহার সংশোধনের কথাও সকলকে লক্ষ্য করিয়াই বলা

চাই। ইহাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা ছিল; কেননা তিনি খাছ লোকের ভুলের সংশোধন ও সতর্কী করণের জন্যও "এই সমস্ত লোকের কি ইহয়াছে" এইরূপ আম (সাধারণ) কথা ব্যবহার করিতেন। যদি কোথাও খাছ খেতাবেরও জরুরত পড়ে তাহা হইলে নরমী ও মহব্বতের সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, তাহাকে যেন তখন তাম্বিহ করা না হয়। এরূপ করিলে অধিকাংশ লোকে জওয়াব দেওয়ার জন্য ও প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়। কাজেই ঐ সময় কিছু না বলিয়া অন্য সময় খুলুছ ও মহব্বতের সহিত তাহার ভুলের জন্য তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত।

১০২। তিনি বলেন–

আমার ঐ আন্দোলনের দ্বারা প্রত্যেক জায়গার ওলামা ও দ্বীনদার এবং দুনিয়াদারের মধ্যে মেলামেশা ও প্রেম-প্রীতি ভালবাসার মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাই। তদুপরি ওলামা ও দ্বীনদারের বিভিন্ন দলের মধ্যে পরস্পর সাহায্য মহব্বত ও আত্মীয়তা পয়দা করাও আমাদের দৃষ্টি-পথে আছে, বরং ইহাই আমাদের আসল উদ্দেশ্য। এই দ্বীনি দাওয়াতই খোদা চাহে তো ইহার নিমিত্ত ও অছিলা হইবে। ব্যক্তির মধ্যে ও সমষ্টির মধ্যে মতানৈক্যতা গরজের পার্থক্যতা হইতেই উৎপন্ন হয় ও বর্ধিত হইতে থাকে। আমরা মুসলমানের সমস্ত দলকে এমনভাবে দ্বীনের কাজে লাগাইবার ও দ্বীনের খেদমতকে তাহাদের সর্বোচ্চ মকছুদ বানাইবার জন্য কোশেশ করিতে চাই, যাহাতে তাহাদের মনের গতি ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে মিলন সাধিত হয়। কেবলমাত্র ইহাই বৈরীভাবকে মিত্রতায় পরিণত করিতে পারে। দুই ব্যক্তির মধ্যে আপোষ করিয়া দেওয়ার কত বড় পুরস্কার তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণীর ও দলের মধ্যে আপোষ করিবার কোশেশের যে পুরস্কার হইবে তাহার পরিমাণ কি কেহ নির্ণয় করিতে পারে?

১০৩। তিনি বলেন–

আমাদের এই কাজকে বুঝিবার ও শিখিবার ছহীহ্ তরতীব এই– প্রথমে কিছুদিন এখানে আসিয়া অবস্থান করিবে ও এখানকার বাসিন্দাদের (তবলীগের পুরাতন কর্মীদের) সহিত কথাবার্তা বলিবে। শুধু আমার সহিত দেখা করিবার ও কথা বলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইবে না। অবশ্য যখন আমি নিজে কিছু বলি তাহাও শুনিয়া লইবে। এখানকার আশেপাশে কাজ করিবার জন্যও বাহির হইবে। অর্থাৎ দৈনিক গাশ্‌তে শরীক হইবে; তৎপর কিছুদিন মেওয়াত গিয়াও কাজের 'মশক' করিতে হইবে। ইহার পর নিজের জায়গায় কাজ করিবে।

১০৪। এক জরুরত ইহাও যে, এখানে তবলীগীদের এমন একটি মিশ্রিত জমায়াত থাকা চাই যাহাতে প্রত্যেক প্রকারের লোক থাকিবে; ওলামা, আহ্‌লে জিকির, ইংরেজী শিক্ষিত, সওদাগর ও গরীব সাধারণ লোক সকলই থাকিবে। ইহা দ্বারা আমাদের কার্য পদ্ধতি বুঝিতে ও কার্যতঃ ইহাকে আয়ত্বে আনিতে সাহায্য পাওয়া যাইবে ও আমরা যে বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পরের সাহায্য ও মেলামেশা চাই খোদা চাহে তো তাহারও বুনিয়াদ গড়িয়া উঠিবে।

১০৫। আমাদের এই আন্দোলনে নিয়ত ছহীহ্ করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আল্লাহর হুকুম পালন ও তাঁহার সন্তুষ্টি সাধনই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া চাই। যতই এই কাজ শক্তিশালী ও খালেছ (অকৃত্রিম) হইবে ততই পুরস্কার বেশী পাওয়া যাইবে। এই জন্য ইহার সাধারণ নিয়ম এই যে, যখন দ্বীনের জন্য কোরবানী করিবার উপকারিতা ও ফায়দা প্রকাশ্যভাবে চোখের সামনে আসিয়া যায়; তখন পুরস্কার কম হইয়া যায়। কারণ মোটামুটিভাবে তখন উপকারও উদ্দেশ্যে পরিণত হইয়া যায়। দেখুন, মক্কা বিজয়ের পূর্বে জান ও মাল কোরবানী দেওয়ার যে মূল্য ছিল পরে তাহা ছিল না; কেননা মক্কা বিজয়ের পর নিশ্চিয় জয় ও রাজ্য রাজত্বের ছবি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিয়াছিল।

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَ قَاتَلُوْا وَ كُلًّا وَ عَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى *

"তোমাদের মধ্যে যাহারা জয়ের পূর্বে টাকা পয়সা খরচ করিয়াছে ও যুদ্ধ করিয়াছে তাহারা ও যাহারা জয়ের পরে টাকা পয়সা খরচ করিয়াছে ও যুদ্ধ করিয়াছে তাহারা এক সমান নহে। পূর্ববর্তীগণের দরজা বহু বেশী; আর আল্লাহ প্রত্যেককে মঙ্গলের ওয়াদা দিয়াছেন।"

১০৬। তবলীগী দাওয়াতের প্রথম আন্দোলনের দুইজন মুখ্‌লেছ (নিঃস্বার্থ) মেওয়াতী কর্মীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া **তিনি বলেন–**

এই তবলীগী কাজের 'নেছবত' (সম্বন্ধ) দাওয়াতের জন্য আমার সহিত হইয়াছে। অন্যথায় প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার কর্মী এই দুইজন। আমি চাই যে যাহারা এই কাজের জন্য আমাকে মহব্বত করে তাঁহারা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহব্বত করে (তাহাদের প্রতিও সুদৃষ্টি দেয়, যদি ইহা করিতে তাহাদের দিলকে মজবুরও করিতে হয়)। তাহাদের সহিত মহব্বত ও তাহাদের খেদমত করা কবুলিয়াতের অছিলা (আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হইবার উপায়) হইবে।

১০৭। এ সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন–

আমাদের উপর তাঁহাদের অনেক বড় হক রহিয়াছে। আমি তাঁহাদের হক আদায় করিতে পারি নাই। আমাকে যাহারা মহব্বত করেন তাঁহারা যেন তাঁহাদের হক আদায় করেন।

১০৮। তিনি বলেন–

দ্বীনের জন্য চেষ্টা ও কষ্ট করাতে মুখ্‌লেছীন ও ছাদেকীনদের অংশ শুধু আল্লাহ ও রাসূল ও তাহাদের সন্তুষ্টি সাধনই যথেষ্ট। যখন জয় আসে ও মাল দৌলত পাওয়া যায় তখন দুর্বলদেরও যাহাদের অন্তরকে আকৃষ্ট করার জরুরত আছে তাহদের খেয়াল প্রথমে করা উচিত। এই নীতি হিসাবে আমি বলি যে, যাহারা এখনও আমাদের কাজের হাকিকত বুঝে নাই বলিয়াই এ কাজে উৎসাহের সহিত যোগদান করে নাই, তাহাদিগকে দাওয়াত দেওয়া হইলে তাহাদের রাস্তা খরচ প্রভৃতির ফিকির করিতে হইবে ও তাহাদিগকে সাধ্যমত খেদমত ও আরাম দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আর যে সমস্ত নিঃস্বার্থ ব্যক্তি এই কাজের হাকিকত বুঝিয়া এই কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য এই সমস্ত বিষয়ের চিন্তা ভাবনার দরকার নাই।

১০৯। তিনি বলেন–

আজকাল দ্বীন সম্বন্ধে এক ভুল ধারণা সর্বসাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। প্রাথমিক বিষয়সমূহকে শেষ বিষয়সমূহের ও অছিলাগুলিকে আসল উদ্দেশ্যের স্থান দেওয়া হইতেছে। গভীরভাবে চিন্তা করিলে জানিতে পারিবে যে, দ্বীনের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখায় এই ভুল ধারণা প্রবেশ করিয়াছে ও শতসহস্র খারাবী ইহা হইতে পয়দা হইতেছে।

১১০। তিনি বলেন–

ان للسـائل عليك حقا و ان جاء على الفرس

"নিশ্বয় ছায়েলের জন্য তোমার উপর হক আছে যদিও সে ঘোড়ায় চড়িয়া আসে।"

এই হাদীছকে সাধারণতঃ ভুল বুঝা হয়। বুঝান হয় যে, ছায়েল যে প্রকারের ও যে অবস্থারই হউক না কেন সে যাহা চায় তাহাকে তাহা দেওয়া উচিত। অথচ ইহা ভুল কথা; বরং হাদীছের অর্থ মাত্র এই যে, তাহার তোমার উপর হক আছে, তাহার সহিত যতোপযুক্ত শুভাকাঙক্ষী ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার কর।

অহঙ্কার ও তুচ্ছ্য তাচ্ছিল্যের সহিত ব্যবহার করিও না। যেমন, কোরআনে আছেঃ

وَ اَمَّا السَّـــائِلَ فَـلاَ تَنْـهَرْ

"আর ছায়েলকে বড় কথা বলিও না।"

এখন এই খায়েরখাহী (শুভাকাঙ্খী) কখন কখন এইরূপ হইবে যে, তাহার প্রার্থনার বস্তুকে দিয়া দেওয়া, আবার কখন কখন এইরূপ হইবে যে, তাহাকে ভিক্ষা করার বেইজ্জতী হইতে বাঁচিবার জন্য নছিহত করা ও জীবিকা-নির্বাহের কোন বিহিত ব্যবস্থা তাহাকে দেখাইয়া দেওয়া ও যথাসম্ভব এই বিষয়ে তাহাকে সাহায্য মদদ করা। যেমন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন ছায়েলের সহিত করিয়াছেন। এমনকি তাহার খাওয়ার পেয়ালা পর্যন্ত নীলাম করাইয়া তৎমূল্য দ্বারা কুড়াল খরিদ করাইয়া দিয়াছেন ও বলিয়াছেন, "জঙ্গল হইতে লাকড়ী কাটিয়া বিক্রি করিয়া নিজের জীবিকানির্বাহ কর।"

সুতরাং ভিক্ষুক যদি নাচার ও নিরুপায় না হয়; বরং কিছু কাজকর্ম করিয়া খাওয়ার শক্তি রাখে তাহা হইলে তাহার হক এই যে, হেকমতের সহিত তাহাকে ছওয়াল হইতে বাঁচাইয়া কোন কাজে লাগাইবার কোশেশ করা।

এই ব্যাপারে তিনি আরও বলেন– কোরআন হাদীছের অর্থ যদি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যপদ্ধতির আলোতে বুঝিবার চেষ্টা করা হয়; তাহা হইলে খোদা চাহে তো তখনও ভুল বুঝাবুঝি হইবে না।

সপ্তম কিস্তি

(১৩৬৫ হিজরীর রবিউল আউয়াল ও রবিউচ্ছানি সংখ্যার আল-ফোরকানে প্রকাশিত)

১১১। তিনি বলেন–

পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ (মাছুম), সংরক্ষিত (মাহ্‌ফূজ) ও স্বয়ং খোদা তাআলা কর্তৃক শিক্ষিত ও দীক্ষিত ও নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্ত আদেশ নির্দেশ অন্যকে পৌঁছাইবার সময় সকল প্রকারের লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা ও উহাদের নিকট আসা যাওয়া করাতে তাঁহাদের মুবারক ও মুনাওর (বরকত ও আলোকপূর্ণ) অন্তরেও ঐ সমস্ত সাধারণ লোকের (অন্তরের) ময়লা ও আবর্জনার দাগ পড়িয়া যাইত। কাজেই তাহারা নির্জনে বসিয়া জিকির ও এবাদতের দ্বারা ঐ সমস্ত ময়লা আবর্জনাকে বিধৌত করিতেন।

তিনি বলেন– ছুয়ায়ে মুজ্জাম্মেলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাত্রি জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়িবার হুকুম দেওয়ার মধ্যে

اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا

"হে রাসূল! দিনে আপনাকে অনেক চলাফিরা করিতে হয়।"

এই আয়াতেও এই দিকে ইশারা আছে যে, নবীর ছরদারেরও দিনের বেলায় দৌড়াদৌড়ি ও চলাফেরার গতিকে রাত্রির অন্ধকারে নির্জনে একাগ্রচিত্তে এবাদত করার প্রয়োজন ছিল। এই আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে যে বলা হইয়াছে–

وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا

টীকা ঃ

মরহুম মাওলানার এই খেয়ালের সমর্থন নিম্নলিখিত হাদীছ হইতেও পাওয়া যায়। একদিন ফজরের নামাজের কেরাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গড়বড় হয়। নামাজ শেষে তিনি বলেন,

"মুক্তাদীদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে যাহারা ভালমতে অজু গোসল করে নাই, পাকছাফ হয় নাই) তাহাদের জন্যই আমার কেরাতে গোলমাল হইয়াছে।"

"আর আপনার প্রভুর নাম ইয়াদ করেন ও এককভাবে একাগ্রচিত্তে তাহাতে মনোনিবেশ করেন।"

ইহা দ্বারাও এই বিষয়ের আরও অধিক সমর্থন পাওয়া যায় যে, তবলীগী কর্মীদের জিকির ফিকিরের সহিত একাগ্রচিত্তে আল্লাহর এবাদতের বিশেষ প্রয়োজন আছে। সুতরাং আমাদেরও এইরূপ করিতে হইবে। বরং আমাদের জন্য ইহা আরও বেশী প্রয়োজন। কারণ প্রথমতঃ আমরা নিজে অপরিপক্ক ও অন্ধকারে পূর্ণ, তদুপরি আমরা যে সমস্ত বুজুর্গ হইতে আদেশ উপদেশ লইয়া থাকি তাঁহারাও আমাদের মত অসংরক্ষিত। আর যাহাদের মধ্যে তবলীগ করিতে যাই তাহারাও সাধারণ মানুষ। মোটের উপর, আমাদের নিজের মধ্যেও ময়লা আবর্জনা। আর আমাদের উভয় পার্শ্বেও মানবীয় ময়লা ও আবর্জনা যাহার (আছর) প্রতিবিম্ব আমাদের কলবে পড়া স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী; এই জন্য আমরা এই নির্জন ও অন্ধকারের এবাদতের জিকির ফিকির অত্যধিক মোহতাজ। অন্তরের মন্দ আছর (প্রতিবিম্ব) দূর করিবার জন্য ইহা এক বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

এই সম্বন্ধে তিনি বলেন–

ইহাও জরুরী যে, যেই সমস্ত বুজুর্গ হইতে আমরা দ্বীনি ফয়েজ লইয়া থাকি তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ শুধু আল্লাহ পাকের নৈকট্যের রাখা উচিত। তাঁহাদের সহিত এই লাইনের কথাবার্তা, কাজ কর্ম ও হাল অবস্থার সহিতই শুধু সম্বন্ধ রাখা চাই। তাঁহাদের অন্য লাইনের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়াদির সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখা চাই; বরং এই সমস্ত হইতে বেখবর থাকার জন্য কোশেশ করা দরকার; কারণ এই সমস্ত তঁহাদের মানবীয় অংশ বিধায় তাহাতে কিছু ময়লা আবর্জনা হইবেই। যখন লোকেরা তাহাদের মনোযোগ ঐ দিকে দিবে তাহাদের মধ্যেও ঐ সমস্ত আসিয়া পড়িবে। অধিকন্তু অনেক সময় ইহা দ্বারা আপত্তি পয়দা হইবে। তাহাতে (মাহরূম) বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে। এই জন্যই মাশায়েখদের কেতাবে ছালেকদিগকে শেখের পারিবারিক অবস্থাদির উপর দৃষ্টি না দিবার জন্য জোর দেওয়া হইয়াছে।

১১২। তিনি বলেন–

আহলে আছর ও আহলে এলম হযরতেরা ধারাবাহিকভাবে এই কাজ এইভাবে আরম্ভ করিয়া দিন যে, প্রথমে প্রত্যেক জুমার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া এক

মসজিদ ঠিক করিয়া লইবেন যে, আমরা অমুক মহল্লার মসজিদে এই জুমা পড়িব। এই মসজিদ নির্দিষ্ট করিবার ব্যাপারে অনুন্নত ও অজ্ঞ অধিবাসীদের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে সমস্ত এলাকায় ধোপা, ভিস্তি, গাড়ীওয়ালা, কুলী ও শাকসবজি বিক্রেতা বসবাস করে (যাহাদের মধ্যে দ্বীন সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অলসতা যদিও অতি বেশী কিন্তু অহঙ্কার ও অস্বীকার করার অবস্থা পয়দা হয় নাই) এইরূপ লোকদের কোন মসজিদ প্রথমে নির্দিষ্ট করিয়া লইবেন ও নিজের পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদিগকেও এই বিষয়ে খবর দিয়া দিবেন এবং সঙ্গে যাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিবেন। অতঃপর তথা পৌছিয়া জুমার পূর্বে মহল্লায় তবলীগী গাশত করিয়া লোকদিগকে নামাজের জন্য তৈয়ার করিয়া মসজিদে লইয়া আসিবেন। অতঃপর কিছুক্ষণের জন্য তাহাদিগকে বসাইয়া দ্বীনের আবশ্যকতা ও দ্বীন শিখিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়া দ্বীন শিখিবার জন্য তবলীগী জামায়াতের সহিত বাহির হইবার দাওয়াত দিবেন ও বুঝাইয়া বলিবেন যে, এই পদ্ধতিতে কাজ করিলে কয়েক দিনের মধ্যেই দ্বীনের জরুরী এলম ও আমল শিখিতে পারিবে। এই দাওয়াতে অল্প হইতে অল্প লোকও যদি তৈয়ার হইয়া যায় তাহাদিগকে উপযুক্ত জমায়াতের সহিত পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবেন।

১১৩। এই সম্বন্ধে তিনি আর বলেন–

যদি কোন জায়গার কিছু গরীব লোক তবলীগী জমায়াতের সহিত বাহির হইতে প্রস্তুত হয় ও খরচ করিতে অক্ষম হয় তাহা হইলে যতদূর সম্ভব কোশেশ করিয়া আশে-পাশের কিছু ধনী লোককেও তাহাদের সঙ্গী হইবার জন্য উঠাইবে ও তাহাদিগকে আল্লাহর রাস্তায় যে গরীব ও দর্বল লোক বাহির হয় তাহাদিগকে সাহায্য করা আল্লাহর নিকট কত বড় দরজা তাহা বলিয়া দিবে ও সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাল করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে যে, যদি তাহারা তাহাদের কোন গরীব ভাইয়ের সাহায্য করিতে চায় তাহা হইলে ইহার উছুল (মূলনীতি) ও তরীকা (পদ্ধতি) এই পথের পুরাতন ও অভিজ্ঞ কর্মীদের নিকট হইতে যেন অবশ্য জানিয়া লয় ও তাঁহাদের পরামর্শানুসারে যেন এই কাজ করে। উছুলের বিপরীত উল্টা পদ্ধতিতে কাহাকেও সাহায্য করিলে অনেক সময় বহু খারাবী পয়দা হইয়া যায়।

অতঃপর এই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার (অর্থাৎ দ্বীনের জন্য যে সমস্ত

গরীব ও অসমর্থ লোক বাহির হয় তাহাদের জন্য খরচ করার) নিম্নলিখিত কয়েকটি উছুল হযরত মাওলানা বর্ণনা করেন ও সম্ভবতঃ এই অধীনকেই ইহা লিখিয়া লইতে বলেন–

(ক) অসমর্থদিগকে এইভাবে হেকমতের সহিত দিতে হইবে যে, তাহারা যেন ইহাকে কোন স্থায়ী ব্যবস্থা বলিয়া না বুঝে ও তাহাদের মধ্যে 'এশরাফে নফছ' (অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়ার বাসনা) পয়দা না হয়।

(খ) দেওয়া 'তালিফের' (মহব্বত পয়দা করিবার) জন্য হওয়া চাই অর্থাৎ দ্বীনের সহিত মহব্বত ও সম্পর্ক পয়দা করিবার জন্য হইতে হইবে। সেই জন্য শুধুমাত্র মহব্বত পয়দা করিবার জন্য যে পরিমাণ দরকার সেই পরিমাণ দেওয়া চাই। আবার যতই তাহার মধ্যে দ্বীনের কদর ও তলব এবং কাজের মহব্বত ও 'মুনাছেবাত' বাড়িয়া যাইবে ততই আর্থিক সাহায্য হইতে হাত গুটাইতে হইবে ও 'ছুহবত' সংসর্গ ও কথাবার্তা দ্বারা তাহার মধ্যে এমন অনুপ্রেরণা পয়দা করিতে হইবে যেন সে মেহনত ও মজুরী করিয়াও এই কাজ করে অথবা যেই প্রকারে নিজের অন্যান্য জরুরতের জন্য কর্জ লইয়া থাকে এইরূপ ইহাকেও এক বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ মনে করিয়া ইহার জন্যও অবস্থামত কর্জ লয়। এই (কাজের পথের মধ্যে) অন্যের অনুগৃহীত না হওয়াই বাঞ্ছনীয় কাজ। হিজরতের সময় ছিদ্দিকে আকবরের মত নিবেদিত প্রাণ ছাহাবা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উট পেশ করিলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূল্য নির্ধারিত করিয়া কর্জ লইয়াছিলেন। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত মহব্বতের এই পর্যায়, এই আকর্ষণ ও আস্বাদ পয়দা না হয় ততদিন পর্যন্ত যথোপযুক্ত আর্থিক সাহায্য করিয়া যাওয়া চাই।

(গ) আর্থিক সাহায্যের আদাবের মধ্যে ইহাও একটি যে, অতি গুপ্তভাবে সম্মানের সহিত দেওয়া হয় ও দ্বীনের কাজের দরিদ্র গ্রহীতার কবুল করিয়া লওয়াকে ধনী দাতা নিজের উপর এহ্ছান বা অনুগ্রহ এবং তাঁহাকে নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। কেননা, তিনি নিজের অসচ্ছলতা ও দরিদ্রতা সত্ত্বেও দ্বীনের জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়াছেন। দ্বীনের জন্য ঘর হইতে বাহির হওয়া 'হিজরত' আর তাহার সাহায্য করা 'নছরত'। আর আনছার কখনও মুহাজেরের সমকক্ষ হইতে পারে না।

(ঘ) এই পথের কর্মীদের জাকাত ও ছদকার চেয়ে হাদিয়ার ছুরতে বেশী

সাহায্য করা উচিত। জাকাত ও ছদকা ত পাতিলের ময়লা আবর্জনা ও দোষিত অংশের মত; উহা বাহির করিয়া ফেলা জরুরী। অন্যথায় সমস্ত পাতিলই নষ্ট হইয়া যাইবে। হাদিয়ার উদাহরণ এইরূপ বুঝ যেন তৈয়ারী খানাতে খুসবু সুসগন্ধি ঢালিয়া দেওয়া ও উহার উপর সোনা চান্দির পাত লাগাইয়া দেওয়া।

(ঙ) দ্বীনের জন্য যাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়াছে তাহাদের সাহায্যের এক উচ্চ ছুরত ইহাও যে, তাহাদের পরিবার পরিজনের নিকট গিয়া তাহাদের বাজার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের ফিকির করা ও তাহাদিগকে আরাম পৌঁছাইবার কোশেশ করা। আর তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া যে, তোমাদের ঘরের লোক কত বড় কাজে বাহির হইয়াছে ও কত ভাগ্যবান!

মোটকথা, তাহাদিগকে খেদমত ও উৎসাহ দ্বারা এতদূর আশস্ত করিতে হইবে যে, তাহারা যেন তাহাদের ঘর হইতে যে সমস্ত লোক বাহির হইয়াছে তাহাদের নিকট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লিখে যে, "আমরা এখানে সকল প্রকারে সুখে স্বচ্ছন্দে আছি, আপনারা নিশ্চিন্তভাবে দ্বীনের কাজে লাগিয়া থাকুন।"

(চ) আর্থিক সাহায্য দেওয়ার সময় অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাও জরুরী। (অর্থাৎ দ্বীনের কাজে বড় লোকদের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে। উপর উপর জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রয়োজন আছে ও কিভাবে তাহাদের জীবিকানির্বাহ হয় তাহা জানিয়া লইতে হইবে।)

(ছ) অবস্থা অনুসন্ধানের এক ছুরত যাহা বিশেষভাবে প্রচলিত করা চাই তাহা এই, দ্বীনের জন্য যে সমস্ত গরীব লোক বাহির হইয়াছে তাহাদের বাড়ীতে বড় লোকেরা তাহাদের স্ত্রীলোকদের পাঠাইবেন। তদ্বারা ঐ সমস্ত গরীব লোকদের পরিবার পরিজনের সন্তুষ্টি সাধন ও উৎসাহ বর্ধন হইবে ও তাহাদের আভ্যন্তরিণ ব্যাপারও কিছু জানা যাইবে।

১১৪। এই ব্যাপারে আরও বলেন–

আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার যে সমস্ত পার্থিব বরকতের ওয়াদা কোরআন হাদীছে দেওয়া হইয়াছে উহা উহার 'আজর' বদলা বা প্রতিদান নহে। সৎ কাজের আসল আজর এই পৃথিবী বহন করিতেও পারিবে না। ওখানকার খাছ নেয়ামত সমূহের বহন করিবার ক্ষমতা এখানে কোথায়? এই পৃথিবীতে পাহাড়ের মত শক্ত পদার্থ ও হযরত মুছা (আঃ)-এর মত প্রবীন পয়গম্বরও আল্লাহ পাকের এক

তাজাল্লিও সহ্য করিতে পারিলেন না।

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّ خَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا

"যখন তাহার প্রভু পর্বতের উপর তাজাল্লি ফেলিলেন পর্বতকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ও মুছা (আঃ) বেহুশ হইয়া পড়িয়া গেলেন।"

তিনি বলেন–

বেহেশ্তের নেয়ামত যদি এখানে পাঠাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে খুশীতে মৃত্যু হইবে। এই অবস্থা ওখানকার আজাবেরও হইবে, যদি দোজখের একটি বিচ্ছু এই পৃথিবীর দিকে মুখ করে তাহা হইলে সমস্ত দুনিয়া উহার বিষের তেজে জ্বলিয়া যাইবে।

১১৫। এ সম্বন্ধে আরও বলেন–

কোরআন পাকে আল্লাহর রাস্তায় খরচকারীদের উদাহরণ যে ঐ ব্যক্তির দ্বারা দিয়াছেন যিনি এক দানা বপন করিয়া সাত শত দানা পাইলেন।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَ اللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ*

"উদাহরণ ঐ সমস্ত লোকের যাঁহারা আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করে, যেমন একটি দানার সাতটি শিশ, প্রত্যেক শিশে এক শত দানা, আর আল্লাহ যাহাকে চান আরও বাড়াইয়া দেন, আর আল্লাহ অধিক দাতা ও জ্ঞানী।"

ইহা পার্থিব বরকতেরই দৃষ্টান্ত। পরকালে ইহার যে বদ্‌লা মিলিবে তাহা অতি দূর ও সুদূরপ্রসারী হইবে। তৎপ্রতি ইশারা ইহার পূর্ববর্তী আয়াতে আছে–

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَ لَا اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ *

"যাহারা আল্লাহর রাস্তায় তাঁহাদের মাল খরচ করেন ও খরচ করার পর খোটা দেন না ও কষ্ট দেন না তাঁহাদের পারিশ্রমিক (আজর) তাঁহাদের প্রভুর নিকট আছে। তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাঁহারা দুঃখিত হইবেন না।"

এই আয়াতে لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ এতদ্বারা মৃত্যুর পরে পরকালে প্রাপ্ত আছলী আজর বা প্রতিদানের প্রতি ইশারা করা হইয়াছে।

১১৬। এই সম্বন্ধে আরও বলেন–

আসল কথা এই যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধন ও পরকালে প্রতিদান পাওয়ার জন্য দীনের কাজ করা চাই। কিন্তু উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিবার জন্য অবস্থা মত পার্থিব বরকতেরও উল্লেখ করা চাই। কোন কোন লোক এমন হয় যে, প্রথমতঃ পার্থিব বরকতের আশায় কাজে লাগে, তৎপর আল্লাহ পাক এই কাজের বরকতে তাহার মধ্যে হাকিকী এখ্‌লাছও দিয়া দেন।

তিনি বলেন– দুনিয়াবী বকরত আমাদের জন্য ওয়াদা করা হইয়াছে, কিন্তু এই সমস্তকে মকছুদ ও মতলব (আসল উদ্দেশ্য) করা চাই না। অবশ্য এই সমস্তের জন্য বেশী করিয়া দোয়া করা চাই। আল্লাহর তরফ হইতে যে সমস্ত নেয়ামত আসে তাহার প্রত্যেকটির জন্য বান্দা মুহ্‌তাজ (মুখাপেক্ষী) আছে।

رَبِّ اِنِّى لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

"হে প্রভু! তুমি যাহা কিছু মঙ্গল আমার প্রতি অবতীর্ণ কর তাহার প্রত্যেকটির জন্য আমি মুহ্‌তাজ।"

১১৭। তিনি বলেন–

আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত ওয়াদা করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে একেবারে একিনী। আর মানুষ স্বকীয় বিবেক-বুদ্ধি, বুঝ-ব্যবস্থা ও অভিজ্ঞতার আলোতে যাহা কিছু চিন্তা করে ও যে সমস্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ঐ সমস্ত শুধু সম্ভাব্য ও কাল্পনিক কথা মাত্র। কিন্তু আজকালকার সাধারণ অবস্থা এই যে, লোক নিজের কাল্পনিক পরিকল্পনা নিজের প্রস্তাবিত উপায় সমূহ (অছায়েল ও আছবাব) ও নিজের চিন্তাপ্রসূত ব্যবস্থাবলীর উপর বিশ্বাস ও ভরসা করিয়া সেই অনুসারে যেই পরিমাণ কষ্ট ও ছেষ্টা করিয়া থাকে, আল্লাহর ওয়াদা সমূহের শর্তাবলী পূর্ণ করিয়া ঐ সমস্ত পাওয়ার যোগ্য হওয়ার জন্য সেই পরিমাণ করে না। যদ্দারা বুঝা যায় যে, নিজের খেয়ালী আছবাবের উপর তাহার যতদূর ভরসা আছে ততদূর আল্লাহর ওয়াদার উপর নাই।

এই অবস্থা শুধু আমাদের সাধারণ লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, বরং সাধারণ ও অসাধারণ (আম ও খাছ) সকলেই (اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ অবশ্য খোদা যাকে চান তিনি ব্যতীত) আল্লাহর ওয়াদাকৃত নিশ্চিত (একীনী) ও আলোকিত (রওশন) পথ ছাড়িয়া স্বকীয় সম্ভাব্য ও কাল্পনিক ব্যবস্থায় ও তদবীরে দিশাহারা হইয়া আটকিয়া আছে। সুতরাং আমাদের এই আন্দোলনের বিশেষ উদ্দেশ্য মুসলমানদের জিন্দেগী হইতে এই উছুলী ও বুনিয়াদী খারাবী দূর করিবার জন্য কোশেশ করা এবং তাঁহাদের জীবন ও চেষ্টা তদবীরকে সম্ভাবনা ও কল্পনার লাইন হইতে সড়াইয়া আল্লাহর ওয়াদাকৃত একীনী রাস্তায় রাখা। পয়গম্বরদের (আঃ) পদ্ধতিও ইহাই ছিল। উহারা নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহর ওয়াদার উপর একীন ও ভরসা করিয়া উহার শর্তাবলী পূর্ণ করিবার জন্য স্বকীয় সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতঃ উহা পাওয়ার যোগ্য হওয়ার জন্য দাওয়াত দিতেন। আল্লাহর ওয়াদার উপর যেইরূপ তোমার একীন ও বিশ্বাস হইবে সেইরূপ তোমার সহিত আল্লাহর ব্যবহার (মোয়ামেলা) হইবে–

انا عند ظن عبدى بى

"আমি আমার বান্দার সহিত এইরূপ ব্যবহার করি যেইরূপ সে আমার উপর বিশ্বাস করে।" (ইহা হাদীছে কুদ্‌ছী।)

১১৮। তিনি বলেন–

এই রাস্তায় কাজ করিবার ছহীহ তরতীব ইহাই যে, যখন কোন কদম উঠাইতে হয় যথা তবলীগের জন্য যাইতে হয় অথবা তবলীগী জমায়াত কোথাও পাঠাইতে হয় অথবা সংশয় সন্দেহ পোষণকারী কোন ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহ নিশ্চিত ও শান্ত করিবার জন্য তাহার সহিত কথা বলিবার এরাদা হয় তখন সর্বপ্রথম নিজের অযোগ্যতা, শক্তিহীনতা ও সহায় সম্বলহীন হওয়ার কল্পনা

নোট ঃ

হযরত মওলানার এই মলফুজাত সংক্ষিপ্ত ভাষায় ছিল। সাধারণ পাঠকের জন্য ইহা মুশকিল হইত; অধীন সঙ্কলনকারী কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ হযরতের মতলবকে নিজের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে। ধরিয়া লউন যে, এই মলফুজাতের আলফাজ বা শব্দের দায়িত্ব বিশেষভাবে এই অধীনের, যদিও অন্যান্য মলফুজাতেও ব্যাখ্যা ও সহজ করিবার জন্য লিখিবার সময় আংশিক রদ-বদল করা হইয়াছে। কিন্তু প্রায় সবই ঠিক রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে।

করতঃ আল্লাহকে হাজির নাজির ও সর্বশক্তিমান বলিয়া একীন জানিয়া অনুনয় বিনয় ও কান্না-কাটি করিয়া তাঁহার নিকট আরজ করিবে–

"হে খোদা! তুমি বহুবার বিনা আছবাবে শুধু স্বকীয় শক্তির দ্বারা অনেক বড় বড় কাজ করিয়া দিয়াছ। হে আল্লাহ! তুমি কেবলমাত্র নিজের কুদরতের দ্বারা বনি ইসরাইলের জন্য সমুদ্রের মধ্যেও রাস্তা পয়দা করিয় দিয়াছিলে। হযরত ইব্রাহিমের (আঃ) জন্য আপন কুদরত ও রহমত দ্বারাই আগুনকে বাগান করিয়া দিয়াছিলে। আয় আল্লাহ! তুমি নিজে হীন হইতে হীন সৃষ্ট জীব দ্বারাও বড় বড় কাজ লইয়াছিলে। আবাবিল পক্ষী দ্বারা আবরাহার হাতীওয়ালা লস্করকে ধ্বংস করাইয়াছিলে ও নিজের ঘরের হেফাজত করাইয়াছিলে। আরবের উট পালক উম্মিদের দ্বারা তোমার সত্য দ্বীনকে সমস্ত দুনিয়ায় চমকাইয়া দিয়াছিলে ও রোমান ও পারশ্য সাম্রাজ্যকে টুক্‌রা টুক্‌রা করাইয়াছিলে। কাজেই আয় আল্লাহ! তোমার সেই পুরাতন ছুন্নতানুসারে আমার মত নিষ্কর্মা নিষ্ক্রিয় সহায় সম্বল ও শক্তিহীন বান্দা হইতেও কাজ লও। আর আমি তোমার দ্বীনের যে কাজের এরাদা করিতেছি তাহার জন্য যে পদ্ধতি তোমার নিকট ছহীহ ও নির্ভুল উহা আমাকে দেখাইয়া দাও। আর যে সমস্ত আছবাবের জরুরত হয় তাহা শুধু তোমার কুদরতের দ্বারা তৈয়ার করিয়া দাও।"

বছ! আল্লাহর নিকট এই দোয়া মাঙ্গিয়া তৎপর কাজে লাগিয়া যাইবে, যেই আছবাব আল্লাহর তরফ হইতে মিলে তাহা কাজে লাগাইবে, আর শুধুমাত্র আল্লাহর সাহায্য ও শক্তির উপর পূর্ণ ভরসা রাখিয়া নিজের কোশেশও জোরেসোরে করিতে থাকিবে ও ওয়াদা পূর্ণ করিবার জন্যও দোয়া করিতে থাকিবে।

كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ *

"মুমিনদের সাহায্য করা আমার কর্তব্য।"

কোরআনের এই ওয়াদার প্রতি ইশারা করা হইয়াছে; বরং আল্লাহর সাহায্যকে আসল বুঝিবে আর নিজের কোশেশকে তাঁহার জন্য শর্ত ও পর্দ্দ বলিয়া মনে করিবে।

১১৯। তিনি বলেন–

নিজে কাজ করার চেয়ে অন্যকে এই কাজে লাগাইবার জন্য অধিক মনোনিবেশ ও মেহনত করা চাই। শয়তান যখন কাহারও সম্বন্ধে ইহা বুঝিয়া

লয় যে, সে তো এই কাজে লাগিয়া গিয়াছে, আমি চেষ্টা করিলেও বিরত হইবে না তখন তাঁহার এই কোশেশ হয় যে, এই ব্যক্তি খুব ভালমতো লাগিয়া থাকুক, কিন্তু অন্যকে লাগাইবার কোশেশ না করুক। এই জন্য শয়তান ইহার উপর রাজী হইয়া যায় যে, এই ভাল কাজে এই ব্যক্তি এতই মত্ত হইয়া যাক যে অন্যকে এই কাজে লাগাইবার ও দাওয়াত দিবার হুশও যেন তাহার না থাকে। কাজেই শয়তানকে পরাজিত করিবার একমাত্র পন্থা অন্যকে এই কাজের জন্য উঠাইবার, এই কাজ শিখাইবার ও এই কাজে লাগাইবার জন্য বেশী মাত্রায় মনোযোগ দেওয়া। আর ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার ও সৎকাজ দেখাইয়া দেওয়ার পুরস্কার ও পারিশ্রমিকের যে সমস্ত ওয়াদা কোরআন হাদীছে দেওয়া হইয়াছে তাহার উপর খেয়াল ধ্যান ও একীন করিয়া ও ইহাকে নিজের উন্নতির ও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সবচেয়ে বড় অছিলা মনে করিয়া ইহার জন্য চেষ্টা ও কষ্ট করিয়া যাইতে হইবে।

১২০। দ্বীনের কাজে এক জায়গায় থামিয়া থাকা যায় না। হয়ত উন্নতি হইবে অথবা অবনতি হইবে। ইহার উদাহরণ এইরূপ বুঝ, যখনই পানি ও হাওয়া বাগানের অনুকূল হয় তখন উহাও সজীবতায় উন্নতি লাভ করিতে থাকে, আবার যখন মওছুম প্রতিকূল হয় ও পানি না পায় তখন ইহা হয় না যে, সেই সরসতা, সজীবতা নিজ জায়গায় থাকিয়া যায়, বরং তাহাতে অবনতি আরম্ভ হয়। এই অবস্থা মানুষের দ্বীনেরও হইয়া থাকে।

১২১। তিনি বলেন–

লোকদিগকে দ্বীনের দিকে আনিবার ও দ্বীনের কাজে লাগাইবার তদবীর সমুহ চিন্তা করিতে থাক (যেমন দুনিয়াদার লোকেরা নিজের দুনিয়াবী মকছুদ সমূহের জন্য বিভিন্ন প্রকারের তদবীর চিন্তা করিয়া থাকে।) আর যাহাকে যেই উপায়ে আকৃষ্ট করিতে পার তাহার জন্য সেই উপায়ে চেষ্টা কর।

وَ اتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا

"ঘর সমূহে উহাদের দরজা সমূহ দিয়া আস।" অর্থাৎ নিয়মিত কাজ কর।

১২২। তিনি বলেন–

তবীয়ত (মানুষের স্বভাব) নিরাশার দিকে সহসা চলে, কেননা নিরাশ হইয়া যাওয়ার পর মানুষ নিজকে আমলের জিম্মাদার বলিয়া মনে করে না। তৎপর

তাহাকে আর কিছুই করিতে হয় না। খুব ভালমতো বুঝিয়া লও। ইহা শয়তান ও নফছের বড় একটা ধোকা।

১২৩। তিনি বলেন–

আছবাবের অল্পতার উপর দৃষ্টি করিয়া নিরাশ হইয়া গেলে বুঝা যায় যে, তুমি আছবাব পূঁজারী ও আল্লাহর ওয়াদাসমূহের উপর ও তাহার অদৃশ্য শক্তির উপর তোমার একীন খুবই কম। আল্লাহর উপর ভরসা ও হিম্মত করিয়া উঠ; তাহা হইলে আল্লাহই আছবাব যোগাড় করিয়া দিবেন। অন্যথায় মানুষ কি করিতে পারে? কিন্তু হিম্মত ও নিজের সাধ্যমত চেষ্টা ও কষ্ট করা শর্ত।

অষ্টম কিস্তি

আল্-ফোরকানের ১৩৬৫ হিঃ জোমাদাল-উলা ও ছানী

১২৪। যে সমস্ত লোক ব্যক্তিগত মোয়ামেলায় বা সমষ্টিগত জীবনে ইউরোপের খৃষ্টান কওমদের আচার পদ্ধতির অনুসরণ করিতেছে ও ইহাকে এই যুগে ছহীহ কার্য পদ্ধতি বলিয়া মনে করিতেছে। উহাদের চালচলনের প্রতি দুঃখ ও আফছোছ প্রকাশ করিয়া তিনি এক বৈঠকে বলেন–

"একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, যেই কওমের আসমানী ওলুমের (অর্থাৎ হজরত মছিহ্র আনীত ওলুম) চেরাগ ওলূমে মুহাম্মদীর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (কুরআন ও ছুন্নার) সামনে নিভিয়া গেল; বরং আল্লাহর তরফ হইতে 'মনছুখ' বলিয়া সাব্যস্থ হইল ও প্রত্যকভাবে তাহা হইতে আলো সংগ্রহ করা পরিষ্কারভাবে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া গেল সেই কওমের মনগড়া আজে-বাজে কথা সমূহকে (অর্থাৎ ঐ সমস্ত ইউরোপিয়ান খৃষ্টান কওমের মনগড়া কথাকে) কুরআন ও ছুন্নার বাহক এই উম্মতে মুহাম্মদীয়ার (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পছন্দ করিয়া লওয়া ও উহাকে ছহীহ্ কার্যপদ্ধতি বলিয়া মনে করা আল্লাহর নিকট কত দূর খারাপ ও কি পরিমাণ গজব আনয়নকারী হইবে? আকলের দিক হইতে দেখিতে গেলেও মুহম্মদী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অহী (ঐশীবাণী) সংরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও (যাহাতে জীবনে যাবতীয় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত শাখা সমূহ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিধি নিষেধ বিদ্যমান আছে) খৃষ্টান কওমদের আচারপদ্ধতির অনুসরণ করিতে যাওয়া কত বড় ভুল কথা। ইহা কি মুহাম্মদী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওলূমের মস্ত বড় বে-কদরী নহে?

১২৫। তিনি বলেন–

আমরা যে দ্বীনি কাজের দাওয়াত দিতেছি বাহ্যতঃ তাহা অতি সাদাসিদা কাজ কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা অতি সূক্ষ্ম কাজ; কেননা এখানে শুধু করা ও করানই নহে; বরং নিজের সাধ্যমত করিয়া স্বকীয় শক্তিহীনতার একীন ও আল্লাহ পাকের শক্তি ও সাহায্যের উপর ভরসা পয়দা করা। আল্লাহর আদত এই যে, যদি আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করিয়া আমরা আমাদের সাধ্যমত কোশেশ করি তাহা হইলে আল্লাহ পাক আমাদের কোশেশ ও নড়াচড়ার মধ্যে

নিজের সাহায্যকে শামিল করিয়া দেন।

وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ

"আর তিনি তোমাদের মধ্যে (তাঁহার) শক্তি যোগ করিয়া দেন।"

কোরআন মজিদের এই আয়াতে এদিকে ইশারা করা হইয়াছে। নিজকে একেবারে বেকার মনে করিয়া বসিয়া থাকা 'জবরিয়াত' আর শুধু নিজের শক্তির উপর ভরসা করা 'কাদরিয়াত' (এই দুইটিই ভুল পথ)। প্রকৃত ইসলাম এই দুইয়ের মধ্যখানে অর্থাৎ চেষ্টা ও কোশেশ করিবার আল্লাহ পাক যে সামান্য শক্তি ও যোগ্যতা আমাদিগকে দান করিয়াছেন উহাকে পূর্ণভাবে আল্লাহর আদেশ পালনার্থে আমরা লাগাইয়া দেই ও উহাতে কোন কমী (শিথিলতা ও অলসতা) না করি; কিন্তু ফলাফল পয়দা করিতে নিজকে একেবারে শক্তি সামর্থহীন বলিয়া একীন করি ও কেবলমাত্র আল্লাহ পাকের সাহায্যের উপর ভরসা করি ও শুধুমাত্র ইহাই কার্যকারক বলিয়া বুঝিয়া লই।

তিনি বলেন– "নবী আলাইহিস্ সালামের দৃষ্টান্ত হইতে ইহার পূর্ণ বিবরণ জানিতে পারা যায়, মুসলমানদিগকে আমার দাওয়াতও শুধু ইহাই।"

১২৬। তিনি বলেন–

আমি চাই যে, এখন মেওয়াতে ফরায়েজ (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভাগ করিবার শরয়ী পদ্ধতি) জীবিত ও প্রচলিত করিবার প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া হউক। এখন যে সমস্ত তবলীগী জমায়াত মেওয়াতে যাইবে তাহারা যেন ফরায়েজের পরিচ্ছেদের পুরস্কার (ওয়াদা) ও তিরস্কারগুলি (অয়ীদ) খুব ভাল করিয়া ইয়াদ করিয়া যান।"

১২৭। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন–

আমল কম হইলে চিরকাল দোজখে থাকিতে হইবে না; বরং একীন না থাকিলে ও মিথ্যা জানিলে চিরস্থায়ী দোজখী হইবে।

১২৮। তিনি বলেন–

প্রত্যেক কাজের শেষ অংশ নিজের কছুরী স্বীকার ও কাজ কবুল না হওয়ার ভয় হওয়া চাই। (অর্থাৎ প্রত্যেক নেক কাজকে নিজের দিক হইতে উত্তম হইতে উত্তম রূপে আদায় করিবার কোশেশ করিবে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও উহা শেষ করিবার সময় এই অনুভূতি হওয়া চাই যে, যেই রূপ আল্লাহ পাকের হক ছিল ও যেরূপ

করা উচিত ছিল সেইরূপ হইতে পারে নাই। এজন্য অন্তরে এই ভয় ও সংশয় হওয়া চাই যে, আমার এই আমল নাকেছ (অসম্পূর্ণ) ও খারাপ হওয়ার দরুণ অগ্রাহ্য হইয়া কেয়ামতের দিন আমার মুখের উপর নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। তৎপর এই অনুভূতি, ভয় ও সংশয়ের কারণে আল্লাহর সামনে কাঁদিবে ও বার বার ক্ষমা চাহিবে।

১২৯। তিনি বলেন–

এ'তেকাদাত (বিশ্বাস সমূহ) সম্বন্ধেও উছুল (মূলনীতি) এই যে, নিজের তরফ হইতে এ'তেকাদকে শক্ত ও মজবুতভাবে রাখিবার পূর্ণ কোশেশ করিবে। আর ইহার বিপরীত খেয়ালও অন্তরে আসিতে দিবে না; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভয় করিতে থাকিবে, যথাযোগ্য একীন আমার হাছিল আছে কিনা?

তিনি বলেন– ছহীহ বোখারী শরীফে এবনে-আবি-মলিকা তাবেয়ী হইতে যে হাদীছ নকল করা হইয়াছে–

لقيت ثلاثين من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق

"আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৩০ জন ছাহাবীর সহিত সাক্ষাত করিয়াছি, তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজের উপর নেফাকের ভয় করিতেন।" উহার সারমর্মও ইহাই।

তিনি বলেন– এ'তেকাদ ও একীনের জরুরত এই জন্যও আছে যে, আল্লাহ ও রাসূল যাহা কিছু ফরমাইয়াছেন অন্তরের অন্তস্থল হইতে ভয়, ভীতি সম্মান সম্প্রীতির সহিত তাহা কবুল করিবে। এই অবস্থায় আমলও হইবে, আমলের মধ্যে প্রাণও হইবে।

১৩০। এক দ্বীনি মাদ্রাসার এক বিখ্যাত ওস্তাদের উল্লেখ করিয়া **তিনি বলেন**–

আমি তাহাকে বলিলাম, "আল্লাহর দৃষ্টি হইতে আপনাদের পড়িয়া যাওয়ার ও ইহার ফল স্বরূপ দুনিয়াদারদের দৃষ্টি হইতেও পড়িয়া যাওয়ার এক বিশেষ কারণ ইহা যে, আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যস্থতায় যে সম্বন্ধ আছে তাহার সম্মান আপনাদের নিকট বাকী নাই; দুনিয়াদারী ও জরবাদী সম্বন্ধের চাপ আপনারা বেশী কবুল করেন। দেখুন, আমার ও আপনার সম্বন্ধে শুধু আল্লাহ ও রাসূলের জন্য; আমি আপনাকে দাওয়াত দিয়াছি, কিন্তু আপনি আসেন নাই। কিন্তু

অমুকের এক চিঠি আপনার নিকট যাওয়াতে আসিয়াছেন, (অথচ তাহার মধ্যে মাত্র ইহা বেশী যে, তিনি ধনী, তাহার নিকট হইতে ও তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা চাঁদা বেশী পাওয়ার আশা আছে)। আমাদের বুনিয়াদী বিমার আল্লাহ ও রাসূলের সম্বন্ধে তাহাদের তরফ হইতে কথা বলিলে তাহা না শুনা ও না মানা।

এ সম্বন্ধে আরও বলেন– আমি এখন মেওয়াতে এই কথা পয়দা করিতে চাই যে, তাহারা যেন নিজেদের ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা আল্লাহ ও রাসূলের সম্বন্ধ সম্পন্ন লোকের দ্বারা শরীয়াত মত করে; আর তাহাদের অনুভূতি ও আকর্ষণ ইহা হয় যে, আল্লাহ ও রাসূলের সহিত সম্পর্কিত লোকের মীমাংসা দ্বারা অর্ধেক পাইলেও তাহাতে আগাগোড়া রহমত ও বরকত আছে; আর শরীয়ত বিরেধী মীমাংসাকারী পুরা দিয়া দিলেও তাহাতে আগাগোড়া আপদ ও বে-বরকত।

তিনি বলেন– কোরআন মজীদের এই আয়াত–

فلا و ربك لا يومنوان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما *

"কাজেই না, খোদার কসম কখনই ঈমানদার হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের ঝগড়া বিবাদে তোমাকে হাকিম না করে, তৎপর তুমি যাহা মীমাংসা করিবে তাহাতে তাহাদের মনে কোন সঙ্কীর্ণতা না পায় ও বিনা বাক্যে মানিয়া নেয়।

আয়াতের দাবীও ইহাই। কিন্তু ইহা এক দিনে পয়দা হইতে পারে না; বরং ইহার ছুরত এই যে, প্রথম উহাদের মধ্যে আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মানিবার ও শরীয়তের আদেশাবলীর অনুসরণ করিবার বাসনা পয়দা করিতে হইবে ও তাহাদের স্বভাবের উপর ইহাকে জয়ী করিতে হইবে। তৎপর হেকমতের সহিত আস্তে আস্তে ইহা তাহাদের মধ্যে পয়দা করিতে হইবে যে, আল্লাহ ও রাসূলকে মানিবার কার্যকরী ছুরত ইহাই যে, আল্লাহ ও রাসূলের সহিত ছহীহ্‌ভাবে সম্পর্কিত লোকেরা দ্বীনের যেই সমস্ত কথা বলিবে তাহা গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে সম্মানের সহিত মানিবে ও স্ফূর্তির সহিত তন্মধ্যে আমল করিবে। ইহাই জিন্দেগীর দিক পরিবর্তন করিয়া দিবে।

১৩১। তিনি বলেন–

আমার নিকট হাকীকী (প্রকৃত) দ্বীন এই বিশ্বজগতের আছবাবকে আল্লাহ পাকের গুপ্ত আদেশের পর্দা বলিয়া মনে করা এবং ইহার একিন করা যে, এই

পর্দার আড়ালে আসল কর্মকর্তা আর কেহ আছেন এবং তাহারই কর্ম ও আদেশই হাকীকী ছবর (কারণ) যেন বাহিরের আছবাবের (স্থলে) পরিবর্তে আল্লাহ পাকের গায়েবী (অদৃশ্য) আদেশকেই আসল ছবব বলিয়া মনে করা হয়। (তৎপর জাহেরী আছবাবে কোশেশ করা হইতে বেশী কোশেশ আল্লাহকে রাজী করিবার জন্য করতঃ তাহা দ্বারা পূর্ণ করাইয়া লওয়া হয়।)

তিনি বলেন– কোরআন মজীদেরঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাহার জন্য (যে, কোন মুশকিল হইতে বাহির হইবার) রাস্তা করিয়া দেন; আর তাহার ধারণা ও কল্পনার অতীত রাস্তা দিয়া তাহাকে রিজিক দিয়া থাকেন।" এই আয়াতে গভীরভাবে চিন্তা কর।

১৩২। পাঞ্জাবের এক দ্বীনদার মুসলমানের উল্লেখ করিয়া **তিনি বলেন**– তিনি যখন সর্বপ্রথম এখানে আসেন তখন ঘটনাচক্রে আমি এব্‌নে মাজা শরীফের ছবক পড়াইতেছিলাম। তিনি ছালাম করিলেন, কিন্তু আমি হাদিছের দরছে ব্যস্ত থাকায় ছালামের জওয়াবও দিলাম না। তৎপর তিনি তথায় বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর (ছবকের মধ্যেই) তিনি বলিলেন, "আমি অমুক জায়গা হইতে আসিয়াছি।" আমি ইহার কোন উত্তর দিলাম না। অল্পক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন আমি তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কেন আসিয়াছিলেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "জেয়ারতের জন্য।" আমি বলিলাম, "যেই জেয়ারতের জন্য হাদীছ সমূহে উৎসাহিত করা হইয়াছে ও ফজিলত আসিয়াছে উহা কেবল কাহারও চেহারা দেখা নহে; ইহা তো কাহারও ফটো দেখার মত হইল; শরয়ী জেয়ারতের অর্থ এই যে, তাহার নিকট কথা জিজ্ঞাসা করা ও শুনা। আপনি তো আপনার কথাও কিছু বলিলেন না আর আমার কথাও কিছু শুনিলেন না।" তিনি বলিলেন, "আমি কি থাকিয়া যাইব?" আমি বলিলাম, "নিশ্চয়।" কাজেই তিনি থাকিয়া গেলেন।

তৎপর তিনি যখন আমার কথা কিছু শুনিলেন ও বুঝিলেন এবং এখানকার কাজকর্ম দেখিলেন তখন তাহার বড় ভাইকে ডাকাইলেন। যদি আমি ঐ সময় ঐভাবে তাহার সহিত কিছু কথাবার্তা বলিতাম তাহা হইলে যাহাকিছু পরে হইল তাহার কিছুই হইত না। আর তিনি শুধুমাত্র জেয়ারত করিয়াই চলিয়া যাইতেন।

তিনি বলেন– সময়ের পরিবর্তে দ্বীনি পরিভাষাও পরিবর্তিত হইয়াছে।

উহার রূহ বাহির হইয়া গিয়াছে। মুসলমানের সহিত মুসলমানের মিলনের ফজিলত মিলনে দ্বীনের কথাবার্তা হয় বলিয়াই হইয়াছে; যেই মিলনে দ্বীনের জিকির ফিকির হয় না তাহা প্রাণহীন।

১৩৩। তিনি বলেন–

আমার নিকট সংশোধনের তরতীব এইরূপঃ (কলেমায়ে তৈয়েবার দ্বারা ঈমানী অঙ্গিকার তাজা করিবার পর) সর্বাগ্রে নামাজ ঠিক ও পরিপূর্ণ করার ফিকির করা চাই। নামাজের বরকতেই বাকী পূর্ণ জিন্দেগীকে ঠিক হওয়ার চিরস্থায়ী ফোয়ারা– নামাজ ছহীহ ও পরিপূর্ণ হইলেই অবশিষ্ট জীবনে যোগ্যতা ও পরিপূর্ণতা (কামাল) আপন হইতেই আসিবে। (এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিবার জন্য মাওলানা মনজুর নো'মানীর 'নামাজ' নামক রেছালা দেখুন)।

১৩৪। তিনি বলেন–

আমাদের এই দ্বীনি দাওয়াতের সমস্ত কর্মীদেরকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া চাই যে, তবলীগী জময়াতগুলি বাহির হইবার উদ্দেশ্য শুধু অন্যকে পৌঁছাইয়া দেওয়া ও হেদায়েত করা নহে; বরং এই উপায়ে নিজের (এছলাহ) সংশোধন ও শিক্ষা তালীম তরবিয়তও উদ্দেশ্য বটে। কাজেই বাহিরে থাকা কালে এলম ও জিকিরে মশগুল থাকার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বীনের এলম ও জিকিরের বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতীত বাহির হওয়ার কোনই মূল্য নাই। ইহাও জরুরী যে, এই এলম ও জিকিরে মশগুল থাকাও এই পথের বুজুর্গদের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া তাঁদের নির্দেশাবলী মানিয়া ও তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে হইতে হইবে। পয়গাম্বরদের (তাঁহাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক) তত্ত্বাবধানে এলম ও জিকির আল্লাহর নির্দেশ মত ছিল। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এলম ও জিকিরের তালিম পাইতেন ও হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরাপুরিভাবে তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। এইভাবে প্রত্যেক যুগের লোকেরা নিজেদের বুজুর্গদের নিকট হইতে এলম ও জিকিরের তালিম পাইতেন ও তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে ও নেতৃত্বে পূর্ণ করিতেন। এইরূপে আজও আমরা আমাদের বুজুর্গদের তত্ত্বাবধানের মুখাপেক্ষী (মোহ্তাজ)। অন্যথায় শয়তানের জালে আটকাইয়া যাইবার বড়ই সম্ভাবনা আছে।

নবম কিস্তি

১৩৬৬ হিজরীর জমাদাল উলা ও জমাদাচ্ছানী আল-ফোরকানে প্রকাশিত

১৩৫। তিনি বলেন–

আমাদের এই তবলীগী আন্দোলন দ্বীনি তা'লীম ও তরবীয়ত বিস্তার করিবার ও দ্বীনি জিন্দেগী প্রচার করিবার আন্দোলন। ইহার যে সমস্ত ওছুল আছে উহাদের যথাযথ পালনের মধ্যেই ইহার কৃতকার্যতার ভেদ (গুরুতত্ত্ব) নিহিত আছে। এই ওছুল সমূহের মধ্যে এক ওছুল এই যে, মুসলমানের মধ্যে যে শ্রেণীর যে হক আল্লাহ পাক নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন (রাখিয়াছেন) তাহা আদায় করতঃ এই দাওয়াতকে তাহাদের সামনে পেশ করিতে হইবে। মুসলমানের মধ্যে তিন শ্রেণী আছেঃ (১) অনুন্নত (দরিদ্র) (২) (উন্নত, ধনী ও সম্মানিত (৩) ওলামায়ে দ্বীন। তাহাদের সকলের সহিত যে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিত হাদীছে একত্রে জমা করা হইয়াছেঃ

من لم يرحم صغيرنا و لم يوقر كبيرنا و لم يبجل علمائنا فليس منا

"যে ব্যক্তি আমাদের ছোটকে রহম (দয়া) করিল না, বড়কে সম্মান করিল না, ওলামাদের ইজ্জত করিল না; সে আমাদের (মুসলমান সম্প্রদায়ের) মধ্যে নহে।"

সুতরাং কওমের মধ্যে যাহারা ছোট তাহাদের হক রহম (দয়া) ও খেদমত (সেবা)। আর যাহারা সম্মানী ও মানী তাঁহাদের হক (সম্মান) এবং ওলামায়ে দ্বীনের হক ইজ্জত আদায় করিয়া তাহাদিগকে এই দাওয়াত দিতে হইবে–

و اتو البيوت من ابوابها

"ঘরগুলিতে দরজাগুলি দিয়া আস"। অর্থাৎ নিয়মমত কাজ কর, অনিয়মে করিও না।

১৩৬। দিল্লীর এক সওদাগর এক তবলীগী জমায়াতের সহিত সিন্ধু হইতে কাজ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সেখানকার কাজের রিপোর্ট (বিবরণ) তাহার নিকট হইতে শুনিয়া হযরত মওলানা বলিলেন– বন্ধুগণ! আমাদের এই কাজ [এছলাহী (সংশোধনী) ও তবলীগী চেষ্টা ও কষ্ট] এক প্রকার যাদু বা

বশীকরণের কাজ (অর্থাৎ যে কেহ ইহাতে লাগিবে ও ইহাকে নিজের ধ্যান ধারণা করিয়া লইবে আল্লাহ পাক তাহার কাজ বানাইতে (করিতে) থাকিবেন)–

من كان لله كان الله له

"যে ব্যক্তি আল্লাহর হইবে আল্লাহ পাক তাহার হইবেন।"

যদি তোমরা আল্লাহর কাজে লাগ তাহা হইলে আছমান জমিন আকাশ বাতাস তোমাদের কাজ করিতে থাকিবে, তোমরা আল্লাহর কাজে ঘর বাড়ী ও কাজ কারবার ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলে এখন তোমাদের কারবারে কত বরকত হইতে থাকিবে– তাহা সচক্ষে দেখিয়া লও। আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য করিয়া যে ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্যের ও রহমতের আশা না রাখে সে ফাছেক ও দুর্ভাগা।

সঙ্কলনকারী বলেন– শেষ বাক্য তিনি এইরূপ জোশে বলেন যে, শ্রোতাদের দিল হেলিয়া গেল।

১৩৭। তিনি বলেন–

আমাদের এই কাজের ছহীহ্ তরতীব তো (শ্রেণী বিভাগ) এই যে, প্রথম নিকটবর্তী এলাকায় যাইতে থাকিবে, নিজের আশেপাশে কাজ করিতে করিতে আগে বাড়িতে থাকিবে। যেমন, এখান হইতে জমায়াত সমূহ প্রথম কর্ণাল, পানিপথ প্রভৃতি জায়গায় যাইবে। তৎপর তথা হইতে পাঞ্জাব ও ভাওয়ালপুরের এলাকায় কাজ করিতে করিতে সিন্দু যাইবে। কিন্তু কখন কখন কর্মীদের মধ্যে দৃঢ়তা, আজম ও দক্ষতা পয়দা করিবার জন্য প্রথমেই দূরে দূরে পাঠাইতে হইবে। এই সময় সিন্দু ও বোম্বাই জমায়াত সমূহ পাঠাইবার উদ্দেশ্যও ইহাই। এই লম্বা লম্বা ছফরের দ্বারা কাজের মহব্বত ও দৃঢ়তা পয়দা হইবে।

১৩৮। তিনি বলেন–

আমাদের এই কাজের বিস্তারের চেয়ে গভীরতা ও দক্ষতা বেশী দরকার; কিন্তু এই কাজের তরিকা (পদ্ধতি) এই প্রকার যে দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্তারও হইতে থাকিবে; কেননা দক্ষতা ইহা ব্যতীত হইবে না; কাজেই শহরে শহরে ও দেশে দেশে এই দাওয়াত লইয়া ফিরিতে হইবে।

১৩৯। এক ভক্তকে (যিনি মওলানার তবলীগী কাজও করিতেন তদুপরি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রবন্ধ লিখা যাহার খাছ পেশা ছিল) এক দিন **তিনি বলেন–**

আমি তখন পর্যন্ত তবলীগ সম্বন্ধে বেশী কিছু লিখা পড়া করা ও লিখা দ্বারা ইহার দাওয়াত দেওয়া পছন্দ করিতাম না, বরং আমি ইহা নিষেধ করিতেছিলাম;

কিন্তু এখন আমি বলি, লিখা হউক, তুমিও খুব লিখ তবে এখানকার অমুক অমুক কর্মীকে আমার এই কথা পৌছাইয়া তাহাদেরও মত লও।

(তদনুসারে কথিত হজরাতকে হজরত মওলানার এই কথা পৌছাইয়া তাঁহাদের পরামর্শ চাওয়া হইলে তাঁহারা বলিলেন, "এ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে কার্যপদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে তাহা এখনও চলুক, আমাদের মতে ইহাই ভাল।"

হযরত মওলানাকে তাহাদের এই মত পৌছান হইলে **তিনি বলেন–**

প্রথম প্রথম আমরা একেবারে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় ছিলাম, কেহই আমাদের কথা শুনিত না। আমাদের কথা কাহারও বুঝেও আসিত না। ঐ সময় ইহা জরুরী ছিল যে, আমরা নিজেরাই চলাফিরা করিয়া লোকদের মধ্যে তলব (আগ্রহ) পয়দা করি ও কার্য দ্বারা আমাদের কথাকে বুঝাই। সেই সময়ে কাগজে লিখিয়া সাধারণভাবে দাওয়াত দেওয়া হইলে লোকে উল্টাপাল্টা বুঝিত ও নিজের বুঝ মতই মত পোষণ করিত এবং কিছু অন্তরে লাগিলে নিজের বুঝ মত কিছু সিদা ও কিছু উল্টা এই কাজ করিতে আরম্ভ করিত। কিন্তু যখন পরিণাম ফল গলত্ ভুল বাহির হইত তখন আমাদের স্কীমকে (পরিকল্পনাকে) অসম্পূর্ণ বলিত। এই জন্যই আমরা লিখা দ্বারা আমাদের দাওয়াত লোকের নিকট পৌছান পছন্দ করিতাম না। কিন্তু আল্লাহ পাকের ফজল করম ও সাহায্যের দ্বারা এখন অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। আমাদের বহু জমায়াত দেশের বিভিন্ন স্থানে বাহির হইয়া কাজের পদ্ধতি দেখাইয়া দিয়াছে। এখন লোক স্বয়ং আমাদের কাজের তালেব হইয়া আমাদের নিকট আসিতেছে। ও আল্লাহ পাক আমাদিগকে এত লোক দিয়াছেন যে, যদি বিভিন্ন জায়গায় তলব পয়দা হয় ও কাজ শিখাইবার জন্য জমায়াতের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে জমায়াত পাঠান যাইতে পারে। এই অবস্থাও প্রাথমিক নিঃস্ব ও নিঃসহায় অবস্থার মত কার্যপদ্ধতির প্রত্যেক কথার উপর জমিয়া থাকা ঠিক নহে। এই জন্য আমি বলিতেছি যে, এখন লিখিতভাবেও দাওয়াত দেওয়া চাই।

১৪০। তিনি বলেন–

তবলীগের কাজে তিন দিন দাও, পাঁচ দিন দাও, সাত দিন দাও– এখন এই সব কথা বলা ত্যাগ কর; শুধু ইহাই বলিবে যে, ইহাই একমাত্র রাস্তা; যে যত করিবে সে তত পাইবে। ইহার কোন সীমা ও শেষ নাই। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ সমস্ত নবীগণের চেয়ে বেশী ও আগে, হযরত আবু

বকর (রাঃ)-এর এক রাত ও এক দিনের কাজ হযরত ওমর (রাঃ) পাইতে পারেন নাই। কাজেই চিন্তা করিয়া দেখুন, ইহার শেষই বা কোথায়? ইহা সোনা ও চান্দির খনি যতই খনন করিবে ততই পাইবে।

১৪১। টাকা পয়সার লোভে ইসলামের শত্রুদের (হাতের ক্রীড়নক সাজিয়া তাহাদের কার্যোদ্ধারের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত মুসলমানদের উল্লেখ করিয়া **তিনি বলেন–**

তোমরা যদি তাহাদের মধ্যে পেট-পরস্তী ও গরজ-পরস্তীর পরিবর্তে খোদা-পরস্তীর প্রেরণা পয়দা করিতে পার তাহা হইলে তাহারা পেট-পরস্তী ও অন্যান্য গরজের জন্য দুশমনদের কার্যোদ্ধারের যন্ত্র কেন হইবে? মনের ভাব ও গতি পরিবর্তন ব্যতীত জীবনের গতি পরিবর্তন করাইবার কোশেশ করা ভুল। ছহীহ তরীকা একমাত্র ইহা যে, মানুষের মনের গতি আল্লাহর দিকে ফিরাইয়া দাও তাহা হইলে তাহাদের পূর্ণ জেন্দেগী আল্লাহর হুকুমের অধীন হইয়া যাইবে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ইহাই মকছুদ ও আমাদের আন্দোলনের ইহাই বুনিয়াদ।

১৪২। একদিন হযরত মওলানা সম্ভবতঃ ইহা বয়ান করিবার জন্য যে, আমাদের এই কাজের বুনিয়াদী উছুল এই যে, লোকের মধ্যে প্রথমে ঈমান অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের কথার উপর হাকীকী একীন ও দ্বীনের কদর পয়দা করিবার জন্য কোশেশ করা; ইহা ব্যতীত দ্বীনের তফছিলী (বিস্তারিত) আহ্কাম পেশ করা ঠিক নহে; বরং ইহা দ্বারা লোকের মধ্যে আরও হটধর্মী পয়দা হইবে।

এক তালেবে এলমের কিচ্ছা এইরূপ বয়ান করেন– কোন ছাত্রকে তাহার বুজুর্গ শিক্ষক এই কথার একীন দিয়া রাখিয়াছিলেন যে, দুনিয়ার মধ্যে সব চেয়ে বেশী দামী জিনিস এলমে দ্বীন। ইহার এক একটি মাছয়ালা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা হইতেও বেশী মূল্যবান।

একদিন ঐ তালেবে এলমের ছেড়া জুতা মেরামত করাইবার জরুরত হইল। সে মুচির নিকট গেল। যখন মজুরীর কথাবার্তা হইল তখন ঐ ছাত্র বলিল, আমি তোমাকে দ্বীনের একটি মাছয়ালা বলিয়া দিব। মুচি প্রথমে ইহাকে কৌতুক বুঝিল। কিন্তু পরে যখন সে বুঝিতে পারিল যে, সে কৌতুক করিয়া বলিতেছে না, তখন সে ছাত্রটিকে তাহার দোকান হইতে উঠাইয়া দিল।

সে নিজের শিক্ষকের নিকট আসিয়া বলিল আপনি তো বলিতেছিলেন যে, দ্বীনের একটি মাছয়ালা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকার চেয়েও বেশী দামের হইয়া থাকে, আর মুচি তাহার পরিবর্তে জুতা মেরামত করিতেও প্রস্তুত নহে।

ঐ বুজুর্গ (যিনি ঐ শহরের বিখ্যাত পীর ও সমস্ত মানুষের নেতা ছিলেন) ঐ ছাত্রকে একটি হীরা দিয়া বলিলেন, তরকারীর বাজারে গিয়া ইহার দাম জিজ্ঞাসা কর। সে প্রথমে এক কুল বিক্রেতার নিকট গিয়া বলিল, এই পাথরটি তুমি কি মূল্যে লইবে? সে উত্তর দিল, "ইহা আমার কোন্ কাজে আসিবে? ছটাকও তো হইবে না যে, ইহাকে ছটাকী বানাইয়া লইব? যদি তুমি অগত্যা দিতে চাও-তাহা হইলে পাঁচটি কুল ইহার পরিবর্তে দিব। আমার ছেলেরা ইহা দ্বারা খেলা-ধুলা করিবে। ইহার পর অন্য একটি কুল বিক্রেতার সহিত সেই ছাত্র কথা বলিল; সেও উত্তর দিল, "ইহা আমার কোন কাজে আসিবে না।"

ছাত্রটি স্বীয় শিক্ষকের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সেখানে তো ইহাকে বেকার বলা হইল। এক কুল বিক্রেতা কোন প্রকারে পাঁচটি কুল দিয়া লইতে স্বীকার করিল। শিক্ষক বলিলেন, এখন ইহাকে লইয়া জওহরীর বাজারে যাও ও তথায় দাম জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, কিন্তু কাহাকেও দিও না।

সে চলিয়া গেল ও এক জওহরীর দোকানে গিয়া ঐ হীরা দেখাইল। দোকানদার প্রথমে ছাত্রের চেহারা দেখিয়া তাহাকে চোর বলিয়া মনে করিল। কিন্তু যখন জানিতে পারিল যে, সে অমুক বুজুর্গের প্রেরিত লোক তখন বলিল, এই হীরা আমি কিনিতে পারিব না। ইহা কোন বাদশাহ খরিদ করিতে পারেন।

সে ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় শিক্ষককে এই খবর দিল। তিনি বলিলেন, যেই প্রকারে কুল বিক্রেতা এই হীরার মূল্য জানিত না বলিয়া এক পয়সা দ্বারাও ইহা লইতে রাজী ছিল না তেমনি ঐ মুচিও দ্বীনের মাছায়েলের কি মূল্য তাহা জানিত না। ভুল তোমারই, যে মূল্য জানে না তাহাকে মূল্য জানে বলিয়া বুঝিয়াছিলে।

তৎপর এই সম্বন্ধে দ্বীনের মূল্য জানে এমন এক বাদশার ঘটনা এইরূপে বয়ান করিলেন– এক দ্বীনদার ও দ্বীনের মূল্য জানে তেমন এক দ্বীনদার ও দ্বীনের মূল্য জানে তেমন এক বাদশাহ তাঁহার ছেলেকে এক মৌলবী ছাহেবকে সোপর্দ করিয়া বলিলেন, "ইহাকে দ্বীনের এলম শিক্ষা দেন।" কিন্তু ঐ ছেলে বড় বেশী বোকা ছিল। মৌলবী ছাহেব বার বার বাদশাহকে খবর দিলেন যে, এই ছেলে পড়ার উপযুক্ত নয়। কিন্তু বাদশাহর হুকুম এই আসিতেছিল যে, ইহার কোন পরওয়া করিবেন না। সে যদি তাহার বোকামীর দরুণ পড়া ধরিতে না পারে তাহা হইলেও পড়ার নেছাব শেষ করাইয়া দেন। কাজেই উপরিই পড়া হইতে লাগিল। যখন উপরি উপরি নেছাব পূরা হইল তখন বাদশাহ বড় ধুমধাম করিয়া খুশির আয়োজন করিলেন ও ছেলেকে বলিলেন, "দ্বীনের কোন কথা বয়ান কর।" সে বলিল, "আমার কিছুই মনে নাই।" বাদশাহ বলিলেন, "যে কোনও

মাছায়েল তোমার মনে আছে তাহাই বয়ান কর।" ছেলেটি ঐ সময় হায়েজের একটি মাছায়েল বয়ান করিল। বাদশাহ সভা সমক্ষে বলিলেন, আমার সব সম্পত্তি, বাদশাহী খরচ করিয়াও যদি তোমার এই একটি মাছয়ালাই জানা হইত তাহা হইলেও লাভই লাভ ছিল।"

ভাইগণ! মানুষকে দ্বীনের কাজ করাইবার জন্য প্রথমে তাহাদের মধ্যে হাকীকী ঈমান, আখেরাতের ধ্যান ও দ্বীনের কদর পয়দা কর। আল্লাহর দান বহুত, কিন্তু তাঁহার গায়রাতও আছে, তিনি যাহারা কদর করে না তাহাদিগকে দেন না। তোমরাও দ্বীনকে তোমাদের বুজুর্গগণ হইতে কদরের সহিত লও; আর এই কদরের তাকাজা এই যে, তাঁহাদিগকে নিজের অতি বড় মুহছেন (উপকারক) বলিয়া মনে করিবে ও প্রাণপণে পূর্ণ মাত্রায় তাঁহাদের ইজ্জত ও সম্মান করিবে। ইহাই এই হাদীছের উদ্দেশ্য যাহাতে বলা হইয়াছে–

من لم يشكر الناس لم يشكر الله

"যে ব্যক্তি নিজের উপকারীদের শোকর আদায় করে না সে আল্লাহর শোকরও আদায় করে না।"

১৪৩। এ সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন–

স্বাধীনভাবে ও নিজের মনমত না চলা বরং নিজকে ঐ সমস্ত বুজুর্গদের পরামর্শের অধীন রাখা যাহাদের উপর সর্বজন মান্য ও স্বীকৃত বুজুর্গেরা আল্লাহওয়ালা বলিয়া আস্তা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন– এই ছিলছিলার এক ওছুল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ছাহাবায়ে কেরামদেরও সাধারণ মাপকাঠি ইহাই ছিল যে, তাহারা ঐ সমস্ত বড়দের উপর আস্থা স্থাপন করিতেন যাহাদের উপর হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে আস্তা রাখিতেন। তৎপর যাহাদের উপর হজরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) আস্তা রাখিতেন তাঁহারাই অধিকতর আস্থার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন। দ্বীনের কাজে আস্থা স্থাপনের জন্য সবিশেষ হুসিয়ারীর সহিত নির্বাচন করা দরকার, অন্যথায় ভীষণ ভুল পথে যাওয়ারও ভয় আছে।

১৪৪। তিনি বলেন–

আকবরের গোমরাহীর বিশেষ কারণ এই ছিল যে, তিনি প্রথম প্রথম ওলামার উপর অত্যাধিক আস্থা স্থাপন করিয়া ছিলেন। এমন কি নিজে যাবতীয় ক্ষমতা ওলামা সভার হাতে দিয়াছিলেন; কিন্তু ওলামা নির্বাচন করিবার ক্ষমতা ও যোগ্যতা তাহার ছিল না, ফল এই দাঁড়াইল যে, দুনিয়া-প্রার্থী প্রতিযোগীদের

জমঘটার আসর জমিয়াছিল। আকবর যখন তাহাদের অসদিচ্ছা; সুবিধা ও সুযোগ শিকারের ও দুনিয়া-লিপ্সার হাবভাব জানিতে পারিলেন তখন তিনি ওলামা হইতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া গেলেন। তৎপর ঘটনা এতদূর পর্যন্ত গড়াইল যে, তিনি ওলামা হইতে একেবারেই সরিয়া পড়িলেন ও হিন্দু ধর্মের পুরুহিতগণ তাঁহার উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিল। তৎপর ইসলামের পরিবর্তে দ্বীনে এলাহীর সূচনা হইল।

(ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দেদে আলফে ছানীও তাঁহার কোন কোন 'পত্রে' ঠিক এই কথাই বর্ণনা করিয়াছেন ও ওলামায়ে দুনিয়াকে তাঁহার গুমরাহীর কারণ বলিয়া বয়ান করিয়াছেন। –সঙ্কলনকারী)

১৪৫। তিনি বলেন–

আমার এই রোগ ও দুর্বলতার কারণে ওলামা ও চিকিৎসকদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অভিমত এই যে, আমি কথাবার্তা একেবারে বন্ধ করিয়া দেই; এমনকি ছালাম ও মুছাফাহ্ পর্যন্ত না করি; কিন্তু আমি এই সর্বসম্মত ফায়ছেলাকে শুধু এই দ্বীনি ফরিজা (এছলাহ ও তবলীগ সংস্কার ও প্রচার) জিন্দা করিবার জন্য অমান্য করিয়া থাকি; কারণ আমি ইহা জানি যে, আমি যদি ইহা না করি তাহা হইলে এই ফরিজা এখন জিন্দা হইতে পারিবে না। ছুরায়ে তওবার এই আয়াত হইতে আমি ইহা বুঝিয়াছি–

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ وَ لَا يَرْغَبُوْا بِأَنْفُسِهِمْ

মদীনাবাসী ও আশেপাশের বেদুঈনদের জন্য রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) পশ্চাতে ঘরে বসিয়া থাকা ও তাহার জীবনকে ছাড়িয়া নিজের জীবন বাঁচান উচিত নহে।"

এই আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, যদি কোন সময় দ্বীনের কাজ কতক লোকের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে তাহাদের প্রাণের পরওয়া করা জায়েজ নহে।

১৪৬। সাধারণতঃ কর্মীরা বড় লোক ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের পিছে পড়িয়া থাকে। আল্লাহর গরীব ও নিঃসহায় লোকেরা নিজে নিজে আসিলেও তাহাদের প্রতি মনোযোগ দেয় না। ইহা মাল ও ক্ষমতার পূজা। ভাল করিয়া বুঝিয়া লও; যাহারা নিজে নিজে আসিয়াছে তাহারা আল্লাহর দান ও তাহারাই প্রেরিত; আর

যাহাদের পিছে পড়িয়া তুমি তাহাদিগকে আনিয়াছ তাহারা তোমার উপার্জিত। যাহা আল্লাহর খালেছ দান তাহার কদর নিজের উপার্জিত হইতে বেশী হওয়া চাই। যেই সমস্ত দুরবস্থাপন্ন গরীব মেওয়াতী এখানে পড়িয়া থাকে তাহাদের কদর কর।

একবার চিন্তা করিয়া দেখ, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিয়াছিলেন–

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَ اَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَ احْشُرْنِىْ فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ

"আয় আল্লাহ! আমাকে মিছকিনী অবস্থায় জীবিত রাখ, মিছকিনী অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং মিছকিনদের জমায়াতের মধ্যে আমাকে উঠাও।

১৪৭। তিনি বলেন–

হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ) এই যুগের কুতুবে এরসাদ ও মুজাদ্দেদ ছিলেন। কিন্তু মুজাদ্দেদের জন্য ইহা জরুরী নহে যে, তাজ্‌দিদের সমস্ত কাজ তাহার হাতে জাহের হয়, এবং তাঁহার লোকের দ্বারা যে সমস্ত কাজ হয় তাহাও গৌণভাবে তাহারই কাজ। যেমন– খুলাফায়ে রাশেদিনের বিশেষ করিয়া শেখাইনের কাজ। প্রকৃত প্রস্তাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ।

১৪৮। তিনি বলেন–

দ্বীনের নেয়ামত যাঁহাদের মধ্যস্থতায় আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে তাঁহাদের শোকরিয়া আদায় না করা, তাঁহাদের বুজুর্গী স্বীকার না করা ও তাঁহাদের মহব্বত না করা মাহ্‌রূমী বা বঞ্চিত থাকার কারণ। যে বান্দার শোকর আদায় করে না সে আল্লাহর শোকরও আদায় করে না। তদ্‌বিপরীত তাঁহাদিগকে আল্লাহর স্থানে বসাইয়া দেওয়াও শেরক্‌ ও মরদূদ হইবার কারণ। উহা তফ্‌রীত (ব্যতিক্রম) ও ইফ্‌রাত (অতিক্রম), ছিরাতুল মুস্তাকিম (মধ্যমন্থা) এই দুইয়ের মধ্যে।

১৪৯। তিনি বলেন–

আল্লাহ্ পাক নিজের যে ছিফাত (গুণ) ও আদত (অভ্যাস) কোরআন পাকে বয়ান করিয়াছেন তাহার উপর সেইভাবে ঈমান রাখা চাই, অন্য কাহারও বয়ান আল্লাহর নিজের বয়ানের সীমায় পৌঁছিতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বলিতেছেনঃ–

اللهم لا تحصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك

"আয় আল্লাহ! আমরা তোমার প্রশংসা গণনা করিতে পারি না, তুমি ঐরূপ যেইরূপ তুমি নিজকে নিজে প্রশংসা করিয়াছ।"

১৫০। হযরত গাঙ্গুহীর (আল্লাহ পাক তাঁহার কবরকে নূরান্বিত করুক) পৌত্র হযরত হাফেজ মুহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব গাঙ্গুহী জিয়ারত ও ইয়াদত (রোগের সময় দেখা) করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পরিবারের এক স্ত্রীলোকও ছিলেন। (খুব সম্ভব তাঁহার মেয়েই ছিলেন) যিনি হযরত মাওলানার বিমার পুরছির জন্য আসিয়াছিলেন। হযরত মওলানা তাহাকে পর্দার পিছে কামরার মধ্যে ডাকাইয়া লইলেন। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া ঐ সময় হযরত মওলানা যাহা কিছু বলিয়াছিলেন তাহার কয়েকটা বাক্য লিখিয়া লওয়া হইয়াছিল, যাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

তিনি বলেন–

"যে মানুষের শোকরিয়া আদায় করে না সে আল্লাহর শোকরিয়াও আদায় করে না।" আপনাদের পরিবার হইতেই আমি দ্বীনের নেয়ামত পাইয়াছি। আমি আপনাদের ঘরের গোলাম। গোলামের নিকট যদি কোন ভাল জিনিস আসিয়া যায় তাহার উচিত তাহার মুনীবকে উপহার স্বরূপ তাহা পেশ করিয়া দেওয়া। আমি গোলামের নিকট আপনাদেরই ঘর হইতে সংগৃহীত নবুয়তের মিরাছের সওগাত আছে। ইহা ব্যতীতও ইহা হইতে উত্তম অন্য কোন উপহার আমার নিকট নাই, যাহা আমি পেশ করিতে পারি। দ্বীন কি? প্রত্যেক অবস্থাই আল্লাহর আদেশ তালাস করতঃ উহার ধ্যান করিয়া নিজের নফছের তাকাজার সংমিশ্রণ হইতে বাঁচিয়া তাহা আদায় করিতে লাগিয়া থাকা। আল্লাহর হুকুম তালাস না করিয়া ও উহার ধ্যান না করিয়া, কোন কাজে লিপ্ত হওয়াই দুনিয়া। এই তরীকায় কয়েকদিনের মধ্যে ঐ জিনিস হাছিল হইবে যাহা অন্য তরীকায় পঁচিশ বৎসরেও হাছিল হয় না। আমি মেয়েলোকদিগকে বলি– তোমরা দ্বীনের কাজে নিজের পরিবারের লোকদের সাহায্যকারিণী হও। তাহাদিগকে নিশ্চিন্তে দ্বীনের কাজে লাগিতে সুযোগ দাও। পারিবারিক কাজের বোঝা তাহাদের উপর হইতে হালকা করিয়া দাও; তাহারা যেন বে-ফিকির হইয়া দ্বীনের কাজ করিতে পারে। যদি মেয়েলোকেরা এইরূপ না করে তাহা হইলে তাহারা حبالة الشيطان "শয়তানের জাল হইয়া যাইবে।" (অর্থাৎ শয়তানের জাল ও ফান্দ হইয়া মানুষকে তথায় আটকাইয়া দ্বীনের কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখিবে। ইহা হাদীছের বিষয়বস্তু।)

নিজের কামনা ও বাসনাকে আল্লাহর আদেশাবলীর অধীন করাই দ্বীনের হাকীকত। কেবলমাত্র দ্বীনি মাছায়েল জানার নাম দ্বীন নহে। ইহুদীদের ওলামা দ্বীনের কথা ও শরীয়তের মাছায়েল খুব বেশী জানিত, কিন্তু তাহারা নিজের কামনা ও বাসনাকে আল্লাহর আদেশের অধীন করে নাই, এই জন্য অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হইয়াছিল।

এই কথাবার্তার মধ্যে কোন বিশেষ বিষয়ের জন্য হযরতের নিকট দোয়ার দরখাস্ত করা হইলে **তিনি বলেন**– যে কেহ আল্লাহর তাকওয়া (ভয়) এখ্‌তিয়ার করে অর্থাৎ নিজের কামনা ও বাসনাকে আল্লাহর হুকুমের অধীন করিয়া দেয় তাহার যাবতীয় মুশকিলাত (সমস্যা) আল্লাহ পাক গায়েবের পর্দা হইতে সমাধান করিয়া দেন। আর এমন রাস্তা দিয়া তাহার সাহায্য করিয়া থাকেন যাহা তাহার খেয়াল ও কল্পনায়ও আসে নাঃ–

و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب

"যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ যাবতীয় সংকট হইতে বাহির হইবার জন্য তাহাকে রাস্তা করিয়া দেন ও ধারণার অতীত উপায়ে তাহাকে রিজিক দিয়া থাকেন।"

আল্লাহর খাছ মদদ হাছিল করিবার নিশ্চিত ও শর্ত-সাপেক্ষ তদ্‌বীর তাঁহার দ্বীনের সাহায্য করাঃ–

ان تنصر الله ينصركم

"যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য কর আল্লাহ পাক তোমাদের সাহায্য করিবেন।"

যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য কর তাহা হইলে ধ্বংসকর বস্তু যাহা তাহাই তোমাদের জন্য জীবনের সুখপ্রদ সামগ্রী হইবে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জান প্রাণ দিয়া আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করিয়াছিলেন, আল্লাহ পাক আগুনকে তাহার জন্য ফুলের বাগান করিয়াছিলেন। এইরূপভাবে হযরত মুছা (আঃ) ও তাঁহার কওমকে যে দরিয়ার স্বভাব ডুবাইয়া দেওয়া সেই দরিয়াই নিরাপদে তীরে পৌছাইয়া দিয়াছিল।

১৫১। আজ ১৩৬৩ হিজরীর ২রা জোমাদাল-উলা বুধবার রাত্রে দেওবন্দ হইতে তালেবে এলমের এক জমায়াত আসিয়াছে। রাত্রে এশার সময় হযরত মাওলানা জোলাপ লওয়াতে বিশেষ দুর্বল হইয়া পড়েন, কথা বলার শক্তি ছিল না। ফজরের নামাজের পর অধীনকে (সংগ্রাহক) ডাকাইয়া বলেন– কান আমার

ঠোঁটের সঙ্গে একেবারে লাগাইয়া দাও এবং শুন; "এই ছাত্রগণ আল্লাহর আমানত ও তাঁহার দান। তাঁহাদের কদর ও এই নেয়ামতের শোকর এই যে, তাহাদের সময় তাহাদের যোগ্যতানুসারে পূর্ণভাবে কাজে লাগান, মুহূর্তকালও যেন নষ্ট না হয়। তাঁহারা অতি অল্প সময় নিয়া আসিয়াছেন। সর্বপ্রথম আমার এই দুই তিন কথা তাহাদিগকে পৌছাইয়া দাওঃ

(১) নিজেদের সমস্ত ওস্তাদের ইজ্জত সম্মান ও আদাব করা আপনাদের খাছ ও বিশেষ ফরিজা। আপনারা তাঁহাদিগকে এমন সম্মান করিবেন যেমন দ্বীনের ইমামদের সম্মান করা হয়, তাঁহারা আপনাদের জন্য নবীর এলম হাছেল করিবার উপায় স্বরূপ। যিনি কাহাকেও দ্বীনের একটি কথাও বলিয়াছেন তিনি তাহার মওলা হইয়া গিয়াছেন। এখন দ্বীনের এলমের খাছ উস্তাদদের যে হক আছে তাহা সহজই বুঝা যাইতে পারে; বরং তাঁহাদের মধ্যে কোন ঝগড়া বিবাদ হইলেও সকলের সঙ্গে আদাব ও সম্মানের সম্বন্ধ এক সমান থাকা চাই; যদিও মহব্বত ও আকিদত কাহারও সহিত বেশী ও কাহারও সহিত কম হয়; কিন্তু আজমতের মধ্যে পার্থক্য না হওয়া চাই ও অন্তরে তাহাদের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা না আনা চাই। কোরআন মজীদে প্রত্যেক মুমিনের জন্য এই হক নির্ধারিত করা হইয়াছে যে, তাহাদের সম্বন্ধে যেন অন্তরে কোন খারাপ ধারণা না আসে, তাহাদের জন্য যেন আল্লাহর নিকট দোয়া করা হয়। যেমন আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন–

وَ لَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

"আর আমাদের অন্তর সমূহে মুমিনদের জন্য কু-ভাব (কীনা) রাখিও না।"

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইতেনঃ

لا يبلغني احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم و انا سليم الصدر

"তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যেন একে অন্যের কথা আমার নিকট না পৌছায়; আমি চাই যে, যখন আমি তোমাদের নিকট আসি তখন যেন আমার অন্তর সকলের জন্যই পরিষ্কার থাকে।"

কোন কোন রেওয়ায়েত হইতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ওফাতের দোয়া ঐ সময় করিয়াছিলেন যখন উম্মত বহুত বিস্তার লাভ করিতেছিল ও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আশঙ্কা হইতেছিল যে, কাহারও অন্তরে আমার জন্য কুভাব আসে, আর খোদা না করুক সে বরবাদ (ধ্বংস) হইয়া যায়।

এ সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন–

এই সমস্ত বিষয়ের ছওয়াব অর্থাৎ বড় ছোটর অধিকার সমূহ (যাহার সমষ্টিগত নাম এছলাহে-জাতুলবাই (পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব রাখা) আদায়ের ছওয়াব আরকান– নামাজ রোজা প্রভৃতি এবাদত হইতে কম নহে; বরং বেশী। (আবু দাউদ শরীফে কিতাবুল আদাবে এ বিষয়ে এক প্রকাশ্য হাদীছ বর্ণিত আছে যে, এছলাহে জাতুলবাইনের দরজা (মরতবা) নামাজ রোজা প্রভৃতি এবাদত হইতে বেশী। আরকানের রুকুনিয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ পাক যে জেন্দেগী আমাদের নিকট চান তাহা এই আরকান হইতে পয়দা হইতে পারে। অধিকন্তু এই এছলাহে-জাতুলবাইনের সম্বন্ধ বান্দার হকের সহিত, আর আল্লাহ পাক নিজের বান্দাদের জন্য সহানুভূতিশীল, স্নেহশীল ও দয়ালু; তাঁহার দানশীলতা হইতে তো ক্ষমার আশাই বেশী করা যায়; কিন্তু বান্দা তো তোমারই ন্যায়– তুমি যেমন তেমনই; এই জন্য তাহাদের হক আদায়ের ব্যাপারে অত্যধিক জরুরী ও কঠিন। আবার এই লাইনে দ্বীনি এলমের শিক্ষকদের মোয়ামেলা আরও অধিক নাজুক (সূক্ষ্ম ও দরকারী)। এখন এই ছাত্রদের আমার এক বাণী এই পৌঁছাও যে, নিজের জীবনের এই দিকের এছলাহের যেন বিশেষ ফিকির করেন।

(২) দ্বিতীয় কথা এই যে, তাহারা সদাসর্বদা এই ফিকিরে লাগিয়া থাকেন ও এই ফিকিরের বোঝার সহিত জীবন-যাপন করেন যে, যাহা কিছু পড়িয়াছেন ও যাহা কিছু পড়িবেন তদনুযায়ী যেন চলেন। এলমে দ্বীনের ইহা প্রথম জরুরী হক। দ্বীন কোন ফলছফা বা ফন নহে, বরং জীবন যাপনের ঐ তরীকা বা পদ্ধতি যাহা আম্বিয়া (আঃ) নিয়া আসিয়াছিলেন। আল্লাহর রাসূল যে এলম ফায়েদা দেয় না (অর্থাৎ ঐ এলম যাহা আমল করায় না) সেই এলম হইতে পানাহ (আশ্রয়) চাহিয়াছেন। এতদব্যতীত যেই সমস্ত শাস্তির ভয় আলেমে বে-আমলের জন্য কোরআন হাদীছে আসিয়াছে তাহা আপনাদের জানা আছে। ইহাও বুঝিয়া লওয়া চাই যে, আলেমের বে-আমালী, নামাজ না পড়া, রোজা না রাখা, শরাব পান করা বা জেনা করা নহে, ইহা তো অজ্ঞ-লোকদের সাধারণ গোনাহ; আলেমের গোনাহ এলম মতে আমল না করা ও ইহার হক আদায় না করা।

قربان را بیش بود حیرانی

নিকটবর্তীদের হয়রানী বেশী।

কোরআন মজীদে আহলে কিতাবদের ওলামা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে–

نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ۔

"সুতরাং তাহাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দরুণ আমি তাহাদের উপর লা'নত করিয়াছি ও তাহাদের দিলকে শক্ত করিয়া দিয়াছি।"

(৩) তৃতীয় কথা এইঃ– ছাত্রদের ইহা বলিয়া দেওয়া হউক যে, তাঁহাদের সময় অতি মূল্যবান ও তাঁহারা অতি স্বল্প সময় নিয়া আসিয়াছেন, এই জন্য এক মুহূর্তও যেন এখানে নষ্ট না করেন, বরং এখানকার উছুল মতে তালীম ও মুজাফারার কাজে লাগিয়া থাকেন; পুরাতনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, তাঁহাদের সঙ্গে থাকেন ও তাঁহাদের সহিত দিল্লী শহরের আরবী মাদ্রাছা সমূহে গিয়া কাজ করেন।

১৫২। দেওবন্দ হইতে যেই ছাত্রের জমায়াত রাত্রে আসিয়া ছিলেন, প্রথমে তাহাদিগকে উপরের লিখিত বাণী দিয়া ছিলেন, তৎপর চা পান করিবার জন্য মেহমানেরা যখন দস্তুরমত হযরত মওলানার কাছে আসিয়া বসিলেন তখন তিনি ছাত্রদের সঙ্গে নিজেই কথা বলিতে চাহিলেন ও খুব ছোট আওয়াজে বলিলেন– "আপনারা এখানে কেন আসিয়াছেন? দেওবন্দের মত বড় মাদ্রাসার মেহেরবান ওস্তাদগণ, সুন্দর ও শানদার অট্টালিকার ছাত্রাবাস সমূহ ও নিজেদের প্রিয় পারিপার্শ্বিকতা ছাড়িয়া আপনারা এখানে কিসের জন্য আসিয়াছেন? (আবার নিজেই নিজের এই প্রশ্নের এই উত্তর দিলেন) আল্লাহর আদেশাবলী প্রচলিত করিবার কোশেশের মধ্যে প্রাণ দিবার প্রেরণাকে সজীব করিবার জন্য ও উহার তরীকা (পদ্ধতি) শিখিবার জন্য এবং উহার উপর আল্লাহ পাকের তরফ হইতে যেই সমস্ত ওয়াদা আছে একীনের সহিত তাহার আশা বুকে) লইয়া তদব্যতীত অন্যের উপর কোন ভরসা না করিয়া বরং অপর হইতে সমস্ত আশা ভরসা নির্মূল করতঃ কাজ করা শিখিবার জন্য–

جَاهِدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

"আল্লাহর (দ্বীনের) জন্য যেইরূপ চেষ্টা ও কষ্ট করা উচিত সেইরূপ চেষ্টা ও কষ্ট কর, তিনি তোমাদিগকে (এই কাজের জন্য) মনোনীত করিয়াছেন ও দ্বীনের মধ্যে তোমাদের জন্য কোন সঙ্কীর্ণতা রাখেন নাই।"

তৎপর এ সম্বন্ধে **তিনি বলেন–** আল্লাহর উপর আশা ভরসা রাখার যত জরুরত আছে ততই জরুরত গাইলুল্লাহ হইতে আশা ভরসা না রাখার জন্য কোশেশ করার আছে; বরং গাইলুল্লাহ হইতে দৃষ্টি একেবারে হটাইয়া কাজ করিবার মশক (অভ্যাস) করা চাই।

اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ

"আমার পারিশ্রমিক একমাত্র আল্লাহর উপর।"

হাদীছে আছে– "যে সমস্ত লোকেরা অন্যের উপর আশা ভরসা রাখিয়া ভাল কাজ করিবে কেয়ামতের দিন তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইবে– যাও উহাদের নিকট গিয়া তোমাদের নিজের পারিশ্রমিক লও।"

১৫৩। ঐ সমস্ত ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন–

নামাজ কায়েম করা সমস্ত জেন্দেগী দুরস্তকারী কাজ। কিন্তু তখনই নামাজ কায়েম করা পূর্ণ হইবে যখন নামাজ সম্বন্ধে যে সব গুণের কথা কোরআন হাদীছে বলা হইয়াছে নামাজীর মধ্যে তাহা পয়দা হইবে।

যেমন বলা হইয়াছে–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ

"নিশ্চয়ই ঐ সমস্ত মুমেন কৃতকার্য হইয়াছে, যাঁহারা (তাঁহাদের) নামাজের মধ্যে বিনম্র (খুশখুজু) এখ্‌তিয়ার করে)।"

ছুরাবাকার প্রথম রুকুতে আছে–

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

"(কোরআন শরীফ) ঐ সমস্ত লোকের জন্য হেদায়াত যাহারা গায়েবের (অদৃশ্যের) উপর ঈমান আনে ও নামাজ কায়েম করে।"

এই আয়াতের পর বলা হইয়াছে–

اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"কেবলমাত্র তাহারাই কৃতকার্য।"

এই দুইটি আয়াতকে একত্রে মিলাইলে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, নামাজের মধ্যে নম্রতা ও (খুশুখুজু) একামতে ছালাত অর্থাৎ নামাজ কায়েম করার মধ্যে দাখিল আছে। আর যাহারা নম্রতা ব্যতীত নামাজ পড়ে, তাহারা নামাজ কায়েমকারীদের দলভুক্ত নহে। নামাজে নম্রতা পয়দা করিবার তদবীর ও তরকীবের প্রতি অন্য আয়াতে ইশারা করা হইয়াছে যে, আল্লাহর সামনে হাজিরীর একীনকে বেশী হইতে বেশীভাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে–

وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ *

"আর নিশ্চয়ই নামাজ ভারী, কিন্তু ঐ সমস্ত লোকের জন্য ভারী নহে যাহারা বিশ্বাস করেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাতকারী ও তাঁহারা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।"

তিনি বলেন– مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ (প্রতিপালকের সাক্ষাৎকারীকে) আখেরাতের সহিত নির্দিষ্ট করিবার কোন কারণ নাই; নামাজের অবস্থায় যে আল্লাহর বান্দাদের হুজুরী নছিব হয় তাহাও ইহার অন্যতম।

১৫৪। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۰ وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ *

"নিশ্চয়ই মুমেনগণ কৃতকার্য হইয়াছেন। কেবল তাহারাই সফলকাম।"

এই দুই আয়াতের মধ্যে যে সফলতা ও কৃতকার্যতার ওয়াদা আছে উহাকে কেবল পরকালের সফলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিবার কোন কারণ নাই; বরং দুনিয়ার কৃতকার্যতাও ইহার মধ্যে দালেখ আছে। ইহার মতলব এই যে, যে সমস্ত লোকের মধ্যে এইরূপ ঈমানী গুণ হইবে দুনিয়াতেও তাহাদের পথ পরিষ্কার করিবার ও কৃতকার্যতা ও সফলতা পর্যন্ত তাহাদিগকে পৌঁছাইবার আমার গায়বী মদদ (সাহায্য) জিম্মাদার।

১৫৫। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন–

গায়েবী সাহায্য ও গায়েবী শক্তি যাহার নাম তাহা প্রথম হইতেই সোপর্দ্দ করিয়া দেওয়া হয় না, বরং ঠিক সময়ে সাথে করিয়া দেওয়া হয়; যেন আল্লাহর খাজানায় (ভাণ্ডারে) শর্ত এই যে, নিজের উপার্জিত শক্তি হইতে ইহার উপর ভরসা বেশী হওয়া চাই।

১৫৬। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন–

وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ *

"আর যাহা আমি তাহাদিগকে দিয়াছি তাহা হইতে খরচ করিয়া থাকে।"

এই আয়াত শুধু মাল ও দৌলতের জন্য খাছ করিবার কোন কারণ নাই, বরং আল্লাহ পাক যে সমস্ত (বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ) শক্তি আমাদিগকে দিয়াছেন

যেমন– ফিকির ও মত, হাত ও পা এই সমস্ত আল্লাহ পাকের দান; আল্লাহর কাজে ও তাঁহার দ্বীনের জন্য এই সমস্তকে ব্যবহার করাও উক্ত আয়াত (আমি যাহা দিয়াছি তাহা হইতে খরচ করে) শামেল আছে।

১৫৭। সেই সকল ছাত্রদিগকেই তিনি বলেন–

আপনারা নিজেদের কদর ও মূল্য বুঝুন; দুনিয়ার যাবতীয় ধন ভাণ্ডারও আপনাদের মূল্য হইতে পারে না। আল্লাহ পাক ব্যতীত কেহই আপনাদিগকে খরিদ করিতে পারিবে না। আপনারা পয়গাম্বর (আঃ)-এর নায়েব, যাহারা সারা জগদ্বাসীকে বলিয়া দিয়াছেন–

اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ *

"আমার পারিশ্রমিক একমাত্র আল্লাহর উপর।"

অর্থাৎ আল্লাহ পাকই আমাকে পারিশ্রমিক দিবেন; আমি আর কাহারও নিকট পারিশ্রমিক চাই না। আপনাদের কাজ এই যে, সকলের নিকট হইতে আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া কেবল প্রতিদানের প্রতিই একীন ও দৃঢ় বিশ্বাস পয়দা করিয়া নম্রতার সহিত মোমেনদের খেদমত করুন। ইহা দ্বারা আবদিয়াত (বন্দেগীর) পূর্ণত্ব ও সৌন্দর্য বিকাশ হইবে।

১৫৮। এক মশহুর (বিখ্যাত) দ্বীনি জমায়াতের প্রসিদ্ধ কর্মী ও নেতা বিমারের সময় হযরত মওলানাকে দেখিবার জন্য আসেন। হযরত তাঁহার সহিত কথাবার্তার মধ্যে বলেন–

আমাদের এখানে হিসাব কিতাব রাখা হয় না। দ্বীনি কর্মীদেরও হিসাব কিতাবের এই জন্য জরুরত হইয়াছে যে, ঐ বিশ্বাস ও ভরসা বাকী নাই, যাহার পর হিসাব কিতাবের জরুরত থাকে না। যদি নিজের কার্যপদ্ধতি দ্বারা পুনরায় সেই বিশ্বাস পয়দা করা যায় তাহা হইলে হিসাব কিতাবের মধ্যে যে সময় নষ্ট হয় তাহা খালেছ দ্বীনি কাজের জন্য বাঁচিয়া যায়।

১৫৯। ভারতের এক বিখ্যাত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের এক বড় নেতা (যিনি ভারতের খুব বড় ও যাদু-গুণ বিশিষ্ট বক্তাও বটে) জেয়ারত ও বিমারের সময় দেখা ও দর্শন লাভের জন্য আসেন। দুই দিন পূর্বে হযরত মওলানার অবস্থা খুব খারাপ ছিল। সেই জন্য দুর্বলতা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, অধিকাংশ সময় ঠোটের উপর কান রাখিলে কথা শুনা যাইত। যখন তাঁহার আগমনের সংবাদ দেওয়া হইল তখন এই অধীনকে (মলফুজাতের সংস্কলককে)

ডাকাইয়া বলিলেন– তাহার সহিত কথা বলা আমার জন্য জরুরী, কিন্তু ছুরত এই হইবে যে, তোমার কান আমার মুখের নিকটবর্তী রাখ; আমি যাহা বলি তাহা তাঁহাকে বলিয়া যাও।

এইরূপে যখন তিনি ভিতরে আসিলেন, তখন কথা তো আমার মধ্যস্থতায়ই শুরু করিলেন; কিন্তু দুই তিন মিনিট পর আল্লাহ পাক এত শক্তি দিলেন যে, প্রায় আধ ঘন্টা পর্যন্ত ক্রমাগত কথা বলিতে থাকেন। এই বৈঠকের যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

তিনি বলেন–

মুসলমানে মুসলমানে মিলন শুধু দ্বীনের উন্নতির জন্য, অন্যথায় মুসলমানদের ও অমুসলমানদের মিলনের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আপনি এখানে কিছু দিন থাকিয়া আমাদের কাজ দেখুন, ইহা ব্যতীত আমার কথা বুঝে আসা ও আমার উদ্দেশ্যে পৌঁছা মুশকিল (অতীব কঠিন)। আসল কথা এই যে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমাদের সম্বন্ধ মরিয়া গিয়াছে। ইহাকে জীবিত করিতে হইবে। এই কোশেশের মধ্যে মরিতে হইবে।

আমি প্রথমে মাদ্রাসায় পড়াইয়াছি (অর্থাৎ মাদ্রাসায় দরছ দিয়াছি)। তথায় তালেবে এলমদের ভীড় জমিয়াছিল। অনেক ভাল ভাল উপযুক্ত ছাত্র বেশী সংখ্যায় আসিতে লাগিল। আমি চিন্তা করিলাম, ইহাদের সহিত আমার মেহনতের ফল ইহা ব্যতীত কি হইবে যে, যাহারা শুধু আলেম হইবার জন্য মাদ্রাসা সমূহে আসিয়া থাকে আমার নিকট পড়িবার পরও তাহারা আলেম হইয়া যাইবে ও তাহাদের ব্যবসায়ও উহাই হইবে যাহা আজকাল সাধারণতঃ লোকে পছন্দ করিয়া থাকে। কেহ হেকীমী পড়িয়া দাওয়াখানা করিবে, কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া স্কুল কলেজে চাকুরী করিবে, কেহ মাদ্রাসায় বসিয়া পড়াইতেই থাকিবে। ইহা হইতে বেশী কিছু আর হইবে না। ইহা চিন্তা করিয়া মাদ্রাসায় পড়ান হইতে আমার মন ফিরিয়া গেল।

ইহার পর এক সময় আসিল যখন আমার পীর ছাহেব আমাকে (মুরীদ করিবার) এজাজত (খেলাফত) দিয়া দিলেন, তখন আমি মুরীদদের জিকির শোগল শিখান শুরু করিলাম। এদিকে আমার মনোযোগ বেশী হইল। আল্লাহই সব করিলেন, আগমনকারীদের মধ্যে এত শীঘ্র কইফিয়াৎ আহ্‌ওয়াল অবতীর্ণ ও অবস্থার উন্নতি হওয়া আরম্ভ হইল যে, আমি নিজেই বিস্মিত হইলাম। তখন আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইহা কি হইতেছে এবং এই কাজে লাগিয়া থাকিলে

কি ফল বাহির হইবে? বেশী হইতে বেশী হইলে এই হইবে যে, কতকগুলি ছাহেবে হাল জাকের শাগেল লোক পয়দা হইবে। তখন লোকদের মধ্যে তাহাদের কথা প্রচারিত হইয়া পড়িলে কেহ মোকদ্দমায় জিতিবার জন্য দোয়া করাইতে আসিবে, কেহ ছেলেমেয়েদের জন্য তাবীজ চাহিবে, কেহ সওদাগরী ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য দোয়া করাইবে। বেশী হইতে বেশী হইলে ইহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে আরও কয়েকজন মুরীদের মধ্যে জিকির ও তালকীনের ছিলছিলা চলিবে। ইহা চিন্তা করিয়া এই দিক হইতেও আমার মন ফিরিয়া গেল এবং আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, আল্লাহ্ পাক যে আভ্যন্তরিণ ও বাহ্যিক শক্তি দান করিয়াছেন তাহা খরচ করিবার ছহীহ জায়গা ঐ কাজ যাহাতে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শক্তি সামর্থ খরচ করিয়া গিয়াছেন, আর ঐ কাজ আল্লাহর বান্দাদিগকে বিশেষ করিয়া গাফেল ও বে-তলবদিগকে আল্লাহর দিকে নিয়া আসা ও আল্লাহর কথাগুলিকে প্রচলিত করিবার জন্য (জীবনকে) জানকে বে-কিমত করার প্রথা জারী করা।

বছ্ ইহাই আমাদের আন্দোলন। আর ইহাই আমরা সকলকে বলিয়া থাকি। এই কাজ হইতে থাকিলে বর্তমান সময় হইতে হাজার গুণ বেশী মাদ্রাসা সশরীরে এক একখানা মাদ্রাসা ও খানকাহ হইয়া যাইবে। [হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত নেয়ামত এমন বিস্তৃতভাবে বিতরিত হইতে থাকিবে যাহা ইহার শানের যোগ্য।]

হযরত! আল্লাহ তাআলা আপনাকে এক শক্তি দিয়াছেন, ইহা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য কথা বলিবার ও বক্তৃতা দিবার শক্তি নহে, বরং আমার মকছুদ এই যে, আপনি এক জমায়াতের গণ্যমান্য নেতা। হাজারে হাজারে মানুষ আপনার কথা মানে, আপনি আল্লাহ-প্রদত্ত এই নেয়ামতের কদর করুন; ইহাকে আল্লাহর কাজের জন্য তাঁহার আদেশাবলী প্রচলিত করিবার জন্য ব্যবহার করুন।

ইহার ছুরত (প্রণালী) এই যে, যাহারা আপনার কথা মানে তাহাদিগকে আমাদের লোকের সঙ্গে কিছুদিন থাকিয়া আমাদের কাজ বুঝিবার ও শিখিবার জন্য অনুপ্রাণিত করুন। তৎপর নিজের কেন্দ্রের মধ্যে নির্দেশ কাজ করিতেন। ইহা দ্বারা খোদা চাহেত তাহারা অনেক কাজের লোক হইয়া যাইবে।

হযরত, ঈমানের দুইটি বাহু আছে; একটি আল্লাহ ও রাসূলের দুশমনদের প্রতি শক্ত ও কটু ব্যবহার। অপরটি আল্লাহ ও রাসূলের অনুগামী ও প্রেমিকদের প্রতি নরম সদয় ব্যবহার। তাহাদের সামনে নিজকে বিনয়ী ও অবনমিত করা।

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ *

"মুমিনদের প্রতি অবনমিত ও কাফেরদের প্রতি শক্ত ও কুপিত।"

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

"কাফেরদের উপর পরাক্রমশালী, মুমিনদের উপর দয়াশীল।"

মুমেনদের উন্নতির জন্য এই দুই বাহুরই প্রয়োজন আছে। এক ডানা দ্বারা কোন পক্ষীই উড়িতে পারে না। ঐ বুজুর্গ হজরতের ভক্ত ও বিশ্বাসী ছিলেন। হজরতের কথা শুনিয়া আরজ করিলেন– "নিজের যৌবন ও শক্তি অন্য কাজে ব্যয়িত হইয়াছে, ঐ সময় কোন বুজুর্গ টানিয়া নিলেন না, এখন আমি বুড়া হইয়াছি, কোন নূতন কাজের সাহস ও শক্তি নাই। এখন হযরত আমা হইতে নিজের কাজ নিতে চাহিতেছেন; এখন আমি কোন কাজের উপযুক্ত নহি।"

হযরত মওলানা বলেন–

যদি প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্বে আপনি নিজের মধ্যে কোন শক্তি সামর্থ আছে ও আপনি কিছু করিতে পারেন বলিয়া মনে করিতে ছিলেন তাহা হইলে তখন আপনি আল্লাহর কাজের যোগ্য ছিলেন না। এখন যদি আপনার ইহাই একীন হইয়া থাকে যে, আপনার মধ্যে কোন শক্তি সামর্থ্য নাই ও আপনি কিছুই করিতে পারেন না তাহা হইলে বর্তমানেই আপনি আল্লাহর কাজের যোগ্য হইয়াছেন। আল্লাহর কাজ করিবার জন্য ও আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার যোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, মানুষ নিজকে শক্তিহীন ও নিরুপায় মনে করে ও শুধুমাত্র আল্লাহকেই কার্যকারক বলিয়া একীন করে; ইহা ব্যতীত গায়েবী সাহায্য হয় না। হাদীছে কুদছীতে আছে–

انا عند المنكسرة قلوبهم

"আমি তাহাদের সহিত আছি, যাহাদের দিল (অন্তর) ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

তিনি বলেন–

আমি রাজনৈতিক কর্মীদের নিকটও কৃতজ্ঞ। তাহারা গভর্ণমেন্টকে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। সেজন্য আমি নিশ্চিন্তে এতদিন নিজের কাজ করিতে পারিয়াছি।

বিদায়ের সময় ঐ বুজুর্গ দোয়ার দরখাস্ত করিলে **তিনি বলেন–** হযরত! প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তাহার অসাক্ষাতে দোয়া করা প্রকৃতপক্ষে নিজের

জন্যই দোয়া করা। হাদীছে আছে, যখন কোন মুসলমান নিজের কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য মঙ্গল ও কৃতকার্যতার কোন দোয়া করে তখন আল্লাহর ফেরেশতাগণ বলেন– "তোমার জন্যও ঐরূপ।" অর্থাৎ হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ (যেন) ঐ জিনিস তোমাকেও দেয়। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কোন মঙ্গলের দোয়া করা প্রকৃত প্রস্তাবে নিজের জন্য ফেরেশ্‌তা দ্বারা দোয়া করাইবার এক একীনী তদ্‌বীর বা উপায়।

দশম কিস্তি

১৩৬৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল ও রবিউছ্‌ছানীর আল-ফোরকানে প্রকাশিত

১৬০। তিনি বলেন–

এই দ্বীনি দাওয়াতের জন্য প্রত্যেক শ্রেণীর মুসলমানের সহিত মিলামিশা করা ও তাহাদের সকলকে এ দিকে আনিবার কোশেশ করা জরুরী। আমি নিজের এক ঘটনা শুনাইতেছি– (তৎপর হজরত মওলানা এক দ্বীনের আলেম সম্বন্ধে, যিনি এ যুগের বড় আলেম ও শায়খুল হিন্দ হযরত মওলানা মাহমুদুল হাছান (রহঃ)-র নামকরা শিষ্যদের অন্যতম– বর্ণনা করেন–)

একবার তিনি প্রকাশ্যে হযরত মওলানা (আল্লাহ তাঁহার কবরকে নুরান্বিত করুক) সম্বন্ধে খুব বেশী খারাপ ও একেবারে গলত কয়েকটি কথা বলেন, যাহা দ্বারা আমি যারপর নাই মনোকষ্ট পাই। আমার অবস্থা এইরূপ হইল যে, আমি তাঁহার চেহারাও দেখিতে চাহিতাম না। কিছুদিন পর যখন আমি এই কাজে লাগি তখন একদিন আমার মনে আসিল যে, ঐ বুজুর্গের সহিত আমার এই ব্যবহার ঠিক নয়।

যাহাই হউক না কেন, তিনি একজন মুমেন ও মুসলমান। হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)-এর ফয়েজ নিশ্চয়ই তাঁহার মধ্যে আছে, কোরআন শরীফের এলমের নূরও তাঁহার (মধ্যে) আছে। যে ব্যক্তির মধ্যে ভালর এতদিক আছে তাঁহার নিকট হইতে এতদূরে থাকা নিজের অনিষ্ট করা মাত্র। কাজেই আমি নিজে গিয়া তাঁহার জিয়ারত করা ও তাঁহার এই সমস্ত দ্বীনি কালামের (পূর্ণতার) জন্য তাঁহার সম্মান করা উচিত। আর তাঁহার যেই কথার দ্বারা আমার মনোকষ্ট হইয়াছে তাহাতে ইহারও সম্ভবনা আছে যে, এই সমস্ত তাঁহার নিকট অন্য কেহ এইভাবে বলিয়াছে, তাঁহার গলত (ভুল) শুধু এতটুকু যে, তিনি সত্য মনে করিয়া ঐ প্রকাশ্য সভায় তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন অথবা এই প্রকারের অন্য কোন এজতেহাদী গলতী (ভুল ধারণা) এই ব্যাপারে তাঁহার হইয়াছে। তাহা যে প্রকারেই হউক ইহা এমন গলতী নয় যে, যাহার জন্য তাঁহাকে এইভাবে ত্যাগ করা আমার জন্য দুরস্ত হইতে পারে।"

তিনি বলেন–

এই সমস্ত কথা আমি একাকী বসিয়া নফছকে বুঝাইলাম। ইহার উত্তরে আমার নফছ যে সমস্ত দলীল পেশ করিল তাহার সমস্তই আমি দলীল দ্বারা রদ করিলাম। জিয়ারতে মুসলিম ও একরামে মুসলিমের যে সমস্ত ছওয়াবের খোশখবরী কোরআন হাদীছে আসিয়াছে তাহা আমি ইয়াদ করিলাম ও নিজের নফছকে ইয়াদ করাইয়া দিলাম। তৎপর আমি কি এই সময় শুধু জিয়ারত করিবার নিয়তে তাঁহার নিকট যাইব, না আমার নিজের দাওয়াত পেশ করিবার নিয়তে যাইব এই দুইয়ের মধ্যে (অর্থাৎ এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি আল্লাহর নিকট বেশী বড় ও প্রিয় এই বিষয়ে) আমার তরদ্দোদ হইল। শেষে আমি সিদ্ধান্ত করিলাম, জিয়ারত ও দাওয়াত দুইটির পৃথক পৃথক নিয়ত করিয়া তাঁহার খেদমতে যাওয়া চাই। ইহাতে খোদা চাহে তো দুই বিষয়ের ছওয়াবই পুরাপুরা মিলিবে। কাজেই আমি এইরূপই করিলাম। পরে এই মিলন বহু বরাকাত ও ফায়েদার (জরিয়া) ওছিলা হইল।

১৬১। এই সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন–

আমাদের কোন কোন খাছ বুজুর্গ আমার এই রীতির জন্য আমার উপর নারাজ যে, আমি এই দ্বীনি কাজের জন্য প্রত্যেক প্রকারের ও আচারের লোকের সহিত ও মুসলমানের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকের সহিত মিলিয়া থাকি ও মিলিতে চাই ও নিজের লোকদিগকেও ইহাদের সহিত মিলামিশা করিতে বলিয়া থাকি। কিন্তু আমি নিজের বুজুর্গদের এই নারাজীকে সহ্য করা ও ইঁহাদিগকে মাজুর মনে করতঃ ইঁহাদিগকেও এই দিকে আনিবার জন্য পুরা কোশেশ করিতে থাকাকে আমার করণীয় আল্লাহর শোকরের এক অংশ বলিয়া মনে করিঃ

چوں بر تو باشد تو بر خلق باش

"হক যখন তোমার দিকে তুমি সহিষ্ণু হও।"

এই বুজর্গদের ধারণা যে, এই কার্যপদ্ধতি আমাদের হজরত পীর ছাহেবের (আল্লাহ তাহার কবরকে নূরান্বিত করুক) পদ্ধতির ও প্রবৃত্তির বিপরীত। কিন্তু আমি বলি, যেই জিনিস দ্বীনের জন্য উপকারী ও অতি লাভজনক হওয়া দলীল ও অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা গিয়াছে ইহাকে শুধু এই জন্য গ্রহণ না করা যে, আমাদের পীর ছাহেব উহা করেন নাই, বড়ই ভুল। পীর তো পীরই, খোদা তো নহেন?

১৬২। তিনি বলেন–

এই দ্বীনি কাজের তবলীগে দ্বীন ও এছলাহে উম্মতের (দ্বীন প্রচার ও উম্মতের সংশোধনের সাধারণ আন্দোলনের) দিকে আমাকে আকৃষ্ট করা আল্লাহ পাকের এক বিশেষ মদদ। খোদার ফজল ও করমে আমার এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ (বৈশিষ্ট্য) ছিল যদ্দারা কোন কোন বুজুর্গের আমার এই কাজ সম্বন্ধে পূর্ণ অবগতি না হওয়ার দরুন কখনও সন্দেহ সংশয় হইলেও আমার খাতিরে চুপ করিয়া ছিলেন ও নিজের মতানৈক্যতা প্রকাশ করেন নাই। এ সমস্ত বিশেষ গুণ এইঃ প্রথমতঃ আমার নিয়াজমন্দীর সম্বন্ধ নিজ জমানার সমস্ত বুজুর্গের সহিতই ছিল। আলহামদুলিল্লাহ! সকলের ফয়েজ ও বরকত ও বিশ্বাস আমার হাছিল ছিল। দ্বিতীয়তঃ আমার পিতা একজন সর্ববাদীসম্মত উচ্চস্তরের বুজুর্গ ছিলেন। নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন মতের বিভিন্ন শ্রেণীর দ্বীনদার লোক তাঁহার উপর একমত ছিলেন। তৃতীয়তঃ আমার খানদার (বংশ) এক খাছ ইজ্জত, সম্মান ও প্রতিপত্তি সম্পন্ন খান্দান ছিল।

১৬৩। তিনি বলেন–

হাক্কানী ওলামাদেরকে আমার এই বাণী সসম্মানে ও আদবের সহিত পৌঁছাইয়া দাও যে, আমার এই আন্দোলন সম্বন্ধে আপনাদের যাহা কিছু ভাল অভিমত ও সুদৃষ্টি হইয়াছে তাহা ঐ সমস্ত বেচারা অশিক্ষিত মেওয়াতীদের বর্ণনা দ্বারা অথবা তাহাদের মধ্যে কিছু সংশোধন পরিবর্তন দেখার দ্বারা হইয়াছে যাহারা পূর্বে গোবর পর্যন্ত পূজা করিত; এই জন্য তাহারা পুরাকালের মুশরেক হইতেও নিম্নস্তরের ছিল। (কেননা তাহারা তো সুন্দর সুন্দর মূর্তি ও চমকদার পাথরের পূজা করিত।) তাহা হইলে দেখুন তো, এইরূপ নিম্নলোকের সংবাদ দেওয়ার দ্বারা ও তাহাদের মধ্যে পরিবর্তন দেখার দ্বারা কাজের ছহীহ পরিমাপ কিভাবে হইতে পারে! আপনাদের মত বুজুর্গেরা আমার সহিত প্রত্যক্ষভাবে মিলিয়া এই কাজ বুঝিলেই আসল কদর ও কীমত জানা যাইবে।

১৬৪। আমাদের এই আন্দোলনের খাছ মকছুদ ইহা যে, মুসলমানের সমস্ত আকর্ষণের উপর দ্বীনের আকর্ষণকে জয়ী করা এবং এই পথে উদ্দেশ্যের একতা পয়দা করিয়া ও একরামে মুসলিমের উছুলকে প্রচলিত করিয়া পুরা কওমকে নিম্নলিখিত হাদীছের উদাহরণ করাঃ

اَلْمُسْلِمُوْنَ كَجَسَدٍ وَاحِدٍ

"সমস্ত মুসলমান এক শরীরের মত।"

১৬৫। আমাদের এই কাজে এখলাছ ও সততার সহিত সমষ্টিগতভাবে পরস্পর পরামর্শ করিয়া (অর্থাৎ মিলিয়া মিশিয়া ও পরস্পর পরামর্শ করিয়া) কাজ করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইহা ব্যতীত বড় বিপদ।

১৬৬। কোন কোন মুরিদকে সম্বোধন করিয়া **তিনি বলেন–**

হযরত ফারুক আজম (রাঃ) হযরত আবু ওবায়দা ও হযরত আবু জরকে (রাঃ) বলিতেন, আমি তোমাদের তত্ত্বাবধানের মুখাপেক্ষী (উর্ধ্বে নহি)। আমিও তোমাদিগকে ইহাই বলিতেছি যে, আমার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিও যাহা সংশোধনের দরকার তাহা সংশোধন করিও।

১৬৭। তিনি বলেন–

হযরত ফারুকে আজম (রাঃ) যখন তাঁহার গভর্ণরদের নিকট হইতে সংবাদ লইয়া লোক আসিত তাহাদের নিকট হইতে গভর্ণরদের 'খাইরিয়াত ও হাল অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু ইহা দ্বীনি হাল অবস্থা ও দ্বীনের খাইরিয়াত জানিবার জন্য করিতেন। আজকালকার রছমী মেজাজ-পুরছী ছিল না। কোন একজন গভর্ণরের নিকট হইতে একজন বার্তাবাহক আসিলে তাহাকে গভর্ণরের খাইরিয়াত জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তরে বলে– 'সেখানে খাইরিয়াত কোথায়?' আমি তো তাহার দস্তরখানায় দুই দুই তরকারী একত্রিত দেখিয়াছি।" মনে হয় যে অবস্থায় হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামদের (রাঃ) রাখিয়া গিয়াছিলেন সেই অবস্থার উপর কায়েম থাকাই ঐ হযরতদের নিকট খাইরিয়াতের (মঙ্গলের) মানদণ্ড ছিল।

১৬৮। তিনি বলেন–

আল্লাহ পাক হইতে তাঁহার ফজল ও রিজিক ইত্যাদি চাওয়া তো ফরজ; কিন্তু নিজের খেদমত ও এবাদতের প্রতিদান বা প্ররিশ্রমিক দুনিয়াতেই চাওয়া হারাম।

১৬৯। তিনি বলেন–

কোন মুসলমানকে তাহার ভুল পথে চলার দরুন নিশ্চিন্তভাবে কাফের বলা

ও চিরস্থায়ী দোজখী বলিয়া ফতওয়া দেওয়া অতি ভারী কাজ। অবশ্য "কুফরীর নীচে কুফরীর" উছুল ঠিক আছে, কারণ সমস্ত গোনাহই কুফরী বা না-ফরমানীর শাখা প্রশাখা। এইরূপে সমস্ত নেক কাজ ঈমানের সন্তান। সুতরাং আমাদের এই আন্দোলন প্রকৃত প্রস্তাবে ঈমানকে সজীব ও পূর্ণ করার আন্দোলন।

১৭০। তিনি বলেন–

اِتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا

"তাহারা তাহাদের দ্বীনকে খেলা ও ক্রীড়ানক করিয়াছিল।"

দ্বীনি কাজকে উদ্দেশ্যহীনভাবে অথবা আল্লাহর আদেশ পালন করা ও খোদাকে রাজী করিবার ও পরকালে ছওয়াব পাইবার আশা ব্যতীত অন্যান্য উদ্দেশ্যে করাও দ্বীনকে খেলা ও ক্রীড়ানকে পরিণত করাই।

১৭১। তিনি বলেন–

ظُنُّوْا الْمُؤْمِنِيْنَ خَيْرًا اِنَّ حَسَنَ الظَّنِّ مِنْ الْعِبَادَةِ

"মুমিনদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা রাখ, নিশ্চয় ভাল ধারণা এবাদতের মধ্যে গণ্য।"

এই দুইটির হুকুম ঐ অবস্থায় যখন কোন মোয়ামেলা করিতে না হয়, তখন শুধু ভাল ধারণা হইতেই কাজ লওয়া চাই। আবার যখন মোয়মেলা করিতে হইবে সেই সময়ের জন্য

الحزم سوء الظن

"বিপদ হইতে বাঁচিয়া থাকা খারাপ ধারণা করার মধ্যে"

এই হকুম মতে চলিতে হইবে। স্থান কাল পাত্রের পার্থক্য না বুঝাতে কোরআন হাদীছে অনেক ভুল বুঝাবুঝি হইয়া থাকে।

১৭২। তিনি বলেন–

আমাদের সমস্ত কর্মীদের ভালভাবে বুঝিয়া নেওয়া চাই যে, তবলীগের জন্য বাহিরে থাকিবার সময় এলম ও জিকিরের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হইবে। এলম ও জিকিরে উন্নতি ব্যতীত দ্বীনি উন্নতি অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে এলম ও জিকির হাছেল করা ও পূর্ণ করা এই পথের বুজুর্গদের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া

তাঁহাদের পরিচালনায় ও তত্ত্বাবধানে হইতে হইবে। আম্বিয়া (আঃ)-দের এলম ও জিকির আল্লাহ পাকের পরিচালনায় ও তত্ত্বাবধানে হইতে। হজরতের ছাহাবায়ে কেরামের এলম ও জিকির হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধীনে পরিচালনায় ও তত্ত্বাবধানে হইত; তৎপর প্রত্যেক যুগের আহলে এলম ও আহলে জিকির ঐ যুগের লোকের জন্য হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেন স্থলাভিষিক্ত (প্রতিনিধি)। এইজন্য এলম ও জিকিরের জন্য বুজুর্গদের তত্ত্বাবধানের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে। ইহা জরুরী যে, বিশেষভাবে বাহিরে থাকিবার সময় নিজেদের বিশেষ কাজেই মশগুল থাকা চাই। অন্যান্য সমস্ত কাজ হইতে বিরত থাকিতে হইবে। তার ঐ বিশেষ কাজ এই–

(১) তবলীগী গাশত।

(২) এলম।

(৩) জিকির।

(৪) দ্বীনের জন্য ঘর ছাড়িয়া যাহারা বাহির হইয়াছে বিশেষভাবে সেই সকল সাথীদের এবং সাধারণভাবে সমস্ত সৃষ্টিজীবের খেদমত করার মশক (অনুশীলন) করা।

(৫) তছহীহ নিয়ত ও এখলাছ ও এহ্তেছাবে নফছ (নফছ হইতে হিসাব নিকাশ লওয়া) এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা এবং নিজের নফছকে খারাপ জানিয়া বারবার এই এখলাছ ও এহতেছাবে নফছকে (নফছের হিসাব নিকাশ লওয়াকে) নুতন করিয়া লওয়া অর্থাৎ এই কাজের জন্য বাহির হইবার সময়ও ইহার কল্পনা করা এবং ছফরের মধ্যেও বারবার এই কল্পনাকে সজীব করিতে থাকা যে, আমার এই বাহির হওয়া শুধু আল্লাহর জন্য এবং পরকালের নেয়ামতের আশায় যাহা দ্বীনের খেদমত ও নছরতের (সাহায্য ও সেবার) জন্য ও এই পথের কষ্ট উঠাইবার জন্য ওয়াদা করা হইয়াছে। অর্থাৎ, বারবার মনের মধ্যে এই ধ্যান জমাইতে হইবে যে, যদি আমার এই বাহির হওয়া খালেছ হয় ও আল্লাহ পাক ইহাকে কবুল করেন তাহা হইলে আল্লাহ পাকের তরফ হইতে ঐ সমস্ত নেয়ামত নিশ্চয় মিলিবে যাহার ওয়াদা এই কাজের জন্য কোরআন পাক ও হাদীছ সমূহে করা হইয়াছে। আর তাহা অমুক অমুক হইবে। সে যাহা হউক, সকল অবস্থায়ই এই খোদায়ী ওয়াদার প্রতি একীন ও উহার আশার ধ্যানকে বারবার সজীব করিতে হইবে ও নিজের সমস্ত আমল এই একীন ও

ধ্যানের সহিত বাঁধিতে হইবে। ইহারই নাম ঈমান ও এহতেছাব। বছ! ইহাই আমাদের যাবতীয় আমলের রূহ।

১৭৩। তিনি বলেন–

হায়! হায়!! আল্লাহর ওয়াদার প্রতি ঈমান নাই! আল্লাহর ওয়াদার প্রতি একীন ও ভরসা পয়দা কর। তৎপর এই একীন ও ভরসার বুনিয়াদের প্রতি কাজ করিবার মশ্ক কর। আল্লাহর ওয়াদার অর্থও নিজে করিও না; তোমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাঁহার ওয়াদার অর্থ তাঁহার শানের উপযুক্ত বলিয়া বুঝ ও তাঁহার নিকট এইরূপভাবে চাও–

"আয় আল্লাহ! তোমার শান ও কুদরত মত এই সমস্ত ওয়াদা পূর্ণ কর।"

পরকালের নেয়ামত সমূহের সত্ত্বা ও আসল হাকীকত তোমরা এই দুনিয়ায় কি বুঝিতে পারিবে? আর কিরূপেই বা সেই পরিমাণ ছহীহ হইতে পারে? যখন হাদীছে কুদছীতে ঐ সমস্ত নেয়ামতের বর্ণনা এইভাবে দেওয়া হইয়াছেঃ–

مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ

অর্থাৎ "বেহেশ্‌তে এমন নেয়ামত আছে যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, কোন কর্ণ শুনে নাই, কোনও মানুষের মনে কখনও তাহার কল্পনাও আসে না।" আফছোছ, পরিতাপের বিষয় আমরা তাহার ওয়াদাকৃত নেয়ামত সমূহকে আমরা নিজের জ্ঞান ও বুঝ এবং ইহকালের দৃশ্যও অভিজ্ঞতানুসারে মনে করিয়া ও উহার আশা করিয়া অনেক ক্ষতিতে পরিয়াছি।

لقد حجرتم واسعا

"তোমরা প্রশস্তকে সঙ্কীর্ণ করিয়াছ।"

তাঁহার দান ও বখশীশ তো তাঁহারই যোগ্য ও উপযুক্ত হইবে।

১৭৪। তিনি বলেন– তোমরা যে পরিমাণে–

مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

"আমি মানব-দানবকে শুধুমাত্র আমার এবাদত করিবার জন্যই (অর্থাৎ আমার হুকুম মতে যাবতীয় কাজ করিবার জন্যই) সৃষ্টি করিয়াছি" এই আয়াতের মর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছ সেই পরিমাণেইঃ

خَلَقْنَا لَكُمْ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"তোমাদের উপকারের জন্যই আছমান সমূহের ও জমিনের মধ্যের সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করিয়াছি।"

এই আয়াতের মর্মের প্রকাশ পাওয়া কমিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ যেই অনুপাতে তোমাদের আবদিয়াত (হুকুম মতে চলা) কমিয়া গিয়াছে ঠিক সেই অনুপাতে আছমান জমিনের সৃষ্ট জিনিস হইতে তোমাদের উপকার পাওয়াও কমিয়া গিয়াছে। সৃষ্টিকে তোমাদের খাদেম এই জন্য করা হইয়াছিল যে, তোমরা আল্লাহ পাকের কাজ করিবে– তাঁহার বাধ্য থাকিবে ও বন্দেগী করিবে, তাঁহার প্রিয় জিনিস সমূহ প্রচলিত করিতে লাগিয়া থাকিবে। যখন তোমরা তোমাদের এই কর্তব্য ছাড়িয়া দিয়াছ তখন আছমান জমিনও তোমাদিগ হইতে মুখ ফিরাইয়াছে।

একাদশ কিস্তি

১৩৬৭ হিজরীর রমজান মাসের আলফুরকানে প্রকাশিত

১৭৫। তিনি বলেন–

"যে সমস্ত মকামাতকে (উচ্চ স্থান, মরতবা, গৌরবের সুউচ্চ আসন) প্রাণপণ করিয়া বরং এই প্রাণ দিবার অদম্য প্রেরণা ও উৎসাহের মধ্য দিয়া হাছেল করিবার জন্য হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন এবং ছাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের রাস্তায় নিজকে বিলাইয়া দিয়া হাছেল করিয়াছিলেন, তোমরা তাহা আরামে শুইয়া শুইয়া কিতাব সমূহ হইতে হাছেল করিয়া লইতে চাও?'

১৭৬। তিনি বলেন–

যে সমস্ত পুরুস্কার ও সুফল রক্ত দিয়া লাভ করা হইত তজ্জন্য অন্ততঃ পক্ষে ঘাম তো ফেলা চাই।

১৭৭। তিনি বলেন–

ওখানে তো অবস্থা এই ছিল যে, হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)ও দ্বীনের রাস্তায় নিজকে 'ফানা' (বিলীন) করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও এবং বেহেশ্তী বলিয়া হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকাশ্য খোলাখুলী ও একীন খোশ্খবরী সত্ত্বেও এই দুনিয়া হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়াছেন।

১৭৮। তিনি বলেন–

পছন্দ করাকেই কাজ করা বলিয়া মনে করা বড় ধোকা। শয়তান ইহাই করিয়া থাকে। মানুষকে পছন্দ করার উপরই সন্তুষ্ট করিয়া রাখে। (এই কথার অর্থ) এই যে, কোন কাজকে কেবলমাত্র ভাল বলিয়া বুঝিয়া নিলে ঐ কাজে অংশগ্রহণ করা হয় না; বরং উহাতে লাগিলে ও উহা করিলেই উহার হক আদায় হয়। কিন্তু অনেক লোককে শয়তান এই ধোঁকা দিয়া থাকে যে, তাহারা কাজে একমত হইয়া যাওয়াকে কাজে লাগিয়া যাওয়া ও অংশগ্রহণ করা (শরীক হওয়া) বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ইহা শয়তানের ধোকা।

১৭৯। তিনি বলেন–

আমাদের এই আন্দোলন দুশমনকে খোশ করে ও দোস্তকে নাখোশ করে। যাহার মনে চায় আস।

১৮০। তিনি বলেন–

এই সময় কুফরী ও "এলহাদ" অতি শক্তিশালী, এই অবস্থায় বিশৃঙ্খল ও এলোমেলোভাবে ব্যক্তিগত সংস্কারের কোশেশের দ্বারা কাজ চলিতে পারে না। এই জন্য পূর্ণ শক্তি সহকারে সমষ্টিগতভাবে চেষ্টা ও কষ্ট করা চাই।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا

"তোমরা সকলে মিলিয়া একত্রে আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করিয়া ধর।"

১৮১। তিনি বলেন–

এলম ও জিকিরকে মবজুত করিয়া ধরিবার বেশী জরুরত আছে। কিন্তু এলম ও জিকিরের হাকিকত ভালভাবে বুঝিয়া লওয়া চাই। জিকিরের হাকিকত গাফলত না হওয়া– দ্বীনি কর্তব্য সমূহ আদায় করিতে লাগিয়া থাকা– বড় দরজার জিকির। এই জন্য দ্বীনের সাহায্য ও উহা প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টা ও কষ্ট করার মধ্যে মশগুল থাকা জিকিরের উচ্চ দরজা– কিন্তু শর্ত এই যে, আল্লাহর আদেশাবলী ও ওয়াদাকৃত পুরস্কার সমূহের খেয়াল রাখিতে হইবে। নফল জিকির এই জন্য যে, যেই সময় মানুষ ফরায়েজের মধ্যে মশগুল না থাকে তাহা যেন বেফায়েদা কাজের মধ্যে কাটিয়া না যায়। এবাদত করিয়া যে নূর পয়দা হয় এবং উন্নতি হয় শয়তান বেহুদা কাজে লাগাইয়া তাহা নষ্ট ও বরবাদ করিয়া দিতে চায়। কাজেই ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই নফল জিকির।

মোটকথা, ফরায়েজ হইতে যে সময় বাঁচিয়া যায় তাহাকে নফল জিকির দ্বারা আবাদ রাখিবে, যেন শয়তান বেহুদা কাজে মশগুল করিয়া আমাদিগকে নোকছান পৌঁছাইতে না পারে। (তদুপরি নফল জিকিরের আর এক বিশেষ বড় ফায়েদা এই যে, তদ্দারা সাধারণতঃ দ্বীনি কাজে জিকিরের শান পয়দা হয় ও আল্লাহর আদেশ পালনার্থে ও তাঁহার প্রতিজ্ঞাকৃত পুরস্কারের আশায় কাজ করিবার স্বাভাবিক শক্তি (মালাকা) পয়দা হয়)।

এ সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন–

ফরায়েজের মধ্যে লাগিয়া যাওয়া, এমন কি নামাজ পড়া পর্যন্ত যদি আল্লাহর আদেশের ও তাঁহার প্রতিজ্ঞাকৃত পুরস্কারের ধ্যানের সহিত না হয় তাহা হইলে তাহা আসল জিকির নহে; বরং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জিকির ও কালবের গাফলত। হাদীছ শরীফে কলব সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে–

اَلَا اِنَّ فِىْ الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ

"মানুষের মধ্যে কলবই একমাত্র কেন্দ্র যাহা ঠিক হইলে সমস্ত ঠিক হইয়া যায়, আর যাহা খারাপ হইলে সমস্তই খারাপ হইয়া যায়।"

তাহা হইলে দেখা গেল যে, আল্লাহর আদেশ সমূহ ও পুরস্কার সমূহের ধ্যানের সহিত আল্লাহর কাজ সমূহে লাগিয়া থাকাই আমাদের নিকট জিকিরের সার। জিকির দ্বারা শুধু দ্বীনি মাছায়েল ও দ্বীনের এলম জানাই উদ্দেশ্য নহে।

দেখুন, ইহুদীরা নিজের শরীয়তের ও আছমানী এলমে কেমন আমেল ছিল। তাহারা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্তদের পর্যন্ত চাল-চলন ও শরীরের গঠন, আকৃতি-প্রকৃতি এমন কি তাঁহাদের শরীরের এক একটা তিলের খবরও তাহাদের ছিল। কিন্তু এই সমস্ত কথা শুধু জানাতে তাহাদের কি কোন ফায়েদা হইয়াছিল?

১৮২। এ সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন–

এলমের জন্য যে মুহম্মদী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তরীকা ছিল (অর্থাৎ তলব, আজমত ও মহব্বতের সহিত সঙ্গে থাকিয়া মিলিয়া মিশিয়া এলম হাছেল করা ও জিন্দেগী অনুসরণ করিয়া জিন্দিগী গঠন শিক্ষা করা)

নোট ঃ

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ইহুদীদের কোন কোন আলেম হযরত ফারুকে আজম (রাঃ)-এর শরীরের কোন বিশেষ অংশে তিল অথবা তিলের ন্যায় কোন নিশান (চিহ্ন) দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "এই ব্যক্তি আখেরী জামানার নবীর খলিফা হইবে, তাঁহার সময় বাইতুল মোকাদ্দাস জয় হইবে।"

এই প্রকারের বিভিন্ন রেওয়ায়েত 'ইজালাতুল খফা' নামক কিতাবে হযরত শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ) নকল ফরমাইয়াছেন।

তাহার বিশেষত্ব এই ছিল যে, ইহা দ্বারা যতই এলম বাড়িতে থাকিত ততই নিজের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার অনুভূতি বাড়িতে থাকিত।

বর্তমানে এলম হাছেল করিবার যেই তরীকা (পদ্ধতি) প্রচলিত হইয়াছে ইহার পরিণাম এই যে, এলম যত আসে তার চেয়ে বেশী আত্মন্তরিতা (আমি কিছু জানি এইভাব) আসে। এই আত্মন্তরিতা হইতেই অহঙ্কার ও আত্মগৌরব পয়দা হয়। অহঙ্কারী বেহেশতে যাইবে না। এতদ্ব্যতীত এলমের আত্মন্তরিতার পর এলম হাছেল করিবার ব্যগ্রতা থাকে না, যদ্বারা জ্ঞানের উন্নতি বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৩। এক ব্যক্তি নিজেকে তবলীগী জমাতের জন্য পেশ করিয়া হযরত মওলানার খেদমতে ১০০ টাকা পেশ করিলে তিনি উহা গ্রহণ করিয়া বলেন– আমার মন চাহে যে, যাহারা দ্বীনের জন্য শরীর ও প্রাণের অংশ দেয় না তাহাদের মাল না লইবার জন্য কছম খাইয়া বসি।

এ সম্বন্ধে তিনি আরো বলেন– মাল খরচ করা যে এবাদত ইহা আসল উদ্দেশ্য নহে; বরং ইহার ব্যবস্থা শরীয়তে এই জন্য করিয়াছে যেন মালের সহিত মহব্বত পয়দা না হয়।

১৮৪। হযরত ফারুকে আজমের জমানায় উম্মুল মুমেনিন হযরত জয়নব (রাঃ)-এর ঘরে তাঁহার অংশের গনিমতের মাল (যাহা সম্ভবতঃ পরিমাণে বেশী ছিল ও উহাতে তাহার অন্তর আকর্ষিত হইবার সম্ভাবনা ছিল) পৌছে তখন তিনি ব্যকুল হইয়া দোয়া করিয়াছিলেন। "আয় আল্লাহ! এই ঘরে যেন ইহা আর না আসে।" ঠিক তেমনই হইয়াছিল। অর্থাৎ তিনি ওফাত পাইলেন)।

১৮৫। তিনি বলেন–

আল্লাহ ও রাসূল যেই জিনিসের দ্বারা সুখী ও সন্তুষ্ট হন বান্দাও সেই জিনিসের দ্বারা সুখী ও সন্তুষ্ট হয়। আর যেই জিনিসের দ্বারা আল্লাহ ও রাসূল নাখোশ হন ও তাহাদের কষ্ট হয় তাহা দ্বারা বান্দা নাখোশ হয় ও তাহারও কষ্ট হয়– ইহাই ঈমান। আর কষ্ট যেমন তরবারির দ্বারা হয় সেইরূপ সূচের দ্বারাও হয়। কাজে কাজেই আল্লাহ ও রাসূলের নাখুশী যেমন কুফরী ও শেরেকীর দ্বারা হইয়া থাকে তদ্রূপ গোনা সমূহের দ্বারাও হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদেরও গোনাহ সমূহের দ্বারা নাখুশী ও কষ্ট হওয়া চাই।

১৮৬। একদিন এই অধম (মলফুজাতের সঙ্কলক) এমন সময় হযরত মাওলানার কামরায় পৌছি যখন মেওয়াতী মুরীদেরা তাঁহাকে জোহরের নামাজের জন্য অজু করাইতে ছিলেন। (মওতের বিমারের শেষের দিকে দুর্বলতার দরুণ হযরত মওলানাকে শোয়াইয়া অজু করাইয়া দেওয়া হইত।)

আমি পৌছিলে **তিনি বলেন**– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছের এলমে দ্বীনের মধ্যে দরজা এত উচ্চ ছিল যে, হযরত ফারুকে আজম (রাঃ) তাহাকে বড় বড় ছাহাবাদের সঙ্গে বসাইতেন। আবার তিনি নিজে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অজু করিতে দেখিয়াছিলেন। ইহার পর বহু দিন ধরিয়া হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর অজুও দেখিয়া থাকিবেন। এই সব সত্ত্বেও হযরত আলী (রাঃ)-কেও অজু করাইতেন এবং ইহা হইতে তাহার মকছুদ অজু শিক্ষা করাও হইত।

১৮৭। যেই সমস্ত মেওয়াতী মুরীদ এই সময় হযরত মাওলানাকে অজু করাইতেছিলেন তাহাদের দিকে ইশারা করিয়া পুনরায় এই দ্বীনহীনকে বলেন–

"এখনই আমি তাহাদিগকে এই কথা বলিতেছিলাম যে, তোমরা ইহা মনে কর যে, আমার নামাজ ভাল হয় এই জন্য তোমরা আমাকে অজু করাইবার সময় রুগীর খেদমতের নিয়তের সহিত ইহাও নিয়ত করিবে যে, "আয় আল্লাহ! আমরা ইহা মনে করি যে, তোমার এই বান্দার নামাজ আমাদের নামাজ হইতে সুন্দর হয়, কাজেই আমরা এই জন্য ইহাকে অজু করাইয়া থাকি যে, তাহার নামাজের ছওয়াবের মধ্যে আমাদেরও যেন অংশ হইয়া যায়।"

পুনরায় তিনি বলেন–

"আমি তাহাদিগকে বলি, কিন্তু আমি যদি নিজে ইহা মনে করিতে থাকি যে, আমার নামাজ ইহাদের নামাজ হইতে ভাল হয় তাহা হইলে আমি মরদুদ হইয়া যাইব। এই জন্য আমি আমার আল্লাহর নিকট এইরূপ দোয়া করিয়া থাকি যে, "আয় আল্লাহ! তোমার এই সরল অন্তকরণের লোকেরা আমার সম্বন্ধে এই ধারণা রাখে যে, আমার নামাজ ভাল হয়, আর এই জন্যই এই বেচারারা আমাকে অজু করাইয়া দেয়, তুমি শুধু তোমার রহমতে তাহাদের এই ধারণাকে সত্য কর ও আমার নামাজ কবুল করিয়া লও এবং ইহার ছওয়াবের মধ্যে তোমার এই বান্দাদেরও অংশ দাও।"

পুনরায় যাহারা অজু করাইতেছিল ঐ মেওয়াতীদের সম্বোধন করিয়া বলেন–

"তোমরা ঐ সমস্ত ওলামাদের খেদমত কর যাহারা এখনও তোমাদের কওমকে দ্বীন শিখাইবার দিকে মনোযোগ দেন নাই। আমার কি? আমি তো তোমাদের দেশে গিয়াই থাকি। তোমরা না ডাকিলেও যাইব। যেই সমস্ত ওলামা এখনও তোমাদের দিকে আকৃষ্ট হন নাই তাঁহাদের খেদমত করিলে তাহারাও তোমাদের কওমের দ্বীনি খেদমত করিতে লাগিয়া যাইবে।"

১৮৮। তিনি বলেন–

"পীরের খেদমত এই জন্য এবং এই নিয়তে করা চাই যে, ইহা দ্বারা আল্লাহর বান্দাদের খেদমত করিবার অভ্যাস হইয়া যাইবে।"

পুনরায় বলেন– নিয়তের সহিত এবাদতগুজার মুমেনদের খেদমত (আল্লাহর) আবদিয়তের সিড়ি (স্বরূপ)।

১৮৯। পরামর্শ করার উপর জোর দিয়া একবার **তিনি বলেন–**

পরামর্শ বড় জিনিস। আল্লাহ পাকের ওয়াদা আছে, যখন তোমরা পরামর্শের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা জমিয়া বসিবে তবে উঠিবার পূর্বেই আল্লাহর মদদে সত্য পথের সন্ধান মিলিয়া যাইবে।

পুনরায় বলেন– এই বিষয়বস্তু (মজমুন) কোন হাদীছে আসিয়াছে, এখন আসল হাদীছ আমার মনে নাই।

১৯০। তিনি বলেন–

হযরত ফারুকে আজম ও এই রূপে অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরামদের (রাঃ) আমদানী অনেক ছিল। তাহারা নিজের জন্য খুব কম খরচ করিতেন। তাহাদের খাওয়া পরা খুব সাধারণ ও সাদাসিদা ছিল; বরং তাহারা গরীবানা জীবনযাপন করিতেন; ইহা সত্ত্বেও তাঁহাদের অনেকেই দুনিয়া হইতে ঋণগ্রস্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন; কেননা তাঁহাদের সমস্ত আমদানী দ্বীনের রাস্তায় খরচ করিয়া দিতেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে মোমেনদের টাকা তো আল্লাহর কাজে লাগাইবার জন্যই।

১৯১। কামরার মধ্যে বিছান এক পালঙ্গের দিকে ইশারা করিয়া এই দ্বীনহীনকে (সঙ্কলককে) **বলেন–**

এই পালঙ্গ আমার আম্মাজানের দাদার। তাহা সব সময় ব্যবহারে থাকে। (পরে হিসাব করিয়া জানা গেল যে, প্রায় ৮০ বৎসর ইহার উপর অতীত হইয়া গিয়াছে।)

পুনরায় বলেন– "বরকত ইহাই যে, কোন জিনিস সাধারণতঃ যেই সময় ও যেই অবস্থায় শেষ হইয়া যাওয়া চাই তাহা না হইয়া বাকী থাকা।

তিনি বলেন– "রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ায় কোন কোন সময় খাদ্য ইত্যাদির মধ্যে বরকতের যেই সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাও এই প্রকারেরই ছিল। আছলী জিনিস শেষ হইত না।"

১৯২। তিনি বলেন–

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَانٍ

"প্রত্যেক দিন তিনি এক শানে (অবস্থায়) আছেন।"

এই আয়াতের মতলব এই যে, যাহা কিছুই যেই প্রকারের বড় বড় ও বুদ্ধি বিহবল কাজ আল্লাহ পাক প্রথমে করিয়াছেন তাহা হইতে হাজার হাজার গুণ (দরজার) বড় কাজ তিনি প্রতি মুহূর্তে করিতে পারেন এবং তাঁহার কুদরতে কালেমা সদাসর্বদা নিজের কাজ করিয়া থাকে।

১৯৩। বোম্বাইর বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা "আল হেলালের" সত্ত্বাধিকারী ও সম্পাদক হাফেজ আলী বাহাদুর খান বি, এ, হযরত মাওলানার মওতের বিমারের সময়ই একদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি নিতান্ত দুর্বলতা ও অক্ষমতা সত্ত্বেও প্রায় আধ ঘন্টা কাল তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলেন।

তিনি এই কথাবার্তায় সবিশেষ অভিভূত হন; বোম্বাই পৌছিয়া তিনি "আল হেলালের" কয়েক সংখ্যায় হযরত মওলানার ব্যক্তিত্ব ও দ্বীনি দাওয়াত সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া লিখেন। তাঁহার দাওয়াত এছলাহ্ ও তবলীগের মাহাত্ম্য, বিশেষত্ব, আবশ্যকতা ও সর্বপ্রকারের উপযোগিতার এইরূপভাবে স্বীকৃতি দেন যে, যাহার আশা আজকালকার কোন সম্পাদক বা নেতা হইতে করা যাইতে পারে না।

"আল-হেলালের" ঐ সংখ্যাগুলি এক জায়গা হইতে আমি পাইয়াছিলাম।

হাফেজ ছাহেবের এই মজমুন (বিষয়বস্তু) পড়িয়া আমি খুব খুশী হইলাম এবং হযরত মওলানাকে শুনাইবার জন্য মনস্থ করিলাম। তদনুযায়ী এই কাগজ হাতে লইয়া যথা সময়ে খেদমতে এই আশায় হাজির হইলাম যে, হযরত মাওলানা হাতে কাগজ দেখিয়া নিজেই জিজ্ঞাসা করিবেন– "হাতে কি?" তাহা হইলে কিছু বলিবার ও এই মজমুন শুনাইবার সুযোগ মিলিবে। কিন্তু আমার আশা ও আকাঙক্ষার বিপরীত হযরত মওলানা কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কোন সুযোগ না পাওয়াতে আমি নিজেই বলিলাম, "হযরত! অমুক দিন বোম্বাইর হাফেজ আলী বাহাদুর খান যে আসিয়াছিলেন তিনি খোদার ফজলে খুব বেশী তাছির লইয়া গিয়াছেন ও তাঁহার কাগজে আমাদের কাজের সম্বন্ধে অনেক বিষয় লিখিয়াছেন এবং ইহার মাহাত্ম্য ও আবশ্যকতা খুব স্বীকার করিয়াছেন। মনে হয় খুব ভালভাবে বুঝিয়াছেন। হুজুরের হুকুম হইলে এক আধ মজমুন (বিষয়বস্তু) পড়িয়া শুনাইয়া দেই।"

তিনি বলেন– "মওলবী ছাহেব, যে কাজ হইয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া কি লাভ? আমাদের যাহা করিবার ছিল তাহা হইতে কত রহিয়া গিয়াছে, যাহা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কি পরিমাণের ও কি কি প্রকারের অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে, এখলাছ কত কম হইয়াছে, আল্লাহর আদেশের বড়ত্বের ধ্যান কত কম হইয়াছে, কাজের আদাব অনুসন্ধানের ও নবীর নমুনা অনুসরণের কোশেশ কত কম হইয়াছে এই সমস্ত দেখ; ইহাই যথেষ্ট"।

মওলভী ছাহেব! এই সমস্ত বিষয় ছাড়া গত কার্যের আলাপ আলোচনা করা ঠিক এইরূপ যেন পথচারী পথিক পথে দাঁড়াইয়া পিছের দিকে দেখে ও খুশী হইতে থাকে। গত কাজের শুধু দোষ অনুসন্ধান কর ও তাহার সংশোধনের ও ক্ষতিপূরণের ফিকির কর। ভবিষ্যতের জন্য কি করিতে হইবে তাহা চিন্তা কর। ইহা দেখিও না যে, এক ব্যক্তি আমার কথা বুঝিয়া নিয়াছে ও মানিয়াছে বরং ইহা চিন্তা কর যে, এইরূপ কত লক্ষ ও কত কোটি লোক বাকী রহিয়াছে যাহাদের নিকট আমরা এখনও আল্লাহর কথা পৌঁছাইতেও পারি নাই। আর কত এমন আছে যে, যাহারা বুঝিবার ও মানিবার পরও আমাদের কোশেশের সল্পতার দরুণ কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই।

১৯৪। তিনি বলেন–

নামাজকে হাদীছে عماد الدين "দ্বীনের খুটি" বলা হইয়াছে। ইহার মতলব এই যে, নামাজের উপর অবশিষ্ট দ্বীন নির্ভর করে ও নামাজ হইতেই দ্বীন পাওয়া যায়। নামাজের মধ্যে দ্বীনের বুঝও পাওয়া যায়। আমলের তওফীকও দেওয়া হয়। আবার যাহার নামাজ যেইরূপ হইবে সেইরূপ তাহার জন্য তওফীকও দেওয়া হইবে। এই জন্য নামাজের দাওয়াত দেওয়া ও অন্যের নামাজে 'খুশুখুজু' (নম্রতা) পয়দা করিবার জন্য কোশেশ করা পরোক্ষভাবে পূর্ণ দ্বীনের জন্য কোশেশ করা।

১৯৫। তিনি বলেন–

যে সমস্ত কাজ সাধারণ মোখ্‌লেছ ভাইদের নিকট হইতে লওয়া যাইতে পারে ও তাহার দ্বারা তাহাদের মরতবা ও ছওয়াব (পারিশ্রমিক) বৃদ্ধি হইবার আশা হয়, উহা তাহাদের নিকট হইতে না লওয়া ও নিজে করা– এই সমস্ত মোখলেছ ভাইদের জন্য হাম্‌দর্দি নহে, বরং এক প্রকারের জুলুম ও আল্লাহর উদার আইনের الدال على الخير كفاعله ("যে ভাল কাজে সাহায্য করে সে যেন সে কাজ করে") না-কদরী করা।

তিনি বলেন– "ভাইগণ, দ্বীনের উপর আমল করার জন্য অত্যাধিক বুঝের দরকার।"

১৯৬। তিনি বলেন–

ইহা অতি আবশ্যকীয় উছুল যে, যাহা হক ও জরুরী বলিয়া তাহারা নিজেরাই মানে ও উহা না করাকে নিজেরাই দোষ বলিয়া মনে করে, প্রত্যেক শ্রেণীর লোককে ঐ জিনিষের দাওয়াত দিতে হইবে, যখন প্রত্যেক শ্রেণীর লোক ঐ সমস্ত কাজ করিতে থাকিবে, পরবর্তী কার্য্যের অনুভূতি খোদা চাহেত তাহাদের মধ্যে আপনা আপনিই পয়দা হইবে এবং তাহা করিবার যোগ্যতাও পয়দা হইবে।

১৯৭। তিনি বলেন–

যাহারা যত বেশী আহ্‌লে হক তাহাদের মধ্যে তত বেশী কাজ ও কোশেশ করিতে হইবে; তাহাদের দ্বীনের জন্য উঠা অতি জরুরী। কেননা তাহারা আসল ও বুনিয়াদ হইতে পারে।

১৯৮। তিনি বলেন–

তবলীগের আদাবের মধ্যে ইহাও যে, কথা যেন বেশী লম্বা না হয় এবং প্রথম প্রথম মানুষ হইতে মাত্র এতটুকু কাজ চাওয়া হয় যাহা তাহারা বড় মুশকিল ও ভারী না বুঝে। কখনও লম্বা কথা ও লম্বা সময় চাওয়াতে মানুষ ফিরিয়া থাকিবার কারণ হইয়া যায়।

২০০। তিনি বলেন–

বহু লোক ইহা মনে করে যে, পৌছাইয়া দেওয়ার নামই তবলীগ, ইহা মস্ত বড় ভুল। তবলীগ অর্থ ইহা যে, নিজের যোগ্যতা ও শক্তির শেষ সীমা পর্যন্ত যাইয়া লোকদিগকে দ্বীনের কথা এই প্রকারে পৌছাইতে হইবে, যেই প্রকারে পৌছাইলে তাহারা মানিয়া নিবার সম্ভাবনা হয়। নবীগণ এই তবলীগই লইয়া আসিয়াছেন। (তাঁহাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।)

২০১। তিনি বলেন–

"ফাজায়েলের মরতবা মাছায়েলের পূর্বের, ফাজায়েলের দ্বারা আমলের পুরস্কারের উপর একীন হয়, যাহা ঈমানের স্থান। আবার ইহা দ্বারাই মানুষ কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। মাছায়েল জানিবার আবশ্যকতা তখনই অনুভূত হইবে যখন আমল করিতে প্রস্তুত হইবে। এই জন্য আমাদের নিকট ফাজায়েলের আবশ্যকতা বেশী।"

২০২। তিনি বলেন–

তবলীগী জামায়াতের তালীমের নেছাবের এক আবশ্যকীয় অংশ 'তজবীদ'। কোরআন শরীফ শুদ্ধভাবে পড়া অতি বড় জিনিস।

ما اذن الله لشیء ما اذن لنبی یتغنی بالقران

"আল্লাহ পাক নবীর সুমিষ্ট সুরে কোরআন পড়া যেমন কান লাগাইয়া (সন্তুষ্ট হইয়া আগ্রহের সহিত) শোনেন তেমন অন্য কোন কিছুর প্রতি কান লাগাইয়া শোনেন না।"

তজবীদ প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ শুদ্ধভাবে কোরআন শরীফ পড়া যাহা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল হইয়া আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌছিয়াছে। কিন্তু তজবীদ শিক্ষার জন্য যেই সময়ের দরকার জমায়াতে সেই

সময় পাওয়া যাইতে পারে না। এই জন্য এই সময় শুধু ইহার কোশেশ করিতে হইবে যেন লোকের মধ্যে ইহার আবশ্যকতার অনুভূত পয়দা হয় ও কিছু কিছু যোগ্যতা (মোনাছেবাত) পয়দা হয়, তৎপর তাহারা যেন ইহা শিখিবার জন্য পৃথক সময় খরচ করিতে প্রস্তুত হয়।

২০৩। তিনি বলেন–

অন্যকে দ্বীনের দাওয়াত ও তরগীব দেওয়া গুপ্ত এবাদত। কেননা সাধারণ লোকেরা ইহাকে এবাদত বলিয়া বুঝে না। ইহার মধ্যে উচ্চ দরজার সকর্ম্মতাও (এক এবাদতের দ্বারা বহু এবাদত হওয়ার মাদ্দা تعد) আছে। যাহা প্রকাশ্য এবাদতের মধ্যে ভালর বিশেষ অংশ।

২০৪। তিনি বলেন–

বুজুর্গদের খেদমত করার আসল উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহাদের যে সমস্ত সাধারণ ও সামান্য কাজ অন্য লোকেরা করিতে পারে তাহা যেন তাহারা নিজেদের জিম্মায় লইয়া উহাদের সময় ও শক্তি ঐ সমস্ত বড় কাজের জন্য ফারেগ করিয়া দেয় যাহা কেবলমাত্র ঐ সমস্ত বুজুর্গেরাই করিতে পারেন; যেমন কোন জামানার পীরের অথবা কোন আলেম ও মুফতীর সাধারণ কাজ যাহা আপনি করিতে পারেন তাহা আপনি আপনার জিম্মায় লইয়া তাহাদিগকে ফারেগ ও বেফিকির করিয়া দিলেন, তাহা হইলে ঐ সমস্ত হযরতেরা দ্বীনের যে সমস্ত বড় বড় কাজ করিয়া থাকেন (যাহা এছলাহ, এরশাদ, দরছ ও এফতাহ ইত্যাদি) তাহা অধিকতর একাগ্রচিত্ত ও নিশ্চিত মনে সম্পাদন করিতে পারিবেন; আর এই প্রকারে এই খাদেমগণ তাহাদের ঐ সমস্ত বড় কাজের পুরস্কারের অংশীদার হইয়া যাইবে। তাহা হইলে দেখা গেল যে, প্রকৃত প্রস্তাবে বুজুর্গদের খেদমত করা তাঁহাদের বড় কাজে অংশ নেওয়ার এক উপায় স্বরূপ।

২০৫। তিনি বলেন–

প্রকৃত প্রেম প্রেমিক ও প্রেমাষ্পদের মধ্যে ধ্যান ধারণা এমনকি বাসনা কামনার মধ্যেও পূর্ণ একত্ব পয়দা করে। আমার ভাই মওলানা মুহাম্মদ ইহ্য়াই ছাহেব (রহঃ)-এর অবস্থা এই ছিল যে, যদিও তিনি খান্‌কাহ হইতে দূরে থাকিতেন তথাপি অনেক বার এইরূপ হইত যে, হঠাৎ তাহার মনে খান্‌কায়

যাওয়ার কামনা হইত তখনই তিনি খানকার দিকে রওয়ানা হইতেন এবং দরজা খোলা মাত্রই হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী (কুদ্দেছা ছিররুহ)-কে তাহার অপেক্ষায় বসা পাইতেন।

তিনি বলেন–

আল্লাহর সহিত যখন কোন বান্দার সত্যিকার মহব্বত হয় তখন আল্লাহর সহিতও এই মোয়ামেলা হইয়া যায় অর্থাৎ আল্লাহর পছন্দকৃত জিনিস সমূহ হইয়া যায়। আর যেই সমস্ত কথায় আল্লাহ নাখোশ হন বান্দার ও তৎপ্রতি নফরত বা ঘৃণা পয়দা হয়। এই মহব্বত পয়দা করিবার পদ্ধতি বা তরীকা মুহাম্মদী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নমুনার অনুসরণ। যেমন, আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন–

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহর সহিত মহব্বত করিতে চাও তাহা হইলে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদিগকে মহব্বত করিবেন।"

২০৬। তিনি বলেন–

যাহারা দ্বীনদার ও দ্বীনদান (দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞাত) হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের প্রচার প্রচলন ও উম্মতের সংশোধনের জন্য এইরূপ চেষ্টা ও কষ্ট করেন না, যেইরূপ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েবের হওয়া উচিত। তাঁহাদের সম্বন্ধে একদিন হযরত মওলানার মুখ দিয়া বাহির হইল, "এই সমস্ত লোকের উপর আমার রহম বা দয়া আসে।" ইহার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত অবিরাম এস্তেগ্ফার পড়িতে থাকেন। তৎপর এই অধমকে সম্বোধন করিয়া বলেন– "আমার তাহাদের উপর রহম আসে"। এই দাবীর বাক্য আমার মুখ দিয়া বাহির হওয়াতে আমি এই এস্তেগফার পড়িয়া তওবা করিতেছি।

২০৭। তিনি বলেন–

মসজিদ সমূহ মসজিদে-নববীর কন্যা স্বরূপ। এই জন্য ইহাদের মধ্যে ঐ সমস্ত কার্য হওয়া চাই যাহা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে হইত। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে নামাজ ব্যতীত তালীম তরবীয়তের (শিক্ষা-দীক্ষার) কাজও হইত। তদুপরি দ্বীনের দাওয়াতের যাবতীয় কাজ মসজিদ হইতেই হইত। দ্বীনের তবলীগ অথবা তালীমের ওফদ (জমাত সমূহ)-ও মসজিদ হইতেই বাহির হইত। এমন কি সৈন্যদের নজম (চালনা)-ও মসজিদ হইতেই হইত। আমরা চাই যে, আমাদের মসজিদ সমূহেও এইভাবে এই সমস্ত কাজ হইতে থাকে।

২০৮। তিনি বলেন–

ছহীহ কাজ করিবার পদ্ধতি এই– যেই সমস্ত কাজ নীচ দরজার লোক হইতে লইতে পারা যায় তাহা তাহাদের দ্বারাই লইবে। যখন নীচের দরজার লোক পাওয়া যায় তখন উচ্চ দরজার লোক ঐ সমস্ত কাজে লাগা বড়ই ভুল কথা; বরং এক প্রকার নেয়ামতের নাশুকুরী ও নীচের দরজার লোকদের উপর জুলুম।

২০৯। তিনি বলেন–

দ্বীনের দাওয়াতের কাজ আমার নিকট বর্তমানে এত জরুরী যে, একজন লোক নামাজে মশগুল আছে আর একজন নূতন লোক আসিয়া চলিয়া যাইতে চায় ও তাহাকে পুনরায় পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে আমার মতে মধ্যখানে নামাজ ভাঙ্গিয়া তাহার সহিত দ্বীনি কথা বলা চাই ও তাহার সহিত কথা বলা শেষ হইলে অথবা তাহাকে বসাইয়া নিজের নামাজ পুনরায় পড়া চাই।

২১০। এ সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন–

আমার মর্যাদা এক সাধারণ মোমেন হইতে উপরে বুঝা উচিত নহে। শুধু আমার কথার উপর কাজ করা বদদ্বীনি হইবে। আমি যাহা কিছু বলি উহাকে কেতাব ও ছুন্নতের উপর আরোপ করিয়া এবং নিজে চিন্তা ফিকির করতঃ নিজের জিম্মাদারীর উপর কাজ কর। আমি তো শুধু পরামর্শ দিয়া থাকি।

তিনি বলেন– হযরত ওমর (রাঃ) নিজের সাথীদের বলিতেন– "তোমরা আমার মাথার উপর বড় জিম্মাদারী ঢালিয়া দিয়াছ, তোমরা সকলে আমার কার্য সমূহ দেখা শুনা কর।" আমিও আমার বন্ধুদের সর্বদা সানুনয়ে এই দরখাস্ত করিয়া থাকি, তাঁহারা যেন আমার তত্ত্বাবধান করেন; যেখানে ভুল করি সেখানে বলিয়া দেন ও আমি যেন সৎপথে সততার সহিত চলিতে পারি সেজন্য চলিবার জন্য, দোয়াও করেন।

২১১। তিনি বলেন–

কোন কাজে মশগুল হওয়াতে অন্যান্য অনেক কাজ হইতে ফিরিয়া থাকিতে হয় অর্থাৎ যখন কোন জিনিসে মশগুল হইবে তখন অন্য সমস্ত জিনিস হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে; পুনরায় যেই পরিমাণে মশগুল হইবে সেই পরিমাণে অন্যান্য কাজ হইতে নিবৃত্তও হইতে হইবে। শরীয়তে যে ভাল হইতে ভাল কাজ শেষ করিয়া এস্তেগফার করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে আমার মতে ইহার মধ্যে এক গুপ্ত রহস্য ইহাও যে, সম্ভবতঃ ঐ ভাল কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ অন্য কোন আদেশ পালনে শৈথিল্য হইতে পারে, বিশেষ করিয়া যখন কোন কাজের আকর্ষণ অন্তরে লাগিয়া যায় ও মানুষের মনে ও মস্তিষ্কে ঐ কাজ ব্যাপ্ত হইয়া যায় তখন উহা ব্যতীত অন্যান্য কাজে অনেক সময় ত্রুটি হইতে থাকে। এই জন্য আমাদের এই কাজে যাহারা লাগে তাহাদের বিশেষ ভাবে কাজের সময় ও কাজ শেস করিয়া বেশীভাবে এস্তেগফার পড়া নিজের উপর বাধ্যতামূলক করিয়া লওয়া চাই।

২১২। তিনি বলেন–

ওলামাদের বলিতেছি যে, এই সমস্ত তবলীগী জমায়াতের গুরাফিরা, পরিশ্রম ও কোশেশের দ্বারা সাধারণের মধ্যে শুধুমাত্র দ্বীনের তলব ও কদর পয়দা করা যাইতে পারে ও তাহাদিগকে দ্বীন শিখিবার জন্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তৎপর দ্বীনের তালীম ও তরবীয়তের (শিক্ষা-দীক্ষার) কাজ ওলামা ও ছোলাহাদের এই দিকে মনোযোগ দেওয়াতে হইতে পারে এই জন্য আপনাদের মত বুজুর্গদের দৃষ্টিপাতের খুব বেশী জরুরত আছে।

২১৩। কোন কথা প্রসঙ্গে বর্তমান জমানার এক বিখ্যাত আলেম ও লিখক দ্বীনের খাদেমের কথা আসিল যাহার আমলী দুর্বলতার জন্য খাছ দ্বীনদার শ্রেণীর লোকদের আপত্তি ছিল।

তিনি বলেন– আমি তো তাঁহার গুণগ্রাহী, যদিও তাঁহার মধ্যে কোন দুর্বলতা থাকে তাহা হইলে আমি ইহা জানিতেও চাই না। ইহার মোয়ামেলা আল্লাহর সহিত। সম্ভবতঃ তাঁহার নিকট ইহার কোন ওজর আছে। আমাদের উপর আম আদেশ এই যে, দোয়া কর–

لا تجعل غلا للذين امنوا

"(আয় আল্লাহ!) যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য আমাদের কলব সমূহে (কু-ধারণা) (কিনাহ) শত্রুভাব দিও না।"

২১৪। পাঞ্জাবের এক বিখ্যাত বড় আলেম ও বুজুর্গ (যাহার সহিত এই দ্বীনহীন 'মলফুজাতের' সঙ্কলকেরও ভক্তির সম্বন্ধ রহিয়াছে) দিল্লী আসিয়াছিলেন। এই অধম তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া হযরত মওলানার দ্বীনি দাওয়াত, ইহার উছুল ও কার্য পদ্ধতি কিছু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি ও নিজের পুরাতন ভক্তির সম্বন্ধের দরুণ তাঁহাকে কিছু দিন এই কাজের কেন্দ্র নিজামুদ্দিনে থাকিয়া এই দ্বীনি দাওয়াত সম্বন্ধে আরও অধিক অবগত হইবার জন্য উৎসাহিত করি ও অনুরোধ জানাই। দাওয়াতের উছুল (তরিকায়ে-কায়) কার্য পদ্ধতি ও কাজের উন্নতি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শুনিয়া তিনি খুব ভাল ধারণা ও মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং বলেন, "এখন তো আমি বেশী দিন থাকিতে পারিব না, মাত্র তিন চার দিনের জন্য আসিয়াছি, তদুপরি হযরত মাওলানাও বিমার, কাজেই এই সময় আমি শুধু জিয়ারতের জন্য হাজির হইব। কিন্তু আমি নিয়ত করিয়াছি যে, যখন মওলানা সুস্থ হইবেন ও কোন বিশেষ তবলীগী (দাওয়ায়) ছফরে যাইবেন তখন আমি খোদা চাহে তো সঙ্গে থাকিয়া দেখিব।"

এই অধম যখন দিল্লী শহর হইতে নিজামুদ্দিন বস্তিতে আসিয়া হযরত মাওলানাকে সম্পূর্ণ কথাবার্তা শুনাই তখন **তিনি বলেন–**

শয়তানের ইহা অতি বড় ধোকা ও ফেরেব যে, সে ভবিষ্যতের বড় কাজের আশা দিয়া ছোট (ভাল) কাজ হইতে বিরত রাখে, যাহা বর্তমানে করা যাইতে পারে। সে ইহা চায় যে, বান্দাহ এই সময় যেই ভাল কাজ করিতে পারে কোন হিলা-বাহানা করিয়া তাহাকে তাহা হইতে হটাইয়া দেয়; আর এই তদ্‌বীরে সে প্রায়ই কৃতকার্য হইয়া যায়; তৎপর ভবিষ্যতে যেই বড় কাজের জন্য বান্দা আশা করে অনেক সময় উহার সুযোগ সুবিধা ও সময়ই আসে না। বড় কাজের আশাগুলি প্রায়ই পূর্ণ হয় না। আর ইহার বিপরীতে যেই ভাল কাজ এখনই সম্ভব যদিও তাহা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রও হয় তাহাতে লাগিয়া যাওয়া অধিকাংশ অবস্থায়ও সময় বড় বড় কাজে পৌছিবার উপায় স্বরূপ হয়। এই জন্য ইহাই বুদ্ধির কথা যে, যেই ভাল কাজ যেই সময় যেই পরিমাণে সহজে করা যাইতে পারে তাহা তখনই করিয়া সুযোগের নগদ ফায়েদা উঠাইয়া লয়।

সেই বুজুর্গের উচিত যে, পুনঃ করিবার জন্য না রাখিয়া বর্তমানেই যতদূর

সম্ভব সময় দিয়া দেয় ও আমার বিমারের কথা একেবারে খেয়ালই না করে। অন্যেরা কি জানিবে! এই ব্যারামের সময়ই আরামের সময় হইতে অনেক গুণ বেশী কাজ হইতেছে, এখানে আসিবার ইহাই খাছ সময়।"

আল্লাহর কাজ এইরূপই হইল। ঐ বুজুর্গ ঐ সময় থাকিতে পরিলেন না এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে তিনি যে আশা করিয়াছিলেন তাহাও পুরা হইল না। অল্প কয়েক দিন পরেই হযরত মাওলানার মওলার সহিত মিলন (মৃত্যু) হইয়া গেল। (আল্লাহ তাঁহাকে নেককার বুজুর্গদের মত রহমত (দয়া দান করুক)।

সমাপ্ত